উন্নয়নের চার বছর ঃ
স্বপ্ন পূরণের পথে বাংলাদেশ

বাজেট বক্তৃতা ২০১৩-১৪

আবুল মাল আবদুল মুহিত

মন্ত্রী

অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা

২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০

৬ জুন ২০১৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রস্তাবনা	১
প্রথম অধ্যায়ঃ সূচনা ও প্রেক্ষাপট	
শ্রদ্ধাঞ্জলি, কৃতজ্ঞতা	২-৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	
প্রতিশ্রুতি, বাস্তবায়নের সার্বিক মুল্যায়ন (সারণি-১, সারণি-২), মন্দা মোকাবেলায় সাফল্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সাফল্য, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, কৃষি খাতে সাফল্য ও খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা খাতে অর্জন, স্বাস্থ্যখাতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, যোগাযোগ খাতে অগ্রগতি, শিল্প ও বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা, প্রবাসী কল্যাণ, নারী ও শিশু উন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধের বন্ধুদের অবদান স্মরণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা	৪-১১
অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সার্বিক পর্যালোচনা (সারণি-৩, সারণি-৪, সারণি-৫)	১২-১৫
তৃতীয় অধ্যায়ঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও আমাদের অর্থনীতি	
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, প্রবৃদ্ধি (সারণি-৬,সারণি-৭), মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা ও ঋণ, আমদানি ও রপ্তানি, রেমিট্যান্স ও জনশক্তি রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিনিময় হার	১৬-২০
চতুর্থ অধ্যায়ঃ ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটঃ সমন্বয় এবং সংশোধন	
২০১২-১৩ বাজেট সংশোধন (সারণি-৮), সংশোধিত রাজস্ব আয়, সংশোধিত মোট ব্যয়, বাজেট ঘাটতি, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২১-২৩
পঞ্চম অধ্যায়ঃ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো	
মধ্যমেয়াদি অনুমান: রাজস্ব ও মুদ্রা খাতের পরিসর, কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি, সহনীয় মূল্যস্ফীতি	২৪-২৫
বাজেট কাঠামো (সারণি-৯): রাজস্ব আয় প্রাক্কলন, ব্যয় প্রাক্কলন, বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন,	২৫-২৬
সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো (সারণি-১০): সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো	২৭
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে সম্পদ সঞ্চালন (সারণি -১১)	
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	২৮-২৯
ডিজিটাল বাংলাদেশ	২৯
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	২৯
কৃষি খাত: কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহায়তা, সারের সুষম ব্যবহার, কৃষি ভর্তুকি ও কৃষি ঋণ, কৃষি খাতে অন্যান্য পদক্ষেপ	৩০-৩১
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ: মৎস্য খাতে উন্নয়ন, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন	৩১-৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা
খাদ্য নিরাপত্তা	৩৩
পানিসম্পদ: সেচ সম্প্রসারণ ও খাদ্য উৎপাদন, নদী তীর ও শহর সংরক্ষণ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, দেশের বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা পুনরুদ্ধার, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ, উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ, মরুকরণ প্রশমন ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার, অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা, হাওর উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা	৩৪-৩৬
পল্লী উন্নয়ন: পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের অনুপাত ৫০: ৫০ এ উন্নীতকরণ	৩৬-৩৮
মানব সম্পদ উন্নয়ন	৩৮-৩৯
সামগ্রিক শিক্ষা খাত: শিক্ষা খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন	৩৯-৪০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা: সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন, সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া শিশু	৪০-৪১
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ: শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য, পুষ্টি কার্যক্রম, নগরকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা অবকাঠামো, চিকিৎসা খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, ঔষধ শিল্প	৪২-৪৪
সংস্কৃতি: দেশজ ও লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান	৪৪-৪৫
ধর্ম: মসজিদ-মন্দির ভিত্তিক শিক্ষা	৪৫-৪৬
যুব ও ক্রীড়া: ন্যাশনাল সার্ভিস, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ, ক্রীড়া অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ, প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ প্রদান	৪৬-৪৭
ভৌত অবকাঠামো	৪৮
সড়ক ও সেতু: যোগাযোগ অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা, পদ্মা সেতু	৪৮-৫০
রেলপথ: রেল অবকাঠামো সম্প্রসারণ	৫০-৫১
নৌ পরিবহন: সমুদ্র বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থল বন্দরের উন্নয়ন, মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি	৫১-৫২
বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন: বিমান বন্দরের সেবা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি, বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন	৫২-৫৩
আবাসন ও সুপরিকল্পিত নগরায়ন: পরিকল্পিত নগরায়ন, সকলের জন্যে আবাসন নিশ্চিতকরণ, গৃহায়ন তহবিল, গৃহায়ন নীতিমালা	৫৩-৫৫
শিল্পায়ন	৫৫
শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ, শিল্প পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন, দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতকরণ	৫৫-৫৭
জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ	৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড,শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উপকূলীয় ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৫৭-৫৯
সপ্তম অধ্যায়ঃ কল্যাণমূলক বিশেষ অগ্রাধিকার খাত	
দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা: অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, কাবিখা ও টিআর, প্রতিবন্ধী জরিপ, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য, প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে স্বতন্ত্র অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, অটিজম রিসোর্স সেন্টার	৬০-৬৪
কর্মসংস্থান: কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি,দক্ষতার উন্নয়ন	৬৫-৬৬
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান: বৈদেশিক কর্মসংস্থান, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন, ইউ. এন. কনভেনশন অনুসমর্থন	৬৬-৬৭
নারী ও শিশু কল্যাণ: জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন, নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, শিশুর উন্নয়ন, চাইল্ড হেল্প-লাইন ও চাইল্ড প্রটেকশন	৬৭-৬৯
মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধাদি, মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নির্মাণ	৬৯-৭০
সংখ্যালঘু ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কল্যাণ, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণ	৭১-৭২
অষ্টম অধ্যায়ঃ সংস্কার ও সুশাসন	
সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা: বাজেট ব্যবস্থাপনায় সংস্কার	৭৩
আর্থিক খাত	৭৪
পুঁজিবাজার: পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা	৭৪-৭৫
ব্যবসা পরিবেশ	৭৫-৭৬
স্থায়ী বেতন ও চাকুরি কমিশন গঠন	৭৬
রাজস্ব খাত	৭৬
সুশাসন	৭৭
সংসদীয় কার্যক্রম: জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা, সংসদ বর্জনের অপসংস্কৃতি	৭৭-৭৮
ভূমি ব্যবস্থাপনা: ভূমি ব্যবস্থাপনা, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন	৭৮-৭৯
দুর্নীতি প্রতিরোধ	৭৯
জনশৃংখলা: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আধুনিকায়ন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আধুনিকায়ন	৮০
তথ্য অধিকার: সম্প্রচার মাধ্যমের উন্নয়ন, সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন	৮০-৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
পররাষ্ট্র নীতি: ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা, অর্থনৈতিক কূটনীতি	৮১-৮২
রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা: সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি	৮২-৮৩
নতুন ভাবনা: বিশেষ উদ্যোগ	৮৩-৮৪
স্থানীয় সরকার	৮৪-৮৫
জনপ্রশাসন	৮৬-৮৭
নবম অধ্যায়ঃ রাজস্ব খাত	
রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম	৮৮
কর আহরণের মৌল নীতিমালা	৮৮-৮৯
সংস্কার কার্যক্রম	৮৯-৯৪
ভবিষ্যত কার্যক্রম	৯৪-৯৫
প্রত্যক্ষ কর	৯৫
আয়কর: আয়করের হার, বিনিয়োগ প্রণোদনা, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ প্রণোদনা, কর অবকাশ ও বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান, ফ্লাট/বাড়ী/জমি ক্রয়/বিনিয়োগে আয়কর, পেশাজীবিদের আয়কর ও সহজ আয়কর রিটার্ন, ডেইরি পোলট্রি ও মৎস্য শিল্পে প্রণোদনা	৯৫-১০১
আমদানি শুল্ক ও কর: আমদানি শুল্ক ও সম্পুরক শুল্ক কাঠামো সুষমকরণ, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের শুল্ক	১০২-১০৩
কৃষি ও খাদ্য শিল্প খাত: পটেটো চিপস-এ সম্পুরক শুল্ক, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এর উপকরণের শুল্ক অব্যাহতি, দুগ্ধ শিল্প, গবাদি পশু	১০৩-১০৪
শিল্প খাত	১০৪
কাগজ শিল্প ও প্রিন্ট মিডিয়া: কাগজ শিল্প	১০৪-১০৫
টেক্সটাইল শিল্প খাত: টেক্সটাইলস	১০৫
সিরামিক ও গ্লাস শিল্প: সিরামিক ও গ্লাস	১০৫-১০৬
আয়রণ, ষ্টীল ও ইঞ্জিনিয়ারিং খাত: বিলেট ও এলয় ষ্টীল, এল পি জি সিলিন্ডার জেনারেটর পার্টস	১০৬-১০৭
কম্পিউটার ও পর্যটন খাত: আই সি টি খাত, পর্যটন শিল্প, ,অপ্টিক্যাল ফাইবার ক্যাবল	১০৭-১০৮
জনস্বাস্থ্য খাত	১০৯
বিদ্যুত খাত	১০৯
পরিবহন খাত: রিকন্ডিশন গাড়ি	১০৯-১১০
অন্যান্য শিল্প খাত: অগ্নি নির্বাপণ, সুপারশপ, চামড়াশিল্পের রসদ	১১১
অবকাঠামো ও জাহাজ শিল্প খাত: জাহাজ শিল্প	১১১-১১২

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরোক্ষ কর	১১৩
মূল্য সংযোজন কর (মুসক): টার্নওভার কর সুবিধার প্রসার, আইন ও বিধিগত সংস্কার, সম্পুরক শুল্ক বৃদ্ধি ও হ্রাস, ব্যবসায়ী পর্যায়ে মুসক, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিশেষ সুবিধা	১১৩-১১৭
দশম অধ্যায়ঃ উপসংহার	
উপসংহার	১১৮-১১৯
পরিশিষ্ট	১২০-১৮৫

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে

মাননীয় স্পীকার

প্রস্তাবনা

১। আমি ২০১২-১৩ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট এ মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য আপনার সানুগ্রহ অনুমতি প্রার্থনা করছি।

২। প্রথমেই আপনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই মহান সংসদের মাননীয় স্পীকার নির্বাচিত হয়ে আমাদের দেশে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সেজন্য আপনাকে শুভেচ্ছা। তবে এতে আপনার চেয়ে আমরা বেশি গর্ববোধ করি। আপনি অবহিত আছেন যে আপনার খ্যাতনামা পিতা আমার এক সময়ের কনিষ্ঠ সহকর্মী জনাব রফিকুল্লাহ চৌধুরী এবং সমভাবে বিখ্যাত মাতা আমার ভগ্নিসম বেগম নাইয়ার সুলতানা দু'জনেই আমার অত্যন্ত আপনজন ছিলেন এবং তারও পূর্ববর্তী প্রজন্মের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্টতা ছিল। শৈশব থেকে মেধার স্বাক্ষর রেখে আপনি ক্রমে ক্রমেই যেভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন, যে মধুর ব্যবহারে সবাইকে মোহিত করেন এবং আপনার বিভিন্ন কাজকর্মে উচ্চমানের জ্ঞান এবং দক্ষতার পরিচয় রাখেন, তারই স্বীকৃতি আজকে আপনার এই সম্মান। আপনার চলার রাস্তা মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আমাদের দেশে সন্ত্রাস, অসহিষ্ণুতা এবং দুর্নীতি যেভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনকে কলুষিত করেছে সেখানে একটি সুন্দর পরিবেশে সকলকে নিয়ে এই মহান সংসদের ভাবমূর্তি উদ্ধারে এবং তার পরিচালনায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা খুবই দুরূহ। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আপনি এই কঠিন কাজে সাফল্য অর্জন করবেনই করবেন।

প্রথম অধ্যায়

সূচনা ও প্রেক্ষাপট

মাননীয় স্পীকার

৩। মহাজোট সরকারের বর্তমান মেয়াদের শেষ বাজেট উপস্থাপনার শুরুতে আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি বাঙালীর মুক্তিসংগ্রামের মহান রূপকার আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। একই সাথে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি ভাষা অন্দোলন থেকে শুরু করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার বিরোধী সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী চক্রের হাতে নির্মমভাবে নিহত অগণিত শহীদদের। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁদের সুমহান আত্মত্যাগ আমাদের জাতীয় জীবনে চির অম্লান হয়ে থাকবে; শক্তি জোগাবে আগামী দিনের পথ চলার।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

৪। আমি আজ গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ সহকর্মী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমানকে। সদালাপি, মিতভাষী, অজাতশত্রু এই ব্যক্তি দলমতের উর্ধ্বে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক অনন্যসাধারণ উচ্চতায়। তাঁর মৃত্যুতে দেশ হারিয়েছে একজন সৎ ও ত্যাগী নেতাকে- আর জাতি হারিয়েছে তার অভিভাবককে। এ শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

৫। আমি তাজরিন ফ্যাশন এ ভয়াবহ অগ্নিকান্ড এবং রানা প্লাজায় ভবন ধ্বসে হতাহত শ্রমিকদের পরিবার পরিজনের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা। নিহত শ্রমিকদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। পাশাপাশি আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই – বরাবরের মত এ দুর্ঘটনা মোকাবেলায় আমাদের সরকার আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে। আপনাদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও পুনঃকর্মসংস্থান নিশ্চিত করব আমরা। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরণের দুর্ঘটনা এড়াতে শ্রম-পরিবেশের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাথে নিয়ে যা যা করণীয় তা সম্পন্ন করব।

৬। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। বাজেট প্রণয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি আমার ওপর আস্থা রেখেছেন; পাশাপাশি প্রয়োজনের মুহূর্তে দিকনির্দেশনা ও

কৃতজ্ঞতা

পরামর্শ দিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছেন। বাজেট প্রণয়নকালে অন্যান্য বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও আমি কথা বলেছি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সন্মানিত সদস্য, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, পেশাজীবী, ব্যবসায়িক সংগঠন, এনজিও নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের সঙ্গে। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন সংগঠন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাথে আমি বৈঠক করেছি। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। বাজেট বিষয়ে কৃষকের ভাবনা জানার জন্য আমি ঢাকার বাইরে মুন্সীগঞ্জে একটি মত বিনিময় সভায় যোগ দিয়েছি। এ সভাতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এসব পরামর্শ থেকে যতটুকু সম্ভব আমরা তা বাজেটে প্রতিফলিত করেছি। তবে সকল পরামর্শই আমাদের বাজেট ভাবনাকে আলোকিত করেছে। সবশেষে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের, যাঁরা বাজেট তৈরির এই দুরূহ কাজে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আমাকে সহায়তা করেছেন।

৭। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বরাবরের মতো এবারও আমরা নির্মোহভাবে বিবেচনা করেছি বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। বস্তুনিষ্ঠতার সাথে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি আমাদের সম্পদ পরিস্থিতি এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রয়োজনীয় বিপুল সম্পদের চাহিদার বিষয়টি। এবার আমি একে একে আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি, সামষ্টিক অর্থনীতি ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট কাঠামো, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট, গুরুত্বপূর্ণ খাত সমূহে সম্পদ সঞ্চালন এবং সরকারের রাজস্ব প্রস্তাব এই মহান সংসদে তুলে ধরব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

মাননীয় স্পীকার

৮। ১১ জুন, ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে আমি আমার বাজেট বক্তৃতায় মোটামুটিভাবে আমাদের মেয়াদের কার্যক্রম এবং কৌশল সম্বন্ধে মূল বক্তব্য রাখি। আমরা যে বিস্তৃত নির্বাচনী মেনিফেস্টো দিই এবং বিশাল নির্বাচনী ম্যান্ডেট পাই তারই আলোকে আমি আমার বাজেট বিবৃতি প্রদান করি। সেখানে আমার বক্তব্যের প্রধান বিষয়গুলো ছিলঃ

প্রতিশ্রুতি

- বিশ্বমন্দা মোকাবেলা করে প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগতি ধরে রাখা;
- দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল করে জনগণের জন্য সহনীয় পর্যায়ে তা বজায় রাখা;
- বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি, তখনকার স্থবির ২৪ শতাংশ থেকে অন্তত ৩০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া। সেজন্য অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্ব, বৈদেশিক সহায়তা বৃদ্ধি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ছিল প্রধান কৌশল;
- ২০১৪ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে এবং ২০১৭ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করা;
- বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় তিন বছরের মেয়াদে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই খাতে সার্বিক উন্নয়ন করে ২০১৭ সালের মধ্যে চাহিদা ও উৎপাদনে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা;
- দুর্নীতি দমন ও সুশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া।

একইসঙ্গে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে, তিন বছরমেয়াদি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র চূড়ান্ত করা, ১২ বছরমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং পাঁচ বছরমেয়াদি পাঁচসালা পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত করা। আরও প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল – (১) প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ে মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রণয়ন; (২) একীভূত বাজেট সৃষ্টি; (৩) জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন এবং (৪) জেলাওয়ারি বাজেট প্রদান। পরবর্তী বছরগুলোতে এইসব বিষয়ে আমাদের অগ্রগতি মহান সংসদে বিবৃত করি এবং নতুন কিছু উদ্যোগেরও ঘোষণা দেই।

৯। বর্তমান বাজেটটি এ মেয়াদে আমাদের সরকারের শেষ বাজেট। 'রূপকল্প ২০২১' কে সামনে রেখে ২০০৯ সালে আমরা যে যাত্রা শুরু করেছিলাম, আজ তার প্রায় অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করেছি। শুরু থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যআয়ের দেশে পরিণত করা। আমাদের ঘোষিত প্রতিটি বাজেট প্রণীত হয়েছে সেই লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে। বিভিন্ন সময়ে অনেকে মন্তব্য করেছেন যে বাজেট সব সময় উচ্চাভিলাষী হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা প্রমাণিত হয়নি। আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই লক্ষ্য পূরণে আমরা উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছি। আমাদের মেয়াদে সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচকে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। **আমি সারণি-১ এ বিষয়টি মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।** এখানে আপনারা সহজেই দেখবেন যে, চার বছরে এই অর্থনীতি পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে অনেক উচ্চমানে পৌঁছে গেছে।

বাস্তবায়নের সার্বিক মূল্যায়ন

১০। বক্তৃতার শুরুতে আমাদের কর্মকৃতির কিছু খতিয়ান তুলে ধরতে চাই **সারণি-২ তে তা পেশ করেছি।** এই খতিয়ান অনেক লম্বা। সেখান থেকে আমি কতিপয় বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১১। আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন মন্দার প্রকোপে বৈশ্বিক অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা। একারণে শুরু থেকেই মন্দা মোকাবেলায় আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করি। ব্যবসায়ী সংগঠন, বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে স্থির করি উপযুক্ত প্রণোদনা প্যাকেজ ও নীতি সহায়তা। আপনাদের জানা আছে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও আমরা গড়ে ছয় শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে পেরেছি, তবে প্রবৃদ্ধির হার আমাদের লক্ষ্যমাত্রার পর্যায়ে অর্জন করতে পারিনি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমরা ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে পৌঁছতে পারবো বলে মনে হয়না। তবে আমরা মুদ্রাস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছি। পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ ধারার বিপরীতে আমদানি-রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি

মন্দা মোকাবেলায় সাফল্য

বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। বাড়াতে পেরেছি রেমিট্যান্সের পরিমাণ। ঋণ পরিশোধের সক্ষমতার মানদন্ডে (credit rating) ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সক্ষমতা অর্জন করেছি এ সময়ে। আপনারা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে আমাদের দক্ষ ও সুবিবেচনাপ্রসূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা।

মাননীয় স্পীকার

১২। আমি প্রতিটি বাজেট বক্তৃতায় বিদ্যুৎ সমস্যার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান দেবার বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি। আশার কথা এক্ষেত্রে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করেছি। ইতোমধ্যে নির্মাণ করেছি ৫৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। আমাদের মেয়াদে ৩ হাজার ৮৪৫ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। বিদ্যুতের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একইসাথে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৮৩ কিলোওয়াট আওয়ার থেকে বেড়ে ২৯২ কিলোওয়াট আওয়ারে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা ২০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম চালু করেছি। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছি ৩০ লক্ষ গ্রাহককে। বিদ্যুতের উৎপাদন আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে আমরা কয়লাভিত্তিক ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। পাবনার রূপপুরে ১ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। ইনশা আল্লাহ আগামী ২০১৫ সাল নাগাদ বিদ্যুতের মোট উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ১৪ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সাফল্য

১৩। বিদ্যুতের পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তার ওপরও আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। একমাত্র রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী কোম্পানি বাপেক্সকে শক্তিশালী করেছি। বর্তমানে ১৯টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার ২৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। আমাদের সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় এ পর্যন্ত দৈনিক ৬৮০ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। অতি সম্প্রতি আমরা বাসা বাড়িতে গ্যাস সংযোগ প্রদানের অনুমতি দিয়েছি। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন, বিতরণ ও এ খাতের উন্নয়নে বিনিয়োগের লক্ষ্যে আমরা 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' নামে একটি ফান্ড গঠন করেছি। পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করেছি।

১৪। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার পথে আমাদের অগ্রযাত্রা অত্যন্ত সন্তোষজনক। ২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স চালুর লক্ষ্যে আমরা দেশের ৪ হাজারেরও বেশি ইউনিয়নে ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছি। ই-সার্ভিস সেন্টার চালু করেছি প্রতিটি জেলায়। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মোট ২৪ হাজার ওয়েব পোর্টাল তৈরির কাজও প্রায় শেষ করে এনেছি। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে আমরা ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু করেছি। এছাড়াও ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার, মোবাইল ক্যাশ কার্ড চালুর উদ্যোগ নিয়েছি আমরা। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে বাংলাদেশকে যুক্ত করার কাজ অনেকখানি এগিয়েছে। আমরা দেশের প্রায় সবক'টি উপজেলাকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনতে পেরেছি। ৩-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্ক এর বাণিজ্যিক কার্যক্রমও শুরু করেছি। টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে আমাদের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে দেশে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ৯ কোটি ৮৬ লক্ষ এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৪০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি টেলিডেনসিটি এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬৪.৬ এবং ১৯.৯ শতাংশে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন

১৫। আমরা ২০১৩ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার অঙ্গীকার করেছিলাম জনগণের কাছে। আমরা দায়িত্ব নেবার পর গত ৪ বছরে ধান উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। আমরা এ সাফল্য ধরে রাখতে চাই। এ লক্ষ্যে আমরা ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৫ হাজার কৃষককে উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করেছি। সারের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য তিন দফায় নন-ইউরিয়া সারের মূল্য ৭০ থেকে ৭৯ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করেছি। অব্যাহত রেখেছি কৃষি ভর্তুকি প্রদান। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ১২ হাজার কোটি টাকা কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়াও উন্নত মানের বীজ সরবরাহের জন্য আমরা বিএডিসিকে শক্তিশালী করেছি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিএডিসি যেখানে মাত্র ১৮ শতাংশ বোরো বীজ সরবরাহ করত, সেখানে বর্তমানে সরবরাহ করছে ৬০ শতাংশ বোরো বীজ। বিগত তিনটি অর্থবছরে ১ লক্ষ ৮ শত ৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ১১ হাজার ৫ শত ৫০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকেও আমরা নজর দিয়েছি। বর্তমানে সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা বেড়ে ১৬ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। আশা করছি ২০১৫ সালের মধ্যে খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়াবে। এছাড়াও

কৃষি খাতে সাফল্য ও খাদ্য নিরাপত্তা

বিগত চার বছরে মৎস্য খাতে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.০৮ শতাংশ, অন্যদিকে প্রাণিসম্পদ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৪৪ শতাংশ।

মাননীয় স্পীকার

শিক্ষা খাতে অর্জন

১৬। প্রতিশ্রুতিমত সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে আমরা নিরলসভাবে কাজ করেছি। ইতোমধ্যে আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণয়ন করেছি। শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করেছি 'শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২'। গঠন করেছি শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।

১৭। আমরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত বৃদ্ধির জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরো প্রায় ২ হাজার প্রধান শিক্ষক ও ৬৯ হাজার ৪০৪ জন সহকারি শিক্ষক এবং রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরো ৯ হাজার ৫০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছি। এ লক্ষ্যে ৩৭ হাজার ৬৭২টি সহকারী শিক্ষকের পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য ৭টি বিভাগীয় শহরে ৬ হাজারেরও বেশি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার শিক্ষার্থীকে মৌলিক শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম চলছে। আমরা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২৬ হাজার ১৯৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছি। প্রায় ১ লক্ষ ৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণের কাজ শুরু করেছি। আমরা প্রতি বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শতভাগ শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছি। অব্যাহত রেখেছি প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম। এছাড়া ২০১২ সাল থেকে স্নাতক ও সমপর্যায় পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ করেছি। উল্লেখ্য যে, উপবৃত্তির সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই ছাত্রী।

স্বাস্থ্যখাতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

১৮। স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা 'জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১' প্রণয়ন করেছি। চূড়ান্ত করেছি 'জাতীয় জনসংখ্যা নীতি, ২০১২'। তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য চালু করেছি ১২ হাজার ২১৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক। ২৭৫টি উপজেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করেছি। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলোতে ২ হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি।

আমরা স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন পদে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার জনবল নিয়োগ দিয়েছি। নির্মাণ করেছি নতুন ৪টি মেডিকেল কলেজ।

যোগাযোগ খাতে অগ্রগতি

১৯। আমি বিগত বাজেট বক্তৃতাগুলোয় যোগাযোগ খাতে সমন্বিত উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছিলাম। এ লক্ষ্যে 'জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা' প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত করে এনেছি। প্রণয়ন করেছি ২০ বছর মেয়াদি 'রোড মাস্টার প্লান' (Road Master Plan) এবং 'ন্যাশনাল রোড সেইফটি স্ট্র্যাটেজিক এ্যাকশন প্লান ২০১১-১৩' (National Road Safety Strategic Action Plan ২০১১-১৩)। এ পর্যায়ে আমি যোগাযোগ খাতে দৃশ্যমান কয়েকটি মাইলফলকের প্রতি এই মহান সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের মেয়াদে বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকার বহুপ্রত্যাশিত সড়ক, মিরপুর-বনানী ফ্লাইওভার এবং বনানী রেলক্রসিং ওভারপাস নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। যাত্রাবাড়ী থেকে পলাশী পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ 'মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার' এবং প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িল ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া আমরা দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সংযোগকারী মেঘনা ও গোমতী সেতুর পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন করেছি। গণ-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র পরিবহণ বহরে যুক্ত করেছি ৮২০টি বাস ও ২৫টি আর্টিকুলেটেড বাস। দীর্ঘ উপেক্ষিত রেলখাতের উন্নয়নে আমরা গঠন করেছি পৃথক একটি মন্ত্রণালয়। গত ৪ বছরে রেলের বাজেট সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রায় ১২১ শতাংশ বৃদ্ধি করেছি। পাশাপাশি নৌপথের প্রয়োজনীয় গভীরতা বজায় রাখতে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করেছি। বিমান বহরে যোগ করেছি নতুন প্রজন্মের ২টি বোয়িং বিমান।

শিল্প ও বাণিজ্য

২০। বন্ধ শিল্প কারখানা চালুকরণ নীতির আওতায় আমরা ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৪টি বন্ধ শিল্প কারখানা চালু করেছি। আরো ২টি মিল চালুর অপেক্ষায় আছে। পাটের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত পণ্যের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' প্রনয়ন করেছি। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের অতীতের ২ হাজার ৩১৬ কোটি টাকা দেনার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। উদ্যোগ নিয়েছি একে লাভজনক করার। আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে এটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও পরিবেশ সংরক্ষণ

২১। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে আমরা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের হয়ে নেতৃত্ব প্রদান করছি। আমাদের সফল কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে সম্ভাব্য

ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সাহায্য করার জন্য ২০১০ সালের কানকুন এগ্রিমেন্টের আওতায় 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। এছাড়া মোবাইল অপারেটর-এর সাহায্যে সারাদেশে আবহাওয়া বার্তা প্রচারের কাজ শুরু করেছি আমরা। ত্রাণ বিতরণের তথ্য আদান প্রদানের জন্য সদর দপ্তর, সবকটি জেলা ও ৩১০টি উপজেলাকে তথ্য-প্রযুক্তি অবকাঠামোর আওতায় এনেছি।

২২। হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ বিভিন্ন ভাতার হার ও আওতা সম্প্রসারণ করেছি। যেখানে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল সেখানে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় ২২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০ এ দেখা গিয়েছে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪.৫ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতাভুক্ত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার কারণে ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ এ প্রায় ১০ শতাংশ দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা

মাননীয় স্পীকার

২৩। বর্তমানে আমাদের প্রায় ৮৬ লক্ষের অধিক শ্রমিক ১৫৭টি দেশে কর্মরত রয়েছেন। এর বাইরে আমরা নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও বিদ্যমান বাজার সম্প্রসারণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মালয়েশিয়া সরকারের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আশা করছি এর ফলে স্বল্প খরচে আগামী ৫ বছরে ৫ লক্ষাধিক শ্রমিক চাকুরি নিয়ে মালয়েশিয়া যেতে পারবেন। এছাড়া শ্রমিক প্রেরণের জন্য হংকং ও জর্ডানের সাথে আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। আমরা স্বল্প সুদে অভিবাসন ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যংক স্থাপন করেছি। ইতোমধ্যে ৭টি বিভাগীয় শহরে এ ব্যাংকের শাখা স্থাপন করেছি। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা অভিবাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আমরা দায়িত্ব নেবার পর প্রথম বছরেই জনশক্তি রপ্তানি বিষয়ক আইন ও বিধিবিধান সংস্কারের বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশান অর্ডিন্যান্স বাতিল করে নতুন আইনের খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা প্রবাসে আমাদের নাগরিকদের দেখাশোনা উন্নত করার লক্ষ্যে ১৬টি বিভিন্ন মিশনে শ্রম উইংকে শক্তিশালী করেছি এবং নতুন ১৭টি শ্রম উইং স্থাপন করছি।

প্রবাসী কল্যাণ

২৪। নারীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১' প্রণয়ন করেছি। নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা রোধে ' পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০', 'জাতীয় শিশু নীতি ২০১১' প্রণীত হয়েছে আমাদের সময়ে। দেশের ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আমরা ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করেছি। দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথ শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করেছি ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র। এছাড়া ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করছি আমরা। নারী ও শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পেয়েছেন জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড।

নারী ও শিশু উন্নয়ন

২৫। স্বাধীনতা যুদ্ধে যেসব দেশ ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সেসব বিদেশি বন্ধুদের আমরা সম্মাননা জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আগ্রহে স্বাধীনতার ৪০ বছর পর হলেও এ ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ নিতে পেরেছি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে (মরণোত্তর) বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ভারতের বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জীসহ ২১০ জন ব্যক্তি ও সংগঠনকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' এবং 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' পদক/ক্রেস্ট ও স্মারক সনদ প্রদান করেছি। আরো প্রায় ৩৬৬ জন বিদেশি বন্ধু ও সংগঠনকে আগামী অর্থবছরে সম্মাননা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের বন্ধুদের অবদান স্মরণ

২৬। আমরা ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগর জরিপে ১৯১টি মৌজার ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৫০৬টি খতিয়ান ও ৪ হাজার ৮৯টি মৌজা ম্যাপসিট ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করেছি। আশা করছি জুন ২০১৪ এর মধ্যে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশন এর কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে মোট ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপসম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪০ টি জেলার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং এর কাজ চলছে। প্রণীত হয়েছে 'কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১২' এর খসড়া।

ভূমি ব্যবস্থাপনা

২৭। আপনাদের অবগতির জন্য ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত **অসমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত আর চলমান কর্মসূচির তালিকাসহ বাজেটে ঘোষিত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের একটি সামগ্রিক খতিয়ান সারণি-৩ ও ৪ এ সংযোজন করেছি।**

অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সার্বিক পর্যালোচনা

২৮। আমি এই তালিকাগুলো থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

- অবশেষে **জেলা বাজেট** এবার সম্ভবপর হলো। এবার টাঙ্গাইল জেলার জন্য একটি পরীক্ষামূলক জেলা বাজেট পেশ করছি। এই জেলা বাজেটে থাকছে টাঙ্গাইল জেলায় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যেসব কাজকর্ম রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অধীনে পরিচালনা করছে সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বিবৃতি (কিন্তু একেবারে বিশুদ্ধ নয়)। এখানে জেলাতে সরকারের বাজেট মাফিক কি ধরনের কার্যক্রম হচ্ছে এবং কত খরচ হচ্ছে তার একটি ধারণা পাওয়া যাবে। এই বাজেট প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে একটি জেলা কিভাবে প্রভাবিত এবং উপকৃত হয় তার বিবরণ প্রদান। আমার প্রত্যাশা যে, এতে সরকারের কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আরও উন্নত হবে। আমি আশা করি যে, ভবিষ্যতে জেলা থেকে যেসব অভিমত এবং কার্যক্রম প্রস্তাবিত হবে সেগুলো ক্রমে ক্রমে জেলা বাজেটে স্থান করে নেবে। অবশ্যি, তার একটি পূর্বশর্ত আছে এবং সেইটি হচ্ছে শক্তিশালী জেলা পরিষদ। আমি আরও আশা করছি যে, আগামী দুই মাসের মধ্যে আমরা বাকী ৬টি বিভাগের আরও ৬টি জেলার জেলা বাজেট টাঙ্গাইলের ধাঁচে প্রকাশ করতে পারবো।

- **পিপিপি** সংক্রান্ত কর্মসূচি নিয়ে আমি আমার প্রথম বাজেটেই অনেক আশাবাদ ব্যক্ত করি এবং দ্বিতীয় বছরে এবিষয়ে নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন করা সম্ভবপর হয়। নতুন দপ্তরকে প্রতিষ্ঠা করতে অনেক সময় চলে যায়। এ কারণে এই কার্যক্রম বেশ দেরিতে শুরু হয়েছে। বর্তমানে পিপিপি আইন মন্ত্রিসভার বিবেচনায় আছে। ইতিমধ্যে প্রকল্প নির্বাচনের কাজ গতিময় হয়েছে। পিপিপি কার্যক্রমে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ খুবই জরুরিঃ প্রাথমিক পরীক্ষা করে প্রকল্প নির্ধারণ; প্রকল্প তালিকাভুক্তকরণ; প্রকল্পের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা এবং উপদেষ্টা

নিযুক্তি; প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা। এই বছরে মে মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রকল্প নির্ধারিত হয়েছে ৩০টি, তালিকাভুক্ত হয়েছে ১৭টি, উপদেষ্টা নিযুক্তি হয়েছে ১৪টিতে এবং কার্যক্রম শুরু হয়েছে ৬টিতে। আগামী বছরে এই সংখ্যা হবে যথাক্রমে ৩৫, ৩০ এবং ২০। **আমি ১৭টি প্রকল্পের চিত্র সারণি-৫ এ তুলে ধরছি।**

- **বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে** আমরা যথেষ্ট এগিয়েছি। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে আমরা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীপ নই। আমাদের নিকটস্থ এলাকায় ও বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় গত চার বছর ধরে চলছে সে হিসেবে আমরা খুবই ভাল করেছি। পিপিপি সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) সম্বন্ধে আমাদের বিনিয়োগ বোর্ড আশাপ্রদ দু'টি প্রতিবেদন দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, গত দু'বছরে এদিকে বিনিয়োগ বাড়ছে। ২০১১ পঞ্জিকা বছরে এফডিআই প্রবাহ ছিল ১১৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১২-তে তা বেড়ে সম্ভবত ১৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হচ্ছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আনকটাড (UNCTAD) এ সম্বন্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। বর্তমান বছরে নির্বাচনী হাওয়ার কারণে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা কিছুটা ইতস্তত করছে। ফলে বেসরকারি বিনিয়োগ হয়তো কিছুটা হ্রাস পাবে। কিন্তু সরকারি বিনিয়োগ বেড়ে যাওয়ার ফলে এই বছরে দেশে জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে বিনিয়োগ হচ্ছে ২৬.৮৫ শতাংশ, যা এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। অপ্রদর্শিত আয়কে বিনিয়োগে ব্যবহার করার জন্য এদেশে বহুবার নানা ধরনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কখনও তেমন ফল পাওয়া যায়নি। আমরা এখন আইন করেছি যে, অপ্রদর্শিত আয়ে যে করহার প্রযোজ্য তার সঙ্গে ১০ শতাংশ অর্থাৎ আয়ের আড়াই শতাংশ জরিমানা দিয়ে উক্ত আয় বিনিয়োগ করা যায়। তবে আবাসনের গত বছরের বিপর্যয় বিবেচনা করে ফ্ল্যাট অথবা জমি খরিদের জন্য বিশেষ সুযোগ এই বাজেটে রাখা হয়েছে। এছাড়া ঢালাওভাবে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের জন্য যে কর রেয়াতি দেয়া হয় তা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব করেছি। আয়ের ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ করলে এখন থেকে আয় বা কর্পোরেট করের ওপর ১৫ শতাংশ হারে রেয়াত পাওয়া যাবে।

- আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। **ভূমি ব্যবস্থার ডিজিট্যালাইজেশনে** আমাদের প্রগতি

উল্লেখযোগ্য হলেও এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত কিছু খেদ আছে। আমার ইচ্ছা ছিল যে, তিন বছরের মধ্যে পিপিপি'র মাধ্যমে আমরা সব জেলায় ভূমি রেকর্ডকে নবায়ন এবং সত্যায়িত করবো। এজন্য আমরা সরজমিনে জরিপ করবো, মহাকাশ প্রযুক্তির মাধ্যমে করা জমি জরিপ এবং সরজমিনে জরিপ মিলিয়ে দেখবো এবং প্রতিটি জমির মালিক অথবা দখলদার অথবা বর্গাদারকে জমিতে তার আইনানুগ অধিকার অনুযায়ী খতিয়ান প্রদান করবো। এর উপর ভিত্তি করে আমরা যে কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করবো তারই মাধ্যমে জমির লেনদেন হবে, রেকর্ড নবায়িত বা সংশোধিত হবে এবং মালিকানা বা অধিকার পরিবর্তন হবে। আমি বিশ্বাস করি অচিরে এই আদর্শ ব্যবস্থা প্রচলিত হবে এবং জমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।

- আমরা **জ্বালানি ও বিদ্যুতের জন্য নীতিমালা** প্রস্তুত করেছি এবং তার অনেকটা বাস্তবায়ন করেছি। বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন সূত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। জ্বালানির উৎসগুলো এতে বৈচিত্র্য লাভ করবে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনেকগুলো চুক্তি আমরা সম্পাদন করেছি। আমরা আশা করেছিলাম যে, আমাদের মেয়াদেই এলএনজি (তরলীকৃত গ্যাস) আমদানি এবং সরবরাহের ব্যবস্থা হবে। এই কাজটি বিলম্বিত হয়েছে। তবে আশা করা যায় যে, আগামী দেড় বছরের মধ্যে এলএনজি টার্মিনাল এবং সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা যাবে। একইসঙ্গে আমরা হাইড্রোকার্বন সম্পদ আবিষ্কারের জন্য জোর উদ্যোগ নিয়েছি। উপকূলীয় এলাকায় এজন্য ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। কয়লানীতির জন্য আমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে- বড়পুকুরিয়া বা ফুলবাড়ীর কয়লা উত্তোলনে আমরা কি উন্মুক্ত খনন প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করবো? বাংলাদেশের মত ঘন অধ্যুষিত দেশে এই প্রক্রিয়ায় অনেক পরিবারের পুনর্বাসন প্রয়োজন হবে। কিন্তু এর চেয়েও বড় বিষয় হলো পরিবেশের উপরে উন্মুক্ত খনন প্রক্রিয়ার প্রভাব এবং ভূগর্ভস্থ পানির আধার এবং স্তর নিয়ে নানা প্রশ্ন। আমরা যেসব কয়লা উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য চুক্তি করেছি সেগুলো প্রায় সবগুলোই আমদানি নির্ভর এবং কয়লা আমদানির জন্য বিশ্বে সুযোগের অভাব রয়েছে। আমরা নিজস্ব কয়লা উত্তোলন করতে পারলে এবং তা সরবরাহের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করলে আমদানি নির্ভরশীলতা সহজেই কমে আসবে। এইসব বিষয় বিবেচনা করে আমরা কয়লানীতি সম্বন্ধেও একটি

প্রতিবেদন প্রস্তুত করে রেখেছি। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব আমরা আগামী সরকারের কাছে দিয়ে যেতে চাই।

- তিনটি ক্ষেত্রে আমি আমার বিবৃতির শেষ পর্যায়ে কিছু বলবো। সে তিনটি ক্ষেত্র হলো **বিশেষ উদ্যোগ, স্থানীয় শাসনে** ক্ষমতা ন্যস্ত করা এবং **প্রশাসনিক সংস্কার** কার্যক্রম।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও আমাদের অর্থনীতি

মাননীয় স্পীকার

২৯। এবার আমি বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই।

৩০। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, আমরা যখন সরকার গঠন করি সে সময়টা ছিল বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার বছর – যার সংক্রমণ প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। ২০০৮-০৯ হতে শুরু হওয়া বিশ্বমন্দার তীব্রতা ধীরে ধীরে প্রশমিত হলেও এর নেতিবাচক প্রভাব প্রলম্বিত হয়েছে বর্তমান সময় পর্যন্ত। কাজেই বলতে পারি আমাদের সরকার পরিচালনার পুরো সময়ে বিশ্ব অর্থনীতির গতিধারা মোটেই আমাদের অনুকূল ছিলনা।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

৩১। তবে আশার কথা হচ্ছে ২০১২ সালের শেষের দিক থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে কিছুটা গতি এসেছে। ইউরো অঞ্চলে ঋণ সমস্যায় নিমজ্জিত দেশগুলোকে সংকট হতে উত্তরণে চলমান সহায়তা, যুক্তরাষ্ট্রে ফিসক্যাল ক্লিফ এড়ানো ও জাপানের অর্থনীতিতে মুদ্রা সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রবৃদ্ধি কিছুটা সচল হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুয়ায়ী ২০১৩ সাল ও পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৩ ও ২০১৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩.৩ ও ৪.০ শতাংশে। উন্নয়নশীল এশীয় দেশসমূহের ক্ষেত্রে এ প্রবৃদ্ধি হতে পারে যথাক্রমে ৭.১ ও ৭.৩ শতাংশ। বিশ্বমন্দার অভিঘাত সত্ত্বেও উন্নয়নশীল ও বিকাশমান এশীয় দেশসমূহের সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও সতর্ক ও দূরদর্শী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সন্তোষজনক গতি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছি। গত চার বছরে বাংলাদেশের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.২ শতাংশ। গত ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.২৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাময়িক হিসাব সম্পর্কে এবার কিছু বলতে চাই। **এই হিসাবটি সারণি-৬ এ মহান সংসদে পেশ করছি।** ২০১২ সালের শেষ প্রান্তিক থেকে আমাদের বাণিজ্য সহযোগী উন্নত দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা সচল হওয়ায় রপ্তানি আয়ে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে যার ফলে রপ্তানির ক্ষেত্রে

প্রবৃদ্ধি

চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে ১০.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। একই সময়ে প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬.০ শতাংশ। সরকারি ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক হলেও চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে ব্যক্তি খাতে ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.০ শতাংশ, গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১৩.৬ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ৮ মাসের প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতে যে সাময়িক পূর্বাভাস দিয়েছে তাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬.০৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ প্রাক্কলনে বোরো, আলু ও ভুট্টা উৎপাদনের চূড়ান্ত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়নি। আমাদের ধারণা এ ফসলগুলোর উৎপাদন এই বছরে বিশেষ হারে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এতদসংক্রান্ত চূড়ান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কোন অবস্থাতেই পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কম হবে না। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বর্তমান বছরে ধারণা করা হচ্ছে যে বেসরকারি বিনিয়োগ কিছুটা কম হবে। কিন্তু একইসঙ্গে সরকারি বিনিয়োগ গত বছরের জিডিপি'র ৬.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭.৮৫ শতাংশ হতে যাচ্ছে। এই বছরের ঊর্ধ্বমানের বিনিয়োগ অবশ্যি সার্বিক প্রবৃদ্ধির হারে ইতিবাচক অবদান রাখবে। আমাদের ধারণা বর্তমান অর্থবছরে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৬.৩ থেকে ৬.৮ শতাংশের মধ্যে। উল্লেখ্য, এই সময়ে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশ ভিয়েতনাম ৫.০ শতাংশের কাছাকাছি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আমাদের অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের ক্ষেত্রেও এই অর্জন মোটামুটি একই রকম।

৩২। আমরা বর্তমানে জিডিপি প্রাক্কলনের জন্য ১৯৯৫-৯৬ সালকে ভিত্তি বছর বলে বিবেচনা করি। এই ভিত্তি বছর পরিবর্তন করে ২০০৫-০৬ সালে নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। জুলাই, ২০১৩ সাল থেকে নতুন ভিত্তি বছর কার্যকরী হবে। এতে প্রকৃত জিডিপি'র ভিত্তি আরো সম্প্রসারিত হবে এবং জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার হয়তো আরো বর্ধিত হবে। আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে, ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে যেসব খাতের ভিত্তিতে জিডিপি প্রাক্কলন করা হতো ইত্যবসরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো কয়েকটি নতুন খাত। তাছাড়া, জিডিপিতে বিভিন্ন খাতের যে অবদান তারও পরিবর্তন হয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয়ে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করব। আপনারা জানেন ১৯৯০ সালের পর আমাদের চারটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, বছরে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে বছর প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক কমে যায়। **সারণি-৭ থেকে দেখা যাবে নির্বাচনী বছরে প্রবৃদ্ধির হার ২.৬ থেকে ০.৩ শতাংশ কমে যায়।** বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা বিবেচনা করলে ৬.৩ শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি কম নয় বলে আমি

মনে করি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিহার করা গেলে এ প্রবৃদ্ধির হার আরও বৃদ্ধি পাবে।

৩৩। পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৩ সাল ও পরবর্তী সময়ে বিশ্ব অর্থনীতির ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রভাবে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ খাতে সরবরাহ সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে আমাদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অবকাঠামোগত ঘাটতি আরো কমিয়ে আনবে। এসব অনুমান ও প্রত্যাশার প্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল এশিয় দেশসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য আমরা ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ করেছি।

মাননীয় স্পীকার

৩৪। আপনার মাধ্যমে মহান সংসদকে জানাতে চাই আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে এবং জনজীবনে ফিরে এসেছে স্বস্তি। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের এপ্রিল মাস শেষে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৭.৯ শতাংশ, গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৯.৯ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি

এখানেও মনে রাখতে হবে বিগত চার বছর বিশ্ব ও আঞ্চলিক অর্থনীতির জন্য ছিল এক বিপর্যয়ের সময়। সেই অবস্থায় মূল্যস্ফীতির রাশ টেনে ধরতে আমাদের সরকার সন্তোষজনক খাদ্য মজুদ, যথোপযুক্ত সময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্যপণ্য বিতরণ, কৃষি খাতে ধারাবাহিক নীতি সহায়তা প্রদান, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসহ বিভিন্ন খাতে সরবরাহ সীমাবদ্ধতা দূরীকরণসহ নানামুখী পদক্ষেপ নেয়। পাশাপাশি, খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সংযত মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়। আমি আগেই বলেছি বর্তমানে মূল্যস্ফীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর হিসেবে ধরা হয়। আগামী অর্থবছর থেকে আমরা ২০০৫-০৬ সালকে নতুন ভিত্তি বছর হিসেবে ধরে মূল্যস্ফীতি নির্ধারণ করব।

৩৫। সুষ্ঠু মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং লক্ষ্যাভিমুখী ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করতে ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রথম ও দ্বিতীয় ষান্মাসিক মুদ্রানীতি ঘোষণা

মুদ্রা ও ঋণ

করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি প্রবৃদ্ধি কমে আসায় নিট বৈদেশিক সম্পদ অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। ফলে ঋণ প্রবাহে সংযত নীতি গ্রহণ সত্ত্বেও রিজার্ভ মুদ্রা ও ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা সামান্য অতিক্রম করেছে। আশা করছি, চলতি অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হবে ১৮ শতাংশের মত। ব্যক্তিখাতে ঋণ

বিতরণের ক্ষেত্রে কৃষি, কৃষি-বহির্ভূত ও উৎপাদনশীল শিল্পখাতে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহের বিষয়ে আমরা বরাবরের মতোই সজাগ ছিলাম। চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৮ শতাংশ বেশি। কৃষি খাতে চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে একই সময়ে যা ছিল ৯ হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে, কৃষি-বহির্ভূত খাতে চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে ঋণ বিতরণ করা হয় ১ হাজার ৩০৫ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে একই সময়ে যা ছিল ১ হাজার ২৭২ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক আগামী মাসে তাদের মুদ্রানীতি ঘোষণা করবে। আমরা আশা করছি যে আগামী বছরে ব্যাপক মুদ্রার প্রসার ১৮ শতাংশের নীচে থাকবে।

আমদানি ও রপ্তানি

৩৬। গত চার বছরে রপ্তানি খাতে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৬ শতাংশ। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে ১০.১ শতাংশ। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা সুসংহত রাখতে আমরা পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। অধিকন্তু, বাণিজ্য উদারীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত বাধা দূরীকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব দিয়েছি। অন্যদিকে, আমদানির ক্ষেত্রে গত চার বছরে গড়ে ১৪.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যদিও চলতি অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত পণ্য ও সেবার আমদানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক। গত অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময়ে পণ্য ও সেবার আমদানি হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৬.১ শতাংশ। খুব সামান্য হলেও জানুয়ারি মাস হতে আমদানির ক্ষেত্রে কিছুটা গতিশীলতা এসেছে এবং সামনের মাসগুলোতে আমদানির গতি ত্বরান্বিত হতে পারে। আশা করছি, পূর্বাভাস অনুযায়ী বিশ্ব অর্থনীতির ইতিবাচক পরিবর্তন বৈদেশিক বাণিজ্যে আরো গতি সঞ্চার করবে। আগামী বছরের জন্য আমাদের অনুমান হলো রপ্তানি আয় প্রায় ১৫ শতাংশ এবং আমদানি ব্যয় অন্তত ১০ শতাংশ বাড়বে।

রেমিট্যান্স ও জনশক্তি রপ্তানি

৩৭। গত চার বছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরেও রেমিট্যান্স প্রবাহের চাঙ্গাভাব বজায় রয়েছে যার ফলে লেনদেন ভারসাম্যে বিশেষ করে চলতি হিসেবে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ১২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৬.০ শতাংশ বেশি। প্রসঙ্গত,

আমরা যখন সরকার গঠন করি তখন এ অঙ্ক ছিল প্রায় ৭.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সাম্প্রতিক সময়ে মালয়েশিয়া ও বাহরাইনের সাথে সরকারি পর্যায়ে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর এবং মহিলা শ্রমিক নেয়ার বিষয়ে হংকং ও জর্ডানের চাহিদার প্রেক্ষিতে জনশক্তি রপ্তানির সাথে সাথে রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা আরো শক্তিশালী হবে বলে আশা করছি। আগামী অর্থবছরের জন্য আমাদের অনুমান হলো রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হবে ১৫ শতাংশ।

৩৮। প্রবাস আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় কমে আসার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, টাকার মূল্যমান বাজারভিত্তিক রয়েছে এবং সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকা কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে। তবে টাকার উপচিতি (appreciation) যাতে রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্ক রয়েছে। গত ২৮ মে ২০১৩ তারিখে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ছিল ৭৭.৮ টাকা। একই সময়ে রিজার্ভের পরিমাণ পৌঁছে প্রায় ১৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে যা দিয়ে চার মাসের অধিক আমদানি ব্যয় পরিশোধ করা সম্ভব। উল্লেখ্য, আমরা যখন সরকার গঠন করি তখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ৫.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিনিময় হার

চতুর্থ অধ্যায়

২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটঃ সমন্বয় এবং সংশোধন

মাননীয় স্পীকার

৩৯। বিগত আড়াই মাসে দেশে একটি অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস চলে এবং তাতে ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অনেক বিদেশী যারা এদেশে লেনদেন নির্দিষ্টকরণে আসেন তাঁদের ভ্রমণে বাঁধা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা বিবেচনা করে আমার সামনে প্রশ্ন ছিল যে, সংশোধিত বাজেটে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্ভাবনাকে কিছুটা অবনমিত করে যে ইতিবাচক ধারণা গত ১১ মার্চে মহান সংসদকে দিয়েছিলাম সেইটি কি ধরে রাখা সম্ভব? সহিংস হরতাল এবং জামায়াত-শিবিরের নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রয়াস বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে আসছে বলে মনে হয়। আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক আদায় বছরের প্রথমার্ধে কমে গিয়েছিল কিন্তু শেষার্ধে বিশেষ করে সম্পূরক শুল্ক আদায়ে গতি এসেছে। প্রত্যক্ষ কর আদায়ে উর্ধ্বগতি বহাল আছে। রাজস্ব বোর্ডের জনবল ইত্যাদি তিন দশক পরে নতুন করে বাড়ানো ও সাজানো হয়েছে এবং হচ্ছে। কর বহির্ভূত রাজস্বের ক্ষেত্রে এ বছরের অগ্রগতি সন্তোষজনক। সরকারি খাতের কর্মকান্ড অনেক জোরদার হয়েছে। **এইসব বিবেচনা করে সংশোধিত বাজেটটি পরবর্তী সারণি-৮ এ পেশ করছি।**

২০১২-১৩ বাজেট সংশোধন

- ২০১২-১৩ অর্থবছরের মূল বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.৪ শতাংশ)। সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আশা করছি, চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। পাশাপাশি গত অর্থবছরের প্রকৃত আদায়ের তুলনায়ও রাজস্ব আয় (জিডিপি-র প্রায় ১.০ শতাংশ) বাড়ানো সম্ভব হবে।

সংশোধিত রাজস্ব আয়

- চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে সর্বমোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন ছিল ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.৪ শতাংশ)। সংশোধিত বাজেটে তা ২ হাজার ৪১২ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ

সংশোধিত মোট ব্যয়

৮৯ হাজার ৩২৬ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ১৮.২ শতাংশ)। প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৫২ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে বরাদ্দ ৪ হাজার ৭৫৪ কোটি টাকাসহ ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়াবে মোট ৫৭ হাজার ১২০ কোটি টাকা। অন্যদিকে কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতসহ মোট ভর্তুকি বাবদ মূল বরাদ্দ ছিল ৩৫ হাজার ৪৬ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা ৩ হাজার ৭৬২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮ হাজার ৮০৮ কোটি টাকা। কৃষি এবং জ্বালানি ভর্তুকি খাতে বিগত বছরগুলোর অপরিশোধিত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ চলতি অর্থবছরে পরিশোধ করার কারণে ভর্তুকি বাবদ এ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে জ্বালানি ভর্তুকি বাবদ সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণে জ্বালানি তেলের দাম বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। পিপিপি, শেয়ার ও ইক্যুয়িটিতে বিনিয়োগ এবং অপ্রত্যাশিত খাত হতে স্থানান্তরের মাধ্যমে অতিরিক্ত ভর্তুকি ব্যয়ের অর্থ সংস্থান করা হয়েছে।

- মূল বাজেটে প্রাক্কলিত ঘাটতি ধরা হয়েছিল জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে তা' সামান্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়াবে জিডিপি'র ৪.৮ শতাংশে। এ ঘাটতি জিডিপি'র ১.৭ শতাংশ বৈদেশিক উৎস থেকে এবং বাকি ৩.১ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মেটানো হবে। এর মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকেই আসবে ২.৭ শতাংশ।

বাজেট ঘাটতি

- সরকার গঠনের পর থেকেই প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারে সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে আমরা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন জোরদার করতে সচেষ্ট হয়েছি। পরিকল্পনা কমিশন বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করছে। আমি নিজে বিভিন্ন সময়ে সবগুলো মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে বৈঠক করেছি। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়সমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে নিয়মিত ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যায় আক্রান্ত

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

প্রকল্পসমূহের সরেজমিন পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। আমরা এ সকল কার্যক্রমের সুফল এরই মধ্যে পেতে শুরু করেছি। চলতি অর্থবছরে প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। ২০০৮-০৯ সালে যেখানে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রকৃত ব্যয় হয় ১৯ হাজার ৪৩৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.২ শতাংশ) এবার তা হচ্ছে ৫২ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ)।

মাননীয় স্পীকার

৪০। আপনার মাধ্যমে আমি সারা দেশবাসীর জন্য বলছি - একটি বিষয় আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, বর্ষ শুরুতে আমরা যে প্রাক্কলন করেছি বর্ষ শেষে তার সংশোধনে সচরাচর যে ফারাক হয় তা আমরা ব্যাপকভাবে কমিয়ে এনেছি। অর্থাৎ আমাদের বাস্তবায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে কার্যকরী সহযোগিতা একইসঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪১। এই হিসাবে ঝুঁকি অবশ্যিই আছে। আপনার মাধ্যমে ও সংসদের মাধ্যমে আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন করবো যে, সহিংস প্রতিবাদ, সহিংস হরতাল, সম্পদ বিধ্বংসী কর্মকান্ড, শিবির-জামায়াতের সন্ত্রাস, ভাংচুর ও হত্যা আপনারা রোধ করেন এবং সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতবিরোধ সমাধানে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

মধ্যমেয়াদি অনুমান

মাননীয় স্পীকার

৪২। এখন আমি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সামগ্রিক বাজেট কাঠামোর উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় আগামী অর্থবছরের বাজেটটি প্রণয়ন করেছি। এই কাঠামোর অন্যতম প্রধান উপজীব্য হলো — বর্তমানে অনুসৃত রাজস্ব ও মুদ্রা নীতি-কৌশলের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। অনুমান করা হয়েছে, ২০১৩ সাল ও পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি কিছুটা গতি পাবে। এর ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও জনশক্তি রপ্তানির ধারা আরো বেগবান হবে। **সারণি-৯ এ** বাজেট কাঠামোর একটি রূপরেখা দেয়া হয়েছে এবং **সারণি-১০ ও ১১ এ** সমগ্র বাজেটের এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে।

৪৩। আমরা ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমকে জোরদার করার পাশাপাশি সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজস্ব পরিসর বৃদ্ধি করছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃদ্ধি সহায়ক কর্মসূচিতে অধিক সম্পদ সঞ্চালন করা। বিনিয়োগ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি গুণগত মানসম্পন্ন প্রকল্পের ওপর। এছাড়া মুদ্রা খাতের পরিসর বাড়াতেও আমাদের সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি রাজস্ব ও মুদ্রা খাতে সৃষ্ট পরিসর বিনিয়োগের যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে তাতে আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছর নাগাদ তা ৮ শতাংশে উন্নীত হবে।

রাজস্ব ও মুদ্রা খাতের পরিসর

৪৪। উন্নত জাতের ধান ও গম বীজ উদ্ভাবন, মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, লক্ষ্যাভিমুখী কৃষি সহায়তা প্রদান, কৃষি ঋণের প্রবাহ ও তদারকি বৃদ্ধি, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষিপণ্যের বহুমুখীকরণসহ বাজারজাতকরণের সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি

কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি

খাতের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

৪৫। পূর্বাভাস অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি মূল্যের বর্তমান স্থিতিশীল পরিস্থিতি ২০১৪ সালেও বজায় থাকবে। এছাড়া সার ও খাদ্য মূল্যও কিছুটা হ্রাস পাবে। দেশে কৃষি পণ্যের সন্তোষজনক উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার প্রভাবে খাদ্য মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে থাকবে বলে আশা করছি। অন্যদিকে সংযত মুদ্রানীতি অনুসরণ এবং রাজস্ব খাত সুসংহতকরণে (fiscal consolidation) আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি টাকার বিনিময় হারের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে। ফলে সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে থাকবে। এ প্রেক্ষিতে আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৭.০ শতাংশে এবং মধ্যমেয়াদে তা ৫.৫ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করছি।

সহনীয় মূল্যস্ফীতি

বাজেট কাঠামো : সারণি-৯

৪৬। এবার আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরব।

৪৭। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৫৯ কোটি টাকা - যা জিডিপি'র ১৪.১ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯০ কোটি টাকার কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে (জিডিপি'র ১১.৪ শতাংশ)। এনবিআর-বহির্ভূত সূত্র থেকে কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫ হাজার ১২৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ)। এছাড়া, কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আহরিত হবে ২৬ হাজার ২৪০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.২ শতাংশ)।

রাজস্ব আয় প্রাক্কলন

৪৮। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাজেটের মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২ লক্ষ ২২ হাজার ৪৯১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.৭ শতাংশ)। এবারে বাজেটে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬২১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.২ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৬৫ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৫ শতাংশ)।

ব্যয় প্রাক্কলন

৪৯। সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ৫৫ হাজার ৩২ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৪.৬ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র থেকে ২১ হাজার ৬৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৮ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে ৩৩ হাজার ৯৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৯ শতাংশ) সংগ্রহ করা হবে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সংগৃহীত হবে ২৫ হাজার ৯৯৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.২ শতাংশ) এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য ব্যাংক-বহির্ভূত খাত থেকে ৭ হাজার ৯৭১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৭ শতাংশ)।

বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

৫০। বরাবরের মত আমরা আঞ্চলিক সমতা, উন্নত অবকাঠামো এবং গুণগত ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ করেছি। নির্বাচনকেন্দ্রিক চিন্তার পরিবর্তে প্রাধান্য দিয়েছি দেশের সার্বিক উন্নয়নকে। স্বচ্ছতার স্বার্থে আগামী বছরের উন্নয়ন বাজেটের সাথে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অধীনে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ উল্লেখ করেছি। আমরা জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারে বিশ্বাস করি। আমরা মনে করি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো যেহেতু জনগণের সম্পত্তি সেহেতু এসব প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকান্ডের বিষয়ে জানার অধিকার তাঁদের রয়েছে। এছাড়াও তাদের উন্নয়ন প্রকল্প নিয়মিতভাবে এখনো সরকারি প্রকল্পের মত অনুমোদিত হয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আগামী দিনের সরকারও স্বচ্ছতার সাথে আমাদের নেয়া এ নীতি অনুসরণ করবে। সরকারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব আমরা রাজস্ব আদায়ের উপর নির্ভর করে প্রণয়ন করেছি বলে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কার্যক্রম আলাদা করে দেখিয়ে শুধুমাত্র মোট বিনিয়োগের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানবসম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৩ শতাংশ; সার্বিক কৃষিখাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পানিসম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) ২৫.৪ শতাংশ; বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৭.২ শতাংশ; যোগাযোগ (সড়ক, রেল, সেতু এবং যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৩.১ শতাংশ এবং অন্যান্য খাতে ১১.৩ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো : সারণি-১০

৫১। এ পর্যায়ে আমি প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরতে চাই। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কাজগুলোকে আমরা ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করেছি। এগুলো হলো সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৩.১৭ শতাংশ, যার মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১৯.৬ শতাংশ। ভৌত অবকাঠামো খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ৩০.১৮ শতাংশ, যার মধ্যে রয়েছে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৪.৫০ শতাংশ; বৃহত্তর যোগাযোগ খাতে ৮.৬৬ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৫.১ শতাংশ। সাধারণ সেবা খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২২.৪৫ শতাংশ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগজনিত ব্যয় বাবদ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৩.২৯ শতাংশ; সুদ পরিশোধ বাবদ প্রস্তাব করা হয়েছে ১২.৪৭ শতাংশ; নিট ঋণদান (Net lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাতে ব্যয়িত হবে অবশিষ্ট ৮.৪৪ শতাংশ। আমি আশা করছি — বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার নিরিখে যে বাজেট কাঠামোটি আমরা আগামী অর্থবছরে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি তা' যেমন প্রবৃদ্ধি সহায়ক হবে তেমনি তা মূল্যস্ফীতিকে সংযত রাখবে। জনগণ এতে তাঁদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখবেন।

সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে সম্পদ সঞ্চালন

মাননীয় স্পীকার

৫২। একটি মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ব্যবহার করে সরকারের নীতি-নির্দেশনা ও কর্মকৃতির আলোকে আমরা বিভিন্ন খাতে সম্পদ সঞ্চালন করছি। সম্পদ সঞ্চালনের এ গুণগত পরিবর্তনে আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা এ প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত শক্তিশালী করছে এবং একইসাথে সম্পদ বরাদ্দের সংস্কৃতিতেও নিয়ে এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। তাছাড়া একটি মধ্যমেয়াদি প্রেক্ষাপটে বাজেট তৈরি হওয়ায় মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো আগামী অর্থবছরগুলোতে তাদের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের একটি বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারবে। এতে বাজেট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নির্ধারণে অধিক মনোযোগী হবে। এ পর্যায়ে আমি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতে সম্পদ সঞ্চালনের প্রস্তাবগুলো একে একে তুলে ধরতে চাই।

(১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

মাননীয় স্পীকার

৫৩। সম্পদ সঞ্চালনের অগ্রাধিকার বিবেচনায় প্রথমেই আসবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক স্থবিরতাকে কাটিয়ে উঠতে এ খাতে আমরা কীভাবে সম্পদ সঞ্চালন করেছি। তার ফল আজ দৃশ্যমান। আজ সংসদে উপস্থাপিত "**বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে পথনকশা: অগ্রগতির ধারা**" শীর্ষক একটি পুস্তিকায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আমাদের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরেছি। আমরা যেসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাতে ২০১৭ সালে উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১৯৭০১ মেগাওয়াট। এর ফলে চাহিদা ও সরবরাহে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

৫৪। আমি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য ১১ হাজার ৩৫১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(২) ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় স্পীকার

৫৫। বর্তমান শতকে তথ্যপ্রযুক্তি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা এ দেশের জনগণকে ২০২১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে আমাদের অর্জিত মাইলফলকগুলো সংসদে উপস্থাপিত পৃথক একটি প্রকাশনায় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি।

(৩) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

৫৬। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই গত চারটি বাজেটের মত এ বছরের বাজেটেও আমি গ্রামীণ অবকাঠামো, পল্লী আবাসন, স্যানিটেশন, ভূমি ও পানি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং গ্রামাঞ্চলে অকৃষি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে একটি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করছি। চেষ্টা করেছি একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতায় এ খাতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদানের।

কৃষি খাত

মাননীয় স্পীকার

৫৭। আমাদের কর্মমেয়াদে সার্বিক কৃষিখাতে প্রতিবছর গড়ে ৩.৯ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমরা খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ ৫৯ হাজার মেট্রিক টন, যার মধ্যে আউশ ২৩ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন, আমন ১ কোটি ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ১১ হাজার মেট্রিক টন, গম ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার মেট্রিক টন ও ভুট্টা ২০ লক্ষ ৪২ হাজার মেট্রিক টন। আশা করছি এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামীতেও এ খাতে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি

৫৮। কৃষিখাতের অর্জনকে ধরে রাখার জন্য আমরা কৃষকদের সম্ভাব্য সব রকম উপকরণ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি। আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই আমাদের প্রবর্তিত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের অনুসরণে ভারত সরকার কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা দেশের ৩৫টি জেলায় ২৫ শতাংশ ভর্তুকিতে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, হারভেস্টারসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছি। অব্যাহত রেখেছি কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহের কাজ। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমরা চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত জন কৃষককে উচ্চ ফলনশীল আউশ এবং বোনা আউশ (নেরিকা) চাষের জন্য বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ করেছি। ইনশা আল্লাহ এর ফলে বর্তমান অর্থবছরে অতিরিক্ত প্রায় ১ লক্ষ ১১ হাজার মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হবে।

কৃষি উপকরণ সহায়তা

৫৯। সারের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার পাশাপাশি আমরা সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় অজৈব সারের পাশাপাশি আমরা জৈব সারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। এ লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোতে গড়ে প্রায় ১৮ লক্ষ কৃষকের বসতভিটায় কম্পোস্ট সারের স্তুপ স্থাপন করা হয়েছে। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে আরো প্রায় ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার কৃষকের বসতভিটায় কম্পোস্ট সারের স্তুপ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারের সুষম ব্যবহার

৬০। কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নে আমরা বিগত চার অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকি বাবদ সর্বমোট প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা প্রদান করেছি। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি ভর্তুকির জন্য ৯ হাজার ৫ শত কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছি, যা সংশোধিত বাজেটে ১২ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকি বাবদ ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। ২০১৩ মার্চ পর্যন্ত মোট ১০ হাজার ২ শত ৬ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৭২.২ শতাংশ। ২০১২-১৩ এবং আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৪ হাজার ১৩০ কোটি টাকা এবং ১৪ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা।

কৃষি ভর্তুকি ও কৃষি ঋণ

৬১। আমরা নতুন জাতের ধান ও গম উদ্ভাবন এবং কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সর্বোচ্চ প্রয়াস নিবেদিত রেখেছি। জোরদার করেছি কৃষি গবেষণা কার্যক্রম। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় কৃষি খাতে আরও যেসব উদ্ভাবনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি তা বিস্তারিতভাবে আপনাদের অবহিত করেছিলাম। যেমন, কৃষি বীমা প্রবর্তন, কৃষি বিপণন দল ও কৃষক ক্লাব গঠন এবং চিনির বিকল্প হিসেবে সুগার বিট চাষের প্রবর্তন। এছাড়া জাতীয় কৃষি নীতি প্রবর্তন ও পাটের উন্নত জাত উদ্ভাবনের কথাও আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম। আমাদের নেয়া এসব পদক্ষেপ কৃষি খাতকে আরও শক্তিশালী ও সংহত করেছে।

কৃষি খাতে অন্যান্য পদক্ষেপ

৬২। অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলে আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য আমি ১২ হাজার ২৭৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মাননীয় স্পীকার

৬৩। আমাদের জিডিপিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান প্রায় ৭ হতে ৮ শতাংশ, যা মোট কৃষিজ আয়ের ৩৫ হতে ৪০ শতাংশ। জিডিপিতে অবদানের পাশাপাশি এ দু'টো উপখাত একদিকে যেমন কর্ম সৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জনগণের প্রাণিজ আমিষের

চাহিদা পূরণ করছে; অন্যদিকে তেমনি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

৬৪। আমরা উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত কার্যক্রম আরও জোরদার করেছি। দেশের নদ-নদী ও জলাশয়ে মাছের অভয়াশ্রমের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়ে ৫০০ টিতে উন্নীত করেছি এবং আগামীতে এ সংখ্যা আরও বাড়বে। আমরা জাটকা নিধন প্রতিরোধ কর্মসূচিকে বেগবান করেছি। পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষে উৎসাহ দিয়েছি। বিলুপ্তপ্রায় মৎস্যজাত সংরক্ষণে গুরুত্ব দিচ্ছি। আশা করছি, এসব পদক্ষেপের ফলে বর্তমান অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ৩৩.৯০ লক্ষ টনে উন্নীত হবে যা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে নতুন নির্ধারিত সমুদ্রসীমায় আমাদের মৎস্য আহরণ কেন্দ্র চিহ্নিতকরণের অব্যাহত উদ্যোগও মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।

মৎস্য খাতে উন্নয়ন

৬৫। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে আমরা এখাতে গবেষণার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছি। গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর জন্য টিকা উৎপাদন ও তা সহজলভ্যকরণ, কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণের ওপরও আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা পোল্ট্রি খামারীদের আর্থিক সহায়তা দেয়ার জন্য একটি তহবিলও গঠন করেছি। ছোট পোল্ট্রি খামারীদের সহায়তার জন্য আমরা সহজ শর্তে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করছি। পোল্ট্রি খামার আগের মত আয়করমুক্ত থাকছে। অধিকন্তু মৎস্য ও পোল্ট্রি খামারের জন্য ফিড (Feed) এর উপাদান সব বিনা শুল্কে আমদানি করা যাবে। আমাদের নেয়া এসব পদক্ষেপের ফলে দেশে দুধ, মাংস ও ডিমের বার্ষিক উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিমের বার্ষিক উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার লিটার, ১২ লক্ষ ৬৪ হাজার মেট্রিক টন, ৫৭৪ কোটি ২৪ লক্ষ; সেখানে ২০১১-১২ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৪ লক্ষ ৬৩ হাজার লিটার, ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার মেট্রিক টন এবং ৭৩০ কোটি ৩৮ লক্ষ যা পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বেশি।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

৬৬। আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ১ হাজার ৬২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

খাদ্য নিরাপত্তা

মাননীয় স্পীকার

৬৭। সরকার গঠনের পর থেকেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই- খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে আমাদের সফলতার কারণে ইতোমধ্যে খোলাবাজারে সরকারিভাবে বিক্রয় করা খাদ্যশস্যের চাহিদা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। তবে খাদ্যশস্যের এই মূল্য হ্রাসের কারণে কৃষক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেদিকেও আমরা সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। কৃষকের জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমরা অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করেছি। পাশাপাশি উদ্যোগ নিয়েছি খাদ্যশস্যের ধারণক্ষমতা বাড়ানোর। আশা করছি এমাসের মধ্যেই খাদ্যগুদামের ধারণক্ষমতা ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। এ প্রসঙ্গে আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই আমাদের নেয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী সাইলো ও মাল্টিস্টোরিড ওয়্যার হাউসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মধ্যে দেশে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য ধারণক্ষমতা দাঁড়াবে প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টন।

৬৮। এসব পদক্ষেপের পাশাপাশি আন্তঃপ্রজন্ম খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা নিয়মিত খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে গবেষণা করে যাচ্ছি। খাদ্য উৎপাদন, বাজারজাতকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ও খাদ্য শস্যের নানাবিধ ব্যবহারের ওপর গবেষণার ভিত্তিতে খাদ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বিদ্যমান গরমিল দূর করার উদ্যোগ নিয়েছি। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য 'পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯' (Pure Food Ordnance, ১৯৫৯) যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

৬৯। আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে মোট ১৬ হাজার ৯১৬ কোটি ৮৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পানিসম্পদ

৭০। শুরু থেকেই আমরা পানিসম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিয়েছি। এ লক্ষ্যে অনুমোদন করা হয়েছে 'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩'।

সেচ সম্প্রসারণ ও খাদ্য উৎপাদন

৭১। দেশের বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বরাবরই আমরা মনোযোগী ছিলাম। আমাদের নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে অতিরিক্ত প্রায় ৯৭ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে আমরা এ ধরনের আরো ৬টি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। আশা করছি এ প্রকল্পগুলোর কাজ শেষ হলে অতিরিক্ত আরও ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে।

নদী তীর ও শহর সংরক্ষণ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন

৭২। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত ২০টি বড় শহর, ৭০টি উপজেলা শহর এবং ৫০০টি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্থান নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা ২০১৩-১৪ অর্থবছরসহ পরবর্তী ৫ অর্থবছরে আরও ১২'শ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ, ১৫ হাজার কিলোমিটারের অধিক বাঁধ মেরামত, সাড়ে ৪ হাজার বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠমো নির্মাণ অথবা মেরামত এবং প্রায় ১ হাজার ৫০০ কিলোমিটার নদী তীর নতুনভাবে সংরক্ষণ অথবা মেরামত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

দেশের বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা পুনরুদ্ধার

৭৩। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই দেশের বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা পুনরুদ্ধারে আমরা ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করি। প্রণয়ন করি প্রধান প্রধান নদীগুলোয় ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর জন্য ১৫ বছর মেয়াদি একটি মহা-পরিকল্পনা। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে রক্ষার জন্য আমরা নিজস্ব অর্থায়নে গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কাজ শুরু করেছি। আমরা দেশের অন্যান্য নদীগুলোও নিয়মিতভাবে খনন করার উদ্যোগ নিয়েছি। অন্যদিকে চলমান রেখেছি বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারের জন্য নেয়া প্রকল্পের কাজ। এ প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী নদীসমূহের নাব্যতা ও প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি উন্নতি ঘটবে পরিবেশের।

৭৪। আপনাদের জানা আছে, দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমরা উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়ন করেছি। আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (Climate Change Trust Fund, CCTF) এর আওতায় সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধারের জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে ক্রস-ড্যাম ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। এছাড়াও আমরা লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশস্থল চিহ্নিত করতে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেব।

জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ

৭৫। আমরা উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে সেখানে ১১ হাজার ২৯৮ ভূমিহীন পরিবারকে প্রায় ১৬ হাজার একর জমি স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দিয়েছি। এর ধারাবাহিকতায় আগামী পাঁচ বছরে আরও ১৩ হাজার ৫৯০ একর জমি উদ্ধার করে সেখানে সাড়ে ৯ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এছাড়া, আমরা উপকূলীয় এলাকায় আড়ি বাঁধ নির্মাণ করে ৫০ হাজার একর ভূমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা নেব। এর মধ্যে ২৭ হাজার একর এলাকায় ১৬ হাজার দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করার উদ্যোগ নেব। এছাড়া বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মরুকরণ প্রশমনে আমাদের প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকবে।

উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ, মরুকরণ প্রশমন ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার

৭৬। আমরা বিশ্বাস করি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। এ কারণে ক্ষমতা গ্রহণের পর তিস্তা নদীর পানি বন্টনকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিবেশী দেশ বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে অভিন্ন ৫৪ টি নদ-নদীর পানি বণ্টনের লক্ষ্যে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি। ইতোমধ্যে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে। অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি নিয়ে আলোচনাও অব্যাহত আছে। সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে উন্নয়ন সহযোগিতা কাঠামো (Framework Agreement on Cooperation for Development) বিষয়ে একটি যুগান্তকারী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গঙ্গার উপনদীতে জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে ফারাক্কায় পানি প্রবাহ বৃদ্ধিসহ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে আমরা

অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা

সমঝোতায় পৌঁছাতে পেরেছি। আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিষয়ে ভারত একটি যৌথ সমীক্ষা পরিচালনায় সম্মত হয়েছে।

৭৭। আমরা বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি জেলার ২ কোটি জনগণের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ''হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা ও ডাটাবেজ'' তৈরি করেছি। এ মহাপরিকল্পনায় ১৭টি বিশেষ উন্নয়ন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ২০ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। আমি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে এ বাবদ ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি, যা অর্থবিভাগের আওতায় বিশেষ কর্মসূচি খাতের বরাদ্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হাওর অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির বিপরীতে হাওর উন্নয়ন বোর্ড এর অনুকূলে এ বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

হাওর উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা

৭৮। আমি উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট ২ হাজার ৫৯২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

৭৯। গ্রাম অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা ২০২১ সাল মেয়াদি একটি মাস্টার প্ল্যান অনুসরণ করছি। বিগত ৪ বছরে আমরা প্রায় সাড়ে ২১ হাজার কিলোমিটার সড়ক এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করেছি। একইসাথে বিদ্যমান ১২ হাজার কিলোমিটারের অধিক পাকা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেছি। পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমরা ৭ শ' কিলোমিটার খাল পুনঃখনন করেছি। ৩৬৮টি স্লুইস গেট নির্মাণ করেছি। পুনঃনির্মাণ করেছি ৩৮২ কিলোমিটার বাঁধ। এর ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৭৪ হাজার হেক্টর আবাদি এলাকা সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় এসেছে। এছাড়াও আমরা ১ হাজারের অধিক গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজারের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করেছি।

পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন

৮০। আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহের কভারেজ ৮৮ শতাংশ ও পৌর এলাকায় ৯৯.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমরা আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাসহ গ্রামাঞ্চলে ১ লক্ষ ৪৫ হাজারটি পানির উৎস স্থাপন করেছি। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করেছি সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ২০১১-২০২৫। আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ৯০ শতাংশ পরিবারকে স্যানিটেশনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫টি জেলা, ১১৪টি উপজেলা, ৫৮টি পৌরসভা ও ১ হাজার ৩৮৭টি ইউনিয়নে ১০০ ভাগ স্যানিটেশনের কাভারেজ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, ক্রমান্বয়ে এ সংখ্যা আরো বাড়বে।

নিরাপদ পানি সরবরাহ

৮১। পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে পানি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ উৎসের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে ভূ-উপরিস্থ উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ভূ-উপরিস্থ উৎস হতে পানি সরবরাহের পরিমাণ ১২ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমরা দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহের ক্ষমতাসম্পন্ন পদ্মা (জশলদিয়া) পানি শোধনাগার এবং দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পানি সরবরাহের ক্ষমতাসম্পন্ন খিলক্ষেত পানি শোধনাগার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। এছাড়াও আমরা দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহের ক্ষমতা সম্পন্ন সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (তৃতীয় পর্যায়) এবং সাভারে ১৫ কোটি লিটার সরবরাহ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়েলফিল্ড নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ করেছি। সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ২৮ টি উৎপাদক নলকূপ, ৪ টি ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার ও বিতরণ লাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। আশা করা যায় প্রকল্পটি ২০১৩ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। এর ফলে সিলেট মহানগরীতে পানি সরবরাহের পরিমাণ শতকরা ৩৬ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে এবং বরিশাল মহানগরীতে প্রায় ১৫ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত হবে। এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ উৎস হতে পানি ব্যবহারের অনুপাত ক্রমান্বয়ে ৫০:৫০ এ উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের অনুপাত ৫০: ৫০ এ উন্নীতকরণ

৮২। ২০১৫ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশের মোট ১০ লাখ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাস করতে চাই। এ লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলনকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে আমরা 'জাতীয় সমবায় নীতিমালা' প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি।

ইতোমধ্যে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা দেশের ৬৪টি জেলার ৪ হাজার গ্রামের সকল শ্রেণি ও পেশার নারী-পুরুষকে একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির আওতায় আনার কাজ করছি। আমরা 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আইন-২০১২' এর অধীনে প্রতিষ্ঠা করছি 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BAPARD)'। দেশের অতি দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল ও পিছিয়ে থাকা পার্বত্য এলাকার দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নিয়েছি আমরা। অন্যদিকে নীতি নির্ধারক, আইন প্রণেতা, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজকে দরিদ্র-বান্ধব কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতেও উৎসাহ যোগাচ্ছি। এছাড়া সকল উপকারভোগী পরিবারকে সমবায় সমিতির আওতায় এনে উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

৮৩। আমরা চর জীবিকায়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করেছি। এর আওতায় উপকারভোগী পরিবারের বসতভিটা উঁচু করা হয়েছে; ব্যবস্থা করা হয়েছে স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্যানিটেশনের। দরিদ্র এ জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে; তাঁদের আনা হয়েছে সমবায় কার্যক্রমের আওতায়। এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে প্রত্যক্ষ সুবিধা পেয়েছেন কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জ জেলার চরাঞ্চলের ৫৫ হাজার পরিবারের আড়াই লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ। পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন আরো প্রায় ১০ লাখ মানুষ। ২য় পর্যায়ে এই প্রকল্পের প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৭ হাজার পরিবারের প্রায় ৩ লক্ষাধিক হতদরিদ্র মানুষ; আর এর আওতায় পরোক্ষ সুবিধা পাবেন ১০ লক্ষ মানুষ। এছাড়া চর অঞ্চলে রাস্তাঘাট, বাস স্টেশন ও নৌ-ঘাট নির্মাণ ও এর সংস্কারের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে আমরা বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা নেব।

৮৪। আমি উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে পল্লী উন্নয়ন খাতে আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য মোট ১ হাজার ৮৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৩) মানবসম্পদ উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

৮৫। আমরা জানি যে সুস্থ, শিক্ষিত, দক্ষ ও সচেতন জনগোষ্ঠী টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান শর্ত। এ কারণে আমরা মানবসম্পদ উন্নয়নে বরাবরই বিশেষ নজর দিয়েছি। আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে মানবসম্পদ

খাতে মোট ৪৩ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ আমাদের জিডিপি'র ১৯.৬০ শতাংশ।

সামগ্রিক শিক্ষা খাত

মাননীয় স্পীকার

৮৬। শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার; আমাদের 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের মূল চালিকাশক্তি। জাতির উন্নয়নে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বদ্ধপরিকর।

৮৭। আমার বক্তৃতায় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অংশে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে কি কি অর্জন করেছি এবং বিশ্বে তা কিভাবে সমাদৃত হয়েছে তার ওপর একটি ধারণা দিয়েছি। দেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই প্রথম আমরা 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ' কার্যক্রম আয়োজন করে সেরা মেধাবীদের চিহ্নিত করেছি। সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তার বিকাশকে উৎসাহিত করার কাজটি ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিবাবকদের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা তা মোকাবেলা করতে পেরেছি।

শিক্ষা খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন

৮৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছি। আমরা সাড়ে ৫ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ হাজারের ওপর মাদ্রাসা ও দেড় হাজার কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। ইতোমধ্যে ২ হাজার ৭১৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১২৫টি মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চলমান রয়েছে ১ হাজারের ওপর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩২৫ টিরও বেশি মাদ্রাসা এবং ৬০০ টিরও বেশি কলেজ ভবনের নির্মাণ কাজ। শিগগিরি অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করব। আমার গত বাজেট বক্তৃতায় গ্রাম ও শহরাঞ্চলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য কমিয়ে আনতে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই এমন ৩০৬টি উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর করার ঘোষণা দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে ১৯টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ ও পূর্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগসহ একটি করে ল্যাপটপ ও একটি করে মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৮৯। আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে মোট ১৩ হাজার ১৭৯ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

মাননীয় স্পীকার

৯০। আমরা ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, উপজেলা ও মহানগর শিক্ষা কমিটি পুনর্গঠন করেছি। প্রণয়ন করেছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক বদলি নীতিমালা। এছাড়াও নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রণয়ন করেছি একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি।

সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

৯১। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগতমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ (পিইডিপি-৩) বাস্তবায়ন করছি। এ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের পাশাপাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণসহ অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য টয়লেট স্থাপন এবং বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন করা হবে। এছাড়াও আমরা ২৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে এধরনের ৫৯টি অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য ১ হাজার ৩৮৩টি বিদ্যালয়বিহীন গ্রামকে নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পিটিআইবিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য সি-ইন-এড কোর্সকে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন কোর্সে উন্নীত করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন

৯২। আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার ছিল ৯৪.৬ শতাংশ এবং ঝরে পড়ার (drop out) হার ছিল ৪৯.৩ শতাংশ। এ প্রেক্ষিতে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে আমরা স্কুল ফিডিং কার্যক্রমসহ বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করি। ফলে এক্ষেত্রে আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমাদের হিসেবে বর্তমানে প্রায় ৯৭ শতাংশ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার কমে ২৯.৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে ৮২টি উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম হারে ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে স্কুলে যায় না এমন শিশুর মধ্যে ৭ লাখের জন্য ২০১৩ সালে চার বছরব্যাপী একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে তারা শিক্ষার সুযোগ পাবে। এর পাশাপাশি আমরা সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮৩ হাজার প্রতিবন্ধী শিশুকে ভর্তি করে তাদের শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছি। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযুক্ত শিশু সংখ্যা হলো ১ কোটি ৮২ লক্ষ। এখনও বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না এমন শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত ও অবারিত করার জন্য আমরা বিশেষ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া শিশু

৯৩। আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে মোট ১১ হাজার ৯৩৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

৯৪। আমরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিরলসভাবে সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার কাজ করছি। স্বাস্থ্য খাতকে যুগোপযোগীকরণের জন্য ইতোমধ্যে 'জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১' প্রণীত হয়েছে। 'জাতীয় জনসংখ্যা নীতি, ২০১২' এবং 'ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১২' মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে আমাদের নেয়া বিভিন্ন নীতি-কৌশলের কারণে এখাতে অর্জিত হয়েছে অভূতপূর্ব সাফল্য।

শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য

৯৫। আমরা শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে আমাদের সাফল্যের কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালে জাতিসঙ্ঘের এমডিজি (United Nations MDG Award) পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এ সাফল্য আমরা পরবর্তীতেও ধরে রেখেছি। 'বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে ২০১১' অনুযায়ী গত চার বছরে ৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পেয়ে হাজারে ৬৫ থেকে ৫৩ তে নেমে এসেছে। মাতৃমৃত্যু হারও হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে ৩.৪৮ থেকে ১.৯৪ এ নেমে এসেছে। তবে মাতৃমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে আমরা এখনও এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে রয়েছি। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমরা ১৭৯ জন নার্সকে ৬ মাস মেয়াদি মিডওয়াইফ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিভিন্ন উপজেলায় পদায়ন করেছি। চলতি শিক্ষা বর্ষে আরো ৫২৫ জন ছাত্রীকে ৩ বছর মেয়াদি মিডওয়াইফ কোর্সে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়াও আরো ৩০০০ মিডওয়াইফ নিয়োগের প্রক্রিয়া আমরা শুরু করেছি। আমরা ৫৩টি উপজেলায় কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে গরীব, দুঃস্থ ও জটিল গর্ভবর্তী মহিলাদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি চালু করেছি। আরো ২০টি নতুন উপজেলায় এ কার্যক্রমকে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছি।

পুষ্টি কার্যক্রম

৯৬। আমরা পুষ্টির ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছি। বর্তমানে ৫ বছরের নিচে ৩৬ শতাংশ শিশু কম ওজন সম্পন্ন। আমাদের মেয়াদে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। উদ্যোগ নিয়েছি মাতৃদুগ্ধ পান কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশনকে শক্তিশালী করার। শিশুদের ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানোর হার ইতোমধ্যে ৪২

শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৪ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ৬ মাস থেকে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার ৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

নগরকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা

৯৭। দ্বিতীয় আরবান হেলথ কেয়ার প্রকল্পের আওতায় ছয়টি সিটি কর্পোরেশন ও ৫টি বড় পৌরসভায় বসবাসকারী দরিদ্র জনগণের জন্য বর্তমানে মোট ২৭টি নগর মাতৃসদন, ২৬৭টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৬৫৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক চালু রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিটি বাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গার্মেন্টস্ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন। এছাড়া গর্ভবতী মা, হত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তালিকা তৈরি করে তাদের কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে।

চিকিৎসা অবকাঠামো

৯৮। বক্তৃতার শুরুতে আমি চিকিৎসা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের অর্জনের বিবরণ দিয়েছি। এখানে আরো দু'একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। আমরা ঢাকার কুর্মিটোলায় ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি জেনারেল হাসপাতাল চালু করেছি। অচিরেই রাজধানীর খিলগাঁও-এ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট আরও একটি হাসপাতাল চালু করা হবে। এছাড়া আগারগাঁও এ আমরা ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্স চালু করেছি।

চিকিৎসা খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন

৯৯। আমি বিগত বাজেট বক্তৃতাগুলোতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর অনুপাত ১:৩:৫ এ উন্নীত করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছি। কিন্তু চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর কাঙ্খিত অনুপাত আমরা বজায় রাখতে পারিনি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিগত দিনগুলোয় দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বেশক'টি মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হয়েছে, কিন্তু সে অনুপাতে বাড়েনি নার্সিং ইন্সটিটিউট ও হেলথ টেকনলজি ইন্সটিটিউটের সংখ্যা। আমরা ১২টি নতুন নার্সিং ইন্সটিটিউট এবং ৪টি হেলথ টেকনলজি ইন্সটিটিউটে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছি। ৭টি নার্সিং ইন্সটিটিউটকে কলেজে উন্নীত করেছি। নার্সিং পেশার সম্মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিপ্লোমা নার্সদের ৩য় শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করেছি। আমরা ৫ হাজার ৭৩০ জন চিকিৎসক এবং ১ হাজার ৭৪৭ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দিয়েছি। আরো প্রায় ৭ হাজার ডাক্তার ও ৫ হাজার নার্স নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

১০০। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০০৮ সালের ১.৪১ শতাংশ থেকে কমে ১.৩৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে প্রজনন সামগ্রী ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে অধিক গতিশীল করার লক্ষ্যে ৬ হাজার ৫০০ জন কর্মচারি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

১০১। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা 'জাতীয় ঔষধনীতি, ২০০৫' আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগীকরণের কাজ এখনও শেষ করতে পারিনি। তবে শিগগিরি তা করতে পারব বলে আশা করছি। আমরা 'ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২'-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছি।। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ মডেল লিস্ট অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা (Essential Drug List) হালনাগাদ করেছি। এছাড়া ঔষধ শিল্পে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রবর্তিত জিএমপি গাইডলাইন অনুসরণে পরিদর্শন চেকলিস্ট (Inspection Check List) মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়েছে। সরকারের সহায়ক ভূমিকার কারণে ঔষধ শিল্প বর্তমানে দেশের অন্যতম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। দেশীয় চাহিদার শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ ঔষধ এখন দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে উৎপাদিত ১৮৭টি ব্রান্ডের ঔষধ এখন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

ঔষধ শিল্প

১০২। আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে মোট ৯ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সংস্কৃতি

মাননীয় স্পীকার

১০৩। আমরা নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী এদেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। এ বিবেচনায় আমরা ১৪১৭ বঙ্গাব্দ হতে জাতীয়ভাবে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করে আসছি। পাশাপাশি আমরা আবহমান বাংলার লোকজ

দেশজ ও লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ

সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় পল্লী সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছি। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কারুশিল্প গ্রামে কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্পীদের কারুপণ্য উৎপাদন ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতিপয় বিশেষ উদ্যোগের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব রেখেছি। যেমন- আমরা শিল্পকলার আর্ট গ্যালারির একটি তলায় জাতীয় আর্ট গ্যালারি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখানে শিল্পকর্ম সংগ্রহের জন্য ২০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির বিপরীতে অর্থ বিভাগের বিশেষ কর্মসূচির থোক থেকে এ অর্থ প্রদান করা হবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

১০৪। আমি মনে করি প্রত্নতাত্ত্বিক খনন জাতির শেকড় অনুসন্ধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ কারণে আমরা ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজে অর্থ বরাদ্দ করে আসছি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে উয়ারী বটেশ্বর, বিক্রমপুর, ভিতরগড় ইত্যাদি অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের জন্য ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছি।

১০৫। আমি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন মিলে সর্বমোট ২৩৫ কোটি ৪১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

ধর্ম

মাননীয় স্পীকার

১০৬। ধর্মীয় সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে দেশের জনগণের নৈতিক মান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ধর্মীয় সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে ধর্মীয় বিভিন্ন উপাসনালয়গুলো সংরক্ষণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত ১২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেছি।

১০৭। সাম্প্রতিক সময়ে হজ্জ ব্যবস্থাপনা অনেক আধুনিক ও উন্নত করা হয়েছে যার ফলে উত্তরোত্তর হজ্জযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২ সালে হজ্জ মৌসুমে ১ লক্ষেরও অধিক ব্যক্তি হজ্জব্রত পালন করেছেন, যা এ যাবত কালের সর্বোচ্চ। তবে

এ সংখ্যা এ বছর আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করি। হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে সরকারের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

১০৮। আমরা প্রাক-প্রাথমিক, বয়স্ক ও ধর্মীয় শিক্ষার কার্যক্রমে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আসছি এবং এটি দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে

মসজিদ-মন্দির ভিত্তিক শিক্ষা

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ৭ লক্ষ ২০ হাজার জনকে প্রাক-প্রাথমিক, ১৯ হাজার ২০০ জনকে গণশিক্ষা এবং ৪ লক্ষ ২০ হাজার জনকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার জনকে প্রাক-প্রাথমিক এবং ৬ হাজার ২৫০ জনকে গণশিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও সমসংখ্যক শিশু ও ব্যক্তিকে এ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

১০৯। আমি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন ব্যয় মিলে সর্বমোট ২৯১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

যুব ও ক্রীড়া

মাননীয় স্পীকার

১১০। জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের জন্য দুই বছরের অস্থায়ী

ন্যাশনাল সার্ভিস

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ কর্মসূচিটি পরীক্ষামূলকভাবে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় চালু করা হয়েছে। এ যাবৎ ১৬ হাজার যুবক ও যুবমহিলাকে অস্থায়ী কর্মে নিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ইতোমধ্যে ৭ হাজারের অধিক প্রশিক্ষণার্থীর তিন মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

১১১। যুবক ও যুবমহিলাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য আমরা সারা দেশে ১১১টি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৪৭৬টি উপজেলায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছি। ২০১২ সাল পর্যন্ত

প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ

মোট প্রায় ৪০ লক্ষ বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আমরা প্রশিক্ষিত যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান সৃজন ও পুঁজির অভাব দূর করার লক্ষ্যে সহজ

শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করছি। ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত মোট প্রায় ৮ লক্ষ প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলার মধ্যে ১ হাজার কোটি টাকার ওপর ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা

১১২। আমরা ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় ১১১ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। গ্রামীণ খেলাধুলা উন্নয়নের জন্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নানামুখী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা তৃণমূল পর্যায়ের ক্রীড়াবিদদের জাতীয় পর্যায়ে তুলে আনারও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ

১১৩। বিগত অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশে ২০১২-১৩ অর্থবছরে তৃণমূল পর্যায়ের ৩০ হাজারেরও বেশি সংখ্যক ছেলেমেয়ে এবং স্কুল পর্যায়ের ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ছেলেমেয়েকে ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এছাড়াও বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাদির অধিকতর উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও নিবিড় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তৃণমূল পর্যায় থেকে সম্ভাবনাময় ও প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই করে দীর্ঘমেয়াদি ও উন্নত প্রশিক্ষণের আওতায় এ পর্যন্ত আমরা ৪ হাজার ক্রীড়াবিদকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি।

প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ প্রদান

১১৪। প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদরা প্যারা-অলিম্পিক-এ বরাবরই বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে দেশের জন্য দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছেন। প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া প্রসারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন। কমপ্লেক্সটি নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে সাভারে ১২.০১ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আমি আগামী অর্থবছরে প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়ায় বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

১১৫। আমি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে সর্বমোট ৭০৯ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

(৪) ভৌত অবকাঠামো

সড়ক ও সেতু

মাননীয় স্পীকার

১১৬। যোগাযোগ খাতে দৃশ্যমান কয়েকটি অর্জনের কথা আগেই আমি উল্লেখ করেছি। এ পর্যায়ে এ খাতে আরো কিছু অগ্রগতির কথা আপনাদের জানাতে চাই।

১১৭। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর গণযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে আমরা নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে 'ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন ২০১২' প্রণীত হয়েছে। গঠন করা হয়েছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (DTCA)। এর অধীনে উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ এম আর টি লাইন-৬ (MRT Line-৬) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি ঘন্টায় আনুমানিক ৩৫ হাজার যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব হবে। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ বি আর টি (Bus Rapid Transit, BRT) সংক্রান্ত কার্যক্রম হাতে নেয়ার কথা বলেছিলাম। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। পাশাপাশি পিপিপি ভিত্তিতে বিমান বন্দর হতে চন্দ্রা পর্যন্ত ঢাকা-আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আমরা মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ শুরু করেছি। গেলবারের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নির্মাণাধীন উড়াল সড়ক (Elevated Express-way) এর ডিজাইন সংশোধন করে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের সাথে সমন্বয়ের যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছি। আমরা চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসনে চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড, বহদ্দারহাট জংশনে ফ্লাইওভারসহ আরো কয়েকটি ফ্লাইওভার এবং বিভিন্ন সড়কের সম্প্রসারণ কাজ করছি। এছাড়া চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

যোগাযোগ অবকাঠামো সম্প্রসারণ

১১৮। 'রোড মাষ্টার প্ল্যান' এর আলোকে নতুন সড়ক নির্মাণ পরিহার করে বিদ্যমান রাস্তাগুলোর মেরামত ও সংরক্ষণকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নিয়মিত অর্থায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি তহবিল গঠনের

উদ্দেশ্যে 'সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩' এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়া আমরা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কগুলোকে ৪ লেনে উন্নীত করার কাজ করছি। এর মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পসহ আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এছাড়াও আছে সাসেক রোড কানেকটিভিটি প্রজেক্ট (SASEC Road Connectivity Project) যার আওতায় রয়েছে সার্ক হাইওয়ে করিডর- ৪ ও ৮ এবং এশিয়ান হাইওয়ে রুট-২ এর অংশ হিসেবে জয়দেবপুর হতে এলেংগা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ। ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতুর পাশেই নতুন ৪ লেন বিশিষ্ট ৩টি সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ নিয়েছি। এছাড়া পিরোজপুর-ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর ওপর বেকুটিয়া সেতু নির্মাণের কাজও যথাসময়ে শুরু করতে পারব বলে আশা রাখি।

সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

১১৯। আমি মনে করি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। দেশের নাগরিক সমাজসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ এ দাবিতে সোচ্চার। আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি, যা অর্থবিভাগের আওতায় বিশেষ কর্মসূচি খাতের বরাদ্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির বিপরীতে আমরা এই থোক থেকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করব। আমরা মোটরযানসমূহের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি, চুরি, ছিনতাই ও দূর্ঘটনা রোধকল্পে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পদ্ধতির প্রবর্তন করেছি। এছাড়া বিআরটিএ-র কতিপয় সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো এবং ডাটা সুরক্ষার জন্য আধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা

১২০। আমাদের সরকারের একটি অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প পদ্মা বহুমূখী সেতু নির্মাণ। আগেই উল্লেখ করেছি নানা কারণে আমরা প্রকল্প বাস্তবায়নের যে নির্ঘন্ট প্রণয়ন করি তা বিশ্বব্যাংকের নির্ঘন্টের সঙ্গে সমঞ্জস ছিল না। আমরা এই প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিকতর বিলম্ব পরিহারের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে এর প্রাথমিক কাজ শুরু করেছি। আমি মনে করি যে পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ প্রমাণে বা খন্ডনে এবং কানাডার মামলাও শেষ হতে আরো অনেক সময় লাগবে। সেজন্য আমাদের অপেক্ষা করা অনুচিত। আমাদের প্রত্যাশা

পদ্মা সেতু

হলো যে দুর্নীতি দমন কমিশন এই মামলাটির দ্রুত তদন্ত করে রহস্য উদ্‌ঘাটন ত্বরান্বিত করবে। জাজিরা সংযোগ সড়ক এবং সংশ্লিষ্ট নদী শাসনের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। মাওয়া এবং জাজিরায় নির্মাণ ঘাটি স্থাপন এবং মাওয়া সংযোগ সড়কের ক্রয় প্রস্তাব অচিরেই নির্দিষ্ট হবে। ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের মূল সেতু ও নদী শাসনের কাজটি সারাবিশ্বে শুধুমাত্র কয়েকজন ঠিকাদারই করতে সক্ষম। এজন্য পূর্ব-নির্বাচিত এইসব ঠিকাদারদের প্রস্তাব অতিসত্বরই আমরা আহ্বান করছি। তাই আমি মনে করি যে, এই দুই কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন সরকারের বর্তমান মেয়াদকালেই সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের জন্য ভারতের অনুদান ২০০ মিলিয়ন ডলার আমরা ব্যবহার করবো। আমি এও আশা করছি যে, এই প্রকল্পের জন্য ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক এবং আরো কতিপয় উন্নয়ন সহযোগীর সমর্থন আমরা যথাসময়ে আদায় করতে পারব। নিজস্ব অর্থায়নে আমরা পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ যে শুরু করেছি সেইটিই একমাত্র উপায় বলে আমার মনে হয়। এত লম্বা এবং প্রকৌশলী বিবেচনায় এত জটিল প্রকল্প একমাত্র আন্তর্জাতিক ঠিকাদারদের প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তাবের মাধ্যমেই নির্ধারণ করা শুধু উচিতই নয়, বরং অপরিহার্য। আমি জাতীয় এ উদ্যোগে দেশের নাগরিক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশী ডায়াসপোরাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়ার আহবান জানাচ্ছি।

রেলপথ

মাননীয় স্পীকার

১২১। রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আমরা রেলওয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। এ পরিকল্পনায় স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের আওতায় অবহেলিত রেলওয়েকে পুনরুজ্জীবিত করে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করা হবে। এ বিষয়ে মহান সংসদে উপস্থাপিত **‘রেল যোগাযোগ উন্নয়নঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ’** শীর্ষক একটি পৃথক প্রকাশনায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক, মহাচীন ও ভারতের সহায়তা আদায় করার উদ্দেশ্যে অতি সত্বর পদক্ষেপ নিচ্ছি। আগামী পাঁচ বছর হবে এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় এবং এই প্রস্তুতির জন্য আমরা বিশেষ বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করছি। গত চার বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০টি নতুন ও সংশোধিত প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এ সময়ে চালু করা হয়েছে ৪৫টি নতুন ট্রেন এবং বর্ধিত করা হয়েছে ২২টি ট্রেনের সার্ভিস।

১২২। আমরা রেলওয়ে মহপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভারত, নেপাল ও ভূটানের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। একইসাথে আমরা ট্রান্স এশিয়ান রেলপথ চালুর লক্ষ্যে নতুন রেল লাইন স্থাপনের জন্য সমীক্ষা ও ডিজাইন চূড়ান্ত করার কাজ করছি। দেশের ভেতরে রেল যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে ডবল লাইনে উন্নীত করার কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও চলছে ২য় ভৈরব সেতু, ২য় তিতাস সেতু ও বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে একটি সহ সারাদেশে আরো ক'টি রেলসেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিজাইন তৈরির কাজ।

রেল অবকাঠামো সম্প্রসারণ

১২৩। আমি আগামী অর্থবছরে সড়ক যোগাযোগ ও রেলপথ খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে ১৮ হাজার ২৩২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এতে পদ্মা বহুমুখী প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত ৬ হাজার ৮৫২ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে।

নৌ-পরিবহন

মাননীয় স্পীকার

১২৪। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে বন্দরের অপারেশনাল কর্মকান্ড কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। সুসংহত করা হয়েছে বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অনলাইনে ডকুমেন্টেশন করার জন্য 'কম্পিউটারাইজড কনটেইনার টারমিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, সিটিএমএস (Computerized Container Terminal Management System, CTMS)' প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, নেপাল ও ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বাণিজ্য সেবা সম্প্রসারণে দেশের ২য় বৃহত্তম বন্দর মংলার গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা এর উন্নয়নের জন্য মোট ৪৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫টি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে মংলা বন্দর পরিচালনায় দক্ষতা বাড়বে বলে আশা করা যায়।

সমুদ্র বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি

১২৫। কক্সবাজারের সোনাদিয়ায় একটি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের উদ্যোগ আমরা নিই। সেজন্য কয়েকটি পর্যায়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ধারণা করা হয়। **'সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২'** মন্ত্রিসভা অনুমোদন দেয়। প্রকল্পটিকে পিপিপি প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর নতুন

কৌশলে এই বিষয়ে কতিপয় রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এতে দুবাই পোর্ট এবং চীনের আগ্রহ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

স্থল বন্দরের উন্নয়ন

১২৬। বর্তমানে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বন্দরের সংখ্যা ১৮টি। এর মধ্যে সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থল বন্দর বিওটি (Build-Operate Transfer, BOT) ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। আমরা বেনাপোল স্থল বন্দর আধুনিকায়নের কাজ করছি। এর ফলে বেনাপোল স্থল বন্দরের ধারণ ক্ষমতা ৩০ হাজার মেট্রিক টন হতে ৩৬ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। পাশাপাশি বেনাপোল স্থল বন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে বন্দরের অটোমেশন কার্যক্রম চলমান রেখেছি। আমরা ভোমরা ও নাকুগাঁও স্থল বন্দর উন্নয়নেও কাজ করছি। কাজগুলো সমাপ্ত হলে বন্দরগুলোর ধারণক্ষমতা আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া আমরা থেগামুখ ও রামগড় স্থল বন্দর উন্নয়নের জন্যও প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি।

মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি

১২৭। আপনাদের জানা আছে, বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজে দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের ফলে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছি। বাংলাদেশে পরিচালিত মেরিটাইম পরীক্ষা এবং সনদায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থা, আইএমও-এর 'হোয়াইট লিস্টে' অন্তর্ভুক্ত আছে।

১২৮। আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে মোট ৮১২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন

মাননীয় স্পীকার

১২৯। আমাদের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরসহ অন্যান্য বিমান বন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন এর কাজ চলমান আছে। যাত্রীসেবার মান বাড়াতে বিমান বন্দরে আরও ২টি বোর্ডিং ব্রীজ, হোল্ডিং লাউঞ্জ এবং কানেকটিং করিডোর নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আমরা হযরত শাহজালাল (রহঃ) ও শাহ আমানত (রহঃ)

আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উড্ডয়ন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের একটি বৃহত্তর নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যাতে বিমান চলাচলে অসুবিধা না হয় সেজন্য হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি দ্বিতীয় রানওয়ে নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নে সবিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।

বিমান বন্দরের সেবা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি

১৩০। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় বিমানবহরে ১০টি উড়োজাহাজ সংযোজনের কথা বলেছিলাম। ইতোমধ্যে ২টি উড়োজাহাজ সংগ্রহ করেছি। আগামী ফেব্রুয়ারি ও মার্চে বোয়িং কোম্পানি থেকে আরো ২টি উড়োজাহাজ ডেলিভারি পাওয়া যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিমানবহরে নতুন উড়োজাহাজগুলো যুক্ত হলে বিভিন্ন গন্তব্যে এ সংস্থার ফ্লাইট পরিচালনায় গুণগত পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা যায়।

বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধি

১৩১। পর্যটন খাতের উন্নয়নে আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পর্যটন আকর্ষণগুলো চিহ্নিত করে পুস্তক আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ লক্ষ্যে তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ চলছে। আমরা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের অবকাঠামো সৃজন ও এর ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য কয়েকটি প্রকল্প প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করেছি। এ ধরনের দু'টি কার্যক্রম কক্সবাজার ও টেকনাফ-এ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া পর্যটন শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপাদানাদির আমদানির জন্য ব্যাপকভাবে শুল্ক রেয়াতি দেয়ার প্রস্তাব করেছি।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন

আবাসন ও সুপরিকল্পিত নগরায়ন

মাননীয় স্পীকার

১৩২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আমাদের নগরায়নের হার। বর্তমানে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় এক চতুর্থাংশ আমাদের শহরগুলোতে বসবাস করছে; আর প্রতিদিনই এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে গ্রাম থেকে আসা নিত্যনতুন মুখ। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই অপরিকল্পিত নগরায়নের বিষয়টিকে আমরা গুরুত্বের

সাথে বিবেচনা করেছি। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা মহানগরীর ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান এবং সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের স্ট্রাকচারাল প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে নানা পৌর এলাকায় এবং উপজেলায় আবাসন প্রকল্পে ব্যক্তিমালিকানা খাতকে আগ্রহী করার জন্য জোনিং কার্যক্রম চলছে এবং সহজ শর্তে ঋণের বিষয়টি বিবেচনায় আছে।

পরিকল্পিত নগরায়ন

১৩৩। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে 'সকলের জন্যে আবাসন' সুবিধা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। স্বল্প ও মধ্যআয়ের লোকদের জন্য আমরা রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে প্রায় ৪৪ হাজার প্লট উন্নয়ন ও প্রায় ৩২ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শুরু করেছি। রাজধানী ঢাকার উপর অব্যাহত জনসংখ্যার চাপ নিরসনে ঢাকার চারপাশে ৪টি স্যাটেলাইট টাউন তৈরির কাজে হাত দিয়েছি। ঢাকা জেলার ধামরাই এবং কামরাঙ্গীর চর এলাকায় স্যাটেলাইট টাউন তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়া সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকার মিরপুরে পিপিপি'র আওতায় আধুনিক প্রযুক্তিতে সাশ্রয়ী মূল্যে বহুতল এপার্টমেন্ট নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া আবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেসরকারি আবাসন কোম্পানিগুলোকে নিবন্ধিত করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।

সকলের জন্যে আবাসন নিশ্চিতকরণ

১৩৪। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়নের লক্ষ্যে গত মেয়াদে আমরা গৃহায়ন তহবিল গঠন করেছিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এ ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে এপ্রিল, ২০১৩ পর্যন্ত ১৪৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা গৃহঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এর আওতায় নির্মিত ৫৫ হাজার ১৫৯টি গৃহের বিপরীতে উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৪৫ জন।

গৃহায়ন তহবিল

১৩৫। আবাদযোগ্য ও উৎপাদনক্ষম জমির সুরক্ষা ও জমির পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে আবাসন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আমরা 'জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা-২০১২' এবং পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ইমারত নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, বিএনবিসি (Bangladesh National Building Code, BNBC) সংশোধনের কাজ করছি। প্রণয়ন করেছি 'রিয়েল এষ্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০' এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালা- ২০১১। বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের জমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন করা হয়েছে।

গৃহায়ন নীতিমালা

পাশাপাশি 'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন-২০১২' প্রণয়নের কাজও চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে 'কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন'। এছাড়া পরিকল্পিত উন্নয়ন ও পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে কুয়াকাটা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর-এ ৪টি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের জন্য খসড়া আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৫) শিল্পায়ন

মাননীয় স্পীকার

১৩৬। আপনাদের জানা আছে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যআয়ের দেশে পরিণত করার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান ৩০ থেকে ৪০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছিলাম। এর আলোকে শিল্প খাতের উন্নয়নে আমরা স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। উদ্যোগ নিয়েছি শিল্প আইন ২০১৩ প্রণয়নের।

১৩৭। আমরা শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। সাম্প্রতিক সময়ে তাজরীন ফ্যাশন লিমিটেড এ ভয়াবহ অগ্নিকান্ড এবং সাভারের রানা প্লাজায় ভবন ধ্বসের পর বিপন্ন শ্রমিকদের সহায়তা করতে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এব্যাপারে দিশারীর ভূমিকা পালন করছেন। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে আমরা সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। ইতোমধ্যে তৈরী পোষাক কারখানাগুলোর কর্ম পরিবেশ সুরক্ষা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও শ্রমিক সংগঠন নিশ্চিত করতে মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আমরা ন্যূনতম মজুরি ৩ হাজার টাকা ধার্য করে তৈরি পোশাক শিল্প সংশোধিত মজুরি কাঠামো ঘোষণা করেছিলাম। এর ধারাবাহিকতায় এ মজুরি কাঠামো পুনরায় সংশোধনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা আরকটি নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করেছি।

শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ

১৩৮। শিল্পপণ্যের মান নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সারসো (South Asian Regional Standards Organization-SARSO) গঠিত হয়েছে। খাদ্যের ভেজাল রোধকল্পে পরিচালনা করা হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম। বিগত তিন অর্থবছরে ৪ হাজারের ওপর ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রায় ১২ হাজার মামলা করা হয়েছে। আমরা আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখব।

শিল্প পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন

১৩৯। শিল্পখাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে ভারত, ডেনমার্ক, তুরস্ক, বেলারুস ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদন করেছি। সৌদি আরব, ফিনল্যান্ড, ওমান, রাশিয়া, ইউক্রেন, কম্বোডিয়া ও বাহরাইনের সাথে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি

১৪০। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত তহবিল হতে ৩৩ হাজার প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২ হাজার ৭৯২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার পুন:অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের পুন:অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ডেস্ক খোলা হয়েছে। অধিক হারে নারীদের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় নারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

১৪১। শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছি। চূড়ান্ত করেছি আমদানি নীতিমালা ২০১২-১৫ এবং রপ্তানি নীতিমালা ২০১২-১৫ এর খসড়া। পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রপ্তানি ভর্তুকি বাবদ ২ হাজার ৫৯২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৪২। ভোক্তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় সবকটি জেলায় গঠিত হয়েছে **জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি**। মাঠ পর্যায়ে

ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতকরণ

বাস্তবায়িত হচ্ছে 'জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯'। বাজার অভিযানের মাধ্যমে এ আইন লংঘনের দায়ে এ পর্যন্ত ৫ হাজারের অধিক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ধারায় ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। পাশাপাশি আমরা এ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালাচ্ছি। দ্রব্যমূল্য হ্রাস ও স্থানীয় বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখার জন্য আমরা সরকারি পর্যায়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করছি। এ লক্ষ্যে টিসিবিকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্যও কাজ করছি আমরা।

(৬) জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

১৪৩। ভৌগলিক অবস্থান এবং আবহাওয়াগত কারণে বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ এক জনপদ। বিগত কয়েক দশকের জলবায়ু পরিবর্তন দুর্যোগের এ ঝুঁকিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৯০-২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ২,১৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আমাদের জিডিপি'র প্রায় ১.৮ শতাংশ। একারণে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আমরা বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছি।

১৪৪। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলার লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-BCCSAP, ২০০৯) প্রণয়ন করেছি। এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব তহবিলে গঠন করেছি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড। ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন ২০১০ প্রবর্তন করা হয়েছে। আমরা ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে সর্বমোট ২৩৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছি। ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত এ ফান্ডের আওতায় ১৯৪ টি প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এছাড়া আগেই উল্লেখ করেছি উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের সহায়তায় বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড

(Bangladesh Climate Change Resilience Fund, BCCRF) গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এ ফান্ডে প্রাপ্ত সহায়তার অঙ্ক ১৮৯.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১৪৫। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমরা বনায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে দেশে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ৭-৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৭.০৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমরা এ কার্যক্রম আরো সামনে এগিয়ে নিতে চাই।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম

১৪৬। শিল্প বর্জ্য ও শহরের পয়ঃপ্রণালী হতে সৃষ্ট বর্জ্যের কারণে জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর পানিতে দূষণের মাত্রা এত বেশি যে অনেক নদীতে কোন জলজ প্রাণী পর্যন্ত বাঁচতে পারেনা। আমরা এ নদীগুলোকে দূষণ হতে রক্ষার জন্য বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদী-কে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছি। পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করেছি খসড়া নির্দেশিকা। আমরা তরল বর্জ্য নির্গমণকারী সকল কলকারখানায় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছি। এর ফলে ইতোমধ্যে ৩৮১ টি কলকারখানায় ইটিপি স্থাপিত হয়েছে এবং ৪২ টি ইটিপি নির্মাণাধীন আছে। আমরা বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষণ রোধে রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত ট্যানারী শিল্পসমূহ সাভারে অবস্থিত ঢাকা চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। সেখানে কিছু জটিলতা ছিল যার সুরাহা আমরা করে দিয়েছি। স্থানান্তরের জন্য কোম্পানিগুলোকে এখন চূড়ান্ত নোটিশ দেয়া হচ্ছে। আশা করছি আগামী অর্থবছরের মধ্যে চামড়া শিল্পনগরীতে ইটিপি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। আমরা শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপনসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠন করেছি ২০০ কোটি টাকার তহবিল।

জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ

১৪৭। জীববৈচিত্র্য দেশের প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার এক অমূল্য সম্পদ। আমরা দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০২০ এবং জাতীয় জৈব নিরাপত্তা কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি। জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের আওতায় গৃহীত কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০ এর আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল (National Biodiversity Strategy & Action Plan) হালনাগাদ করা হচ্ছে।

১৪৮। উপকূল এবং জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে কক্সবাজার এলাকায় প্রায় ৬৫০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বন এবং হাকালুকি হাওর এলাকায় প্রায় ৮৬০ হেক্টর জলজ বন সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ দু'টো স্থানের পাশাপাশি সেন্টমার্টিনস্ দ্বীপ ও টাংগুয়ার হাওরে চলছে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের কার্যক্রম।

উপকূলীয় ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

১৪৯। আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে একটি আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনার উদ্যোগ নিয়েছি। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে, 'ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১' জারি করা হয়েছে, অনুমোদন করা হয়েছে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫'। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির আওতায় ৪৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

১৫০। সরকারের অর্থায়নে বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙ্গন এলাকায় ৭৪টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র এবং উপকূলীয় এলাকায় ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এর পাশাপাশি ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলায় ইতোমধ্যে ৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করা, দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য কন্টিনজেন্সি প্লান তৈরি, ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণের কারিগরি তথ্য সন্নিবেশিত করে বিল্ডিং কোড (Building Code) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

কল্যাণমূলক বিশেষ অগ্রাধিকার খাত

দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা

মাননীয় স্পীকার

১৫১। অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive growth) অর্জনের নীতি কৌশলের আওতায় বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমে এসেছে উল্লেখযোগ্য হারে। সচরাচর কোন উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধনী-গরীবের মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টি করে। জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে পড়া এ অংশকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করা বিকাশমান অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই আমরা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সফল হয়েছি। আমাদের এ সফলতার স্বীকৃতি মিলেছে আন্তর্জাতিক পরিসরেও। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট আপডেট (Bangladesh Development Update)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে দ্রুতহারে দারিদ্র্য কমছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি

১৫২। দারিদ্র্যের হার সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনতে আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ক্ষেত্র ও পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করছি। আঞ্চলিক সমতা বিধানের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির দ্বৈততা পরিহার করে সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছি। গঠন করেছি সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। পাশাপাশি উদ্যোগ নিয়েছি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের। সরকার পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী সঠিক ও কার্যকরভাবে বাছাইয়ের লক্ষ্যে আমরা ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (National Population Register) এর সাথে অতি দরিদ্রদের তালিকা (Hard Core Poor Listing) তৈরির কাজ শুরু করেছি।

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন

১৫৩। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিষয়ে আমাদের নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি ফিরিস্তি এবং বরাদ্দ প্রস্তাব উপস্থাপন করছিঃ

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

- পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র গর্ভবতী মা'দের দুঃখ- দুর্দশার কথা বিবেচনা করে মা ও গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টি চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে সারাদেশে ১ লক্ষ ১ হাজার ২০০ জন দরিদ্র গর্ভবতী মা'কে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। আমি আগামী অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর গার্মেন্টস এলাকাসহ ৬১ জেলা সদরে ৭৭ হাজার ৬২৫ জন কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা-কে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে এ ভাতার পরিমাণ ৫০ টাকা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভাতাভোগীর সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

- ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার বয়স্ক ভাতাভোগীর অনুকূলে মাথাপিছু মাসিক ৩০০ টাকা হারে ৮৯১ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। আমি আগামী অর্থবছরে এ খাতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

- ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯ লক্ষ ২০ হাজার বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুস্থ মহিলাদের অনুকূলে মাথাপিছু মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

- বাংলাদেশের দারিদ্র্য পীড়িত এবং দুঃস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশে প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ দুঃস্থ মহিলাকে মাসে ৩০ কেজি চাল বা ২৪ কেজি গম সরবরাহ করা হয়েছে। আমি আগামী অর্থবছরে এ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

- হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা

হয়েছে। আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও এই সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

- হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এসব সম্প্রদায়ভুক্ত শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, প্রাপ্তবয়স্কদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও তাদের আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রৌঢ়; অক্ষম ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে ভাতা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাতে ১২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় আমরা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার অতিদরিদ্রদের ৮০ দিনের কর্মসংস্থান করেছি। আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৫৪। গ্রামীণ বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমরা কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করেছি। আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে সমপরিমাণ খাদ্যশস্য বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। অন্যদিকে বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচিতে বর্তমান অর্থবছরে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। আমি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাতে সমপরিমাণ খাদ্যশস্য বরাদ্দ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি ভবিষ্যতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সরাসরি খাদ্যশস্য বিতরণের পরিবর্তে ভাউচার স্কিম প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা করছি। জিআর খাদ্য সহায়তার জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৮০ হাজার মেট্রিক টন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আমি তা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

কাবিখা ও টিআর

১৫৫। বিগত ৪ বছরে আমরা দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ নতুন ও যুগান্তকারী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৭ হাজারেরও অধিক গ্রামের মোট প্রায় ১১ লক্ষ পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করেছি। উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তাদের

সঞ্চয়মুখী করার। আমাদের প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী তাদের সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১৫০ কোটি টাকায়।

১৫৬। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি প্রতিবন্ধীতার ধরণ ও মাত্রা নিরূপণ করে লক্ষ্যভিত্তিক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ পরিচালনার কথা বলেছিলাম। এই লক্ষ্যে পাইলট জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ বছর দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী জরিপ সম্পন্ন করে তাদের পরিচয়পত্র দেওয়া হবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ইন্টারেক্টিভ সফটওয়্যার (Interactive Software) এর মাধ্যমে জাতীয় তথ্যভান্ডার হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে।

প্রতিবন্ধী জরিপ

১৫৭। আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের সকল জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার) স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এসকল কেন্দ্রে ইতোমধ্যে একটি করে অটিজম কর্নারও চালু করা হয়েছে। আমি এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এসব স্থায়ী অবকাঠামোর পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং এইড, ভিজ্যুয়াল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ ভ্রাম্যমান ফিজিওথেরাপি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রেইল প্রেসে মুদ্রিত বই সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমরা এ কার্যক্রম আরো জোরদার করছি। উদ্যোগ নিচ্ছি বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কোটা প্রবর্তনের।

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য

১৫৮। প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক যাবতীয় কর্মকান্ডের সুষ্ঠু সমন্বয় ও নিবিড় তদারকির লক্ষ্যে গত ২ এপ্রিল ২০১৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর রূপান্তর করার ঘোষণা দিয়েছেন। পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলে পিছিয়ে পড়া এ জনগোষ্ঠীর অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে। প্রতিবন্ধী-বান্ধব অবকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছি। আমি বিশ্বাস করি সময় এসেছে এ বিষয়গুলোর দিকে নজর দেয়ার। আমি এ মহান

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে স্বতন্ত্র অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

সংসদের মাধ্যমে পূর্ত মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ টয়লেট এবং অফিসে প্রবেশের পথে র‍্যাম্প স্থাপনের অনুরোধ জানাচ্ছি। সরকারি দপ্তরে এ ধরণের সুবিধা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনে আমরা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করব। আশা করছি ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠানগুলোও এজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫৯। অটিজম সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সেন্টার থেকে এ যাবৎ অটিজমের শিকার ৫০০ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে। অটিজম রিসোর্স সেন্টারের ধারাবাহিকতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন অঙ্গনে ২০১১ সালে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক অটিস্টিক বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি

অটিজম রিসোর্স সেন্টার

সরকার অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন' প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশি-বিদেশি গবেষক ও চিকিৎসকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও নিরন্তর গবেষণায় বাংলাদেশ এক্ষেত্রে নিজেকে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। আশা করছি আমাদের নেয়া নানামুখী কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে অটিস্টিক শিশুদের জাতীয় জীবনের মূল ধারায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

১৬০। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের খোরাকি ভাতা খাতে ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ২০১২-১৩ অর্থবছরে বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাবদ ৬৬ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এ দু'টি খাতে ১০২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পীকার

১৬১। আমরা সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দ্রুততর হারে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। বিগত সাড়ে চার বছরে কৃষি ও গ্রামীণ খাতে উচ্চমাত্রার ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিদেশে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমশক্তি প্রেরণে আমাদের গৃহীত নীতি-কৌশলের সুফল ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। পুরাতন শ্রম বাজারে জনশক্তির চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রম বাজারে জনশক্তি প্রবেশাধিকার মিলছে। এছাড়া শ্রমঘন শিল্প স্থাপন এবং ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করে আমরা গ্রামীণ জনপদে মৌসুমী বেকারত্বকে বিদায় করতে সক্ষম হয়েছি। বিগত বছরগুলোতে কর্মসংস্থানে আমাদের দ্রুত বিকাশমান বেসরকারি খাতের অবদানকেও আমি অকুণ্ঠচিত্তে সাধুবাদ জানাই। আমাদের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে বিগত বছরে ৬ কোটি ১২ লক্ষ জনমাস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের আওতায় ৬ কোটি ২৪ লক্ষ জনমাস কাজ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা আমরা নির্ধারণ করেছি। আশা করছি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিগত বছরগুলোর মত ভবিষ্যতেও বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র উন্মোচিত করে দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবো।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

১৬২। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে আমাদের দেশের সামনে রয়েছে এক অপার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা। আশির দশক থেকে জনসংখ্যার নির্ভরশীল অংশের অনুপাত (Age Dependency Ratio) কমে এসেছে ধীরে ধীরে। ১৯৭২ সালে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর তুলনায় নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর হার ছিল ৯৫ শতাংশ। ২০১১ সালে এ অনুপাত এসে দাঁড়িয়েছে ৫৫ শতাংশে। আশি বা নব্বই এর দশকে জন্ম নেয়া শিশুরা এখন যোগ দিচ্ছে শ্রম বাজারে। বৃহৎ এ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সুবিধা (Demographic Dividend) ব্যবহার করে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থকে বহুগুণ বাড়াতে পারি। তবে এ জন্য নতুন শ্রম শক্তিকে দক্ষ করে তোলা প্রয়োজন। আমরা এ অপার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছি। দক্ষ জনবল

দক্ষতার উন্নয়ন

তৈরির জন্য প্রণয়ন করেছি 'দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১'। আইসিটি খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য ই-গভর্নেন্স আইসিটি স্কিল ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি। আইসিটি খাতের উন্নয়নে আমি আগামী অর্থবছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পীকার

১৬৩। আমাদের অব্যাহত প্রয়াসে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ২১ লক্ষের অধিক বাংলাদেশী কর্মী কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশে গিয়েছেন। বিগত জোট সরকারের পূর্ববর্তী একই সময়ে বিদেশে জনশক্তি প্রেরণের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১ লক্ষ বা প্রায় অর্ধেক। ২০০৯ সালে প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল ১০.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১২ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এ। রেমিটেন্স জিডিপি'র ১১ শতাংশ, বৈদেশিক সাহায্যের ৬ গুণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের ১৩ গুণ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

১৬৪। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৬ হাজার বাংলাদেশী নারী কর্মী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছেন। বিগত জোট সরকারের সময়ে মোট ২৯ হাজার নারী কর্মী কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশে গিয়েছেন; বর্তমান সরকারের সময়ে ইতোমধ্যেই ১ লাখের বেশি নারী কর্মী কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশে গিয়েছেন। আশার কথা বাংলাদেশি কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৬৫। আমি আগেই উল্লেখ করেছি বর্তমান সরকারের অন্যতম একটি সাফল্য হচ্ছে প্রবাসীদের কল্যাণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। ইতোমধ্যে নব প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাংকটি বিদেশগামী কর্মীকে 'অভিবাসন ঋণ' প্রদান করে মধ্যপ্রাচ্যসহ মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, ইতালী, মরিশাস, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া ও বাহরাইনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করেছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

১৬৬। আমরা বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের জন্য জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। ব্যুরোর অধীনে মোট ৩৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন ট্রেডে বছরে প্রায় ৬৫ হাজার দক্ষ কর্মী তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় বাস্তবায়নাধীন আরও ৩৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শেষ হলে প্রতি বছর লক্ষাধিক কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে। একইসঙ্গে বিদেশে অভিবাসীদের দেখাশোনা উন্নত করার জন্য অনেক বাংলাদেশ মিশনে শ্রম উইং শক্তিশালী করা বা নতুন শ্রম উইং সৃষ্টির বিষয়ে আমি আগেই মহান সংসদকে অবহিত করেছি।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

১৬৭। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ডিজিটাইজেশন এর কাজ হয়েছে। এর মাধ্যমে ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ডাটাব্যাংক হতে কর্মী নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন

১৬৮। আমরা অভিবাসীদের স্বার্থ ও কল্যাণ সংরক্ষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে অভিবাসী কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণে জাতিসংঘের প্রস্তাবিত ইউ এন কনভেনশন ১৯৯০ (UN Convention, ১৯৯০) স্বাক্ষর করলেও এতদিন তা অনুসমর্থন (Ratification) করেনি। বর্তমান সরকার ২৪ আগষ্ট, ২০১১ তারিখে সেটি অনুসমর্থন করেছে। সকল অভিবাসী এবং তাদের পরিবারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো এ কনভেনশনের মাধ্যমে সংরক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া, স্বাক্ষরিত এ কনভেনশন অনুযায়ী বহির্গমন অধ্যাদেশ সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইউ. এন. কনভেনশন অনুসমর্থন

নারী ও শিশু কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

১৬৯। আমরা নারী উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট, ২০১২ অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ৮ম স্থানে রয়েছে। এবার আমি নারী উন্নয়নে যে সব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি এবং করছি তা তুলে ধরতে চাই।

১৭০। জাতীয় বাজেটে নারীর হিস্যা নির্ণয় করার জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে জেন্ডার ভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নারী উন্নয়ন তহবিলে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। এর আওতায় বর্তমান অর্থবছরে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ১০ কোটি টাকার দু'বছর মেয়াদি একটি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আমি এ খাতে ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমিতিগুলোর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য পিপিপি (PPP) মডেলে ২টি বিপণী কেন্দ্র চালু রয়েছে। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থে গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নড়াইল ও দিনাজপুর জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থা জেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে।

জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন

১৭১। নারীদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে প্রত্যেক জেলা শহরে মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে, যা থেকে প্রতি বছর প্রায় ৯ হাজার মহিলাকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিউটিফিকেশন, হাউস কিপিং ও ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, মোবাইল ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সার্ভিসিং এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মত অপ্রচলিত অথচ বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এমন সব পেশায় দক্ষ নারী শ্রমিক তৈরির জন্য ১৫টি জেলায় মহিলাদের এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি পাইলট ভিত্তিতে ১০টি উপজেলায় মহিলাদের জন্য তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ

১৭২। সর্বক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আমাদের সময়ে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প জেন্ডার সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও পর্যালোচনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ

১৭৩। বাল্যবিবাহ রোধে আমাদের ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ অনেক জায়গায় নানা উদ্যোগে সহায়তা বা পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে অনেক সমাজসেবী সংস্থা উত্তম ভূমিকা পালন করছে। আমরা এই রকম উদ্যোগের প্রসারে সহায়তা দেব।

১৭৪। নারীর পাশাপাশি জাতির ভবিষ্যত শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়নকেও আমরা সমভাবে গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের সময়ে পরীক্ষামূলকভাবে চাইল্ড প্রোটেকশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ড্রপ-ইন-সেন্টার, এমারজেন্সি নাইট সেন্টার, শিশুবান্ধব স্থান এবং উন্মুক্ত পরিবেশে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ২০ হাজারের অধিক পথশিশুকে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৭টি বিভাগে মোট ৩৭৯টি ক্লাবের মাধ্যমে মোট ১১ হাজার ৩৭০ জন কিশোর-কিশোরীকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও আইনি অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

শিশুর উন্নয়ন

১৭৫। আমরা বিপদাপন্ন, দুস্থ ও অসহায় শিশুদের জন্য পুরাতন ঢাকার আটটি থানায় পরীক্ষামূলকভাবে চাইল্ড হেল্প-লাইন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। আগামীতে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ৬০ হাজার শিশুকে এর আওতায় সেবা প্রদানের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। আমরা ২৫০ টি কমিউনিটি বেজড চাইল্ড প্রটেকশন কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি। এর পাশাপাশি ৭টি বিভাগীয় শহরে ৭টি ইনটিগ্রেটেড চাইল্ড প্রটেকশন সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এর প্রতিটিতে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে মোট ১৪টি ড্রপ-ইন সেন্টারের ব্যবস্থা রয়েছে।

চাইল্ড হেল্প-লাইন ও চাইল্ড প্রোটেকশন

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

১৭৬। আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছি। স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আশা করছি অচিরেই এটি উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে। আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১১টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করার প্রকল্প হাতে নিয়েছি এবং ইতোমধ্যে ১০টি জেলায় এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ

১৭৭। আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে তাঁদের সম্মানী ভাতাসহ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের ভাতা ও রেশন প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। চালু রেখেছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেশে চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম। আমরা আগামী অর্থবছর থেকে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বর্ধিত হারে সম্মানী ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি ঘূর্ণায়মান তহবিলের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণসহ 'ঋণদান কর্মসূচি' চালু রেখেছি। একইসাথে বর্তমানে ১ লক্ষ ৫০ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আমরা ভাতা প্রদান করছি। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিসেবে দেশে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। সনদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে অবশিষ্ট ৫০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকেও আমরা আগামী অর্থবছর থেকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা নেব। মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের কল্যাণ বিবেচনায় তাঁদের জন্য সরকারি সুবিধাদি বর্ধিত করা হয়েছে। এছাড়াও চাকুরিজীবী মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে তাঁদের চাকুরির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে ১ বছর।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধাদি

১৭৮। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পরিবারের কল্যাণার্থে ঢাকার মোহাম্মদপুরে আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আশা করছি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রকল্পটি শেষ হবে। এছাড়াও সারাদেশব্যাপী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ''ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন প্রকল্প'' সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পাশাপাশি আমরা ১৯৭২ সালের নির্ধারিত মূল্যে যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের নিকট পরিত্যক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের কাজ করছি। পাশাপাশি বিভিন্ন পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হলে সরকারি অংশে প্রাপ্ত ফ্ল্যাট শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার/ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বরাদ্দ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ প্রকল্পের জন্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নির্মাণ

সংখ্যালঘু ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়

মাননীয় স্পীকার

১৭৯। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ আমাদের চেতনার গভীরে প্রোথিত। তাই ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি উদার গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের অন্যতম প্রধান নির্বাচনী অঙ্গীকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা। এ কার্যক্রম শুরুর পর থেকে উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তি দেশের সংখ্যালঘুদের উপর

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা

৭১-এর নির্মমতার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এ অপশক্তি কর্তৃক রামুতে বৌদ্ধ মন্দির এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ এবং পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং তাঁদের উপাসনালয়ে হামলা সমগ্র দেশকে স্তম্ভিত করে। কিন্তু সরকারের পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ উগ্র এ সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সরকারও দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি বলতে চাই এ ধর্মান্ধ, উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কোনভাবেই ছাড় দেয়া যাবে না। এ জন্য আমাদের সরকার ইতোমধ্যেই এ অপতৎপরতার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। একইসাথে ক্ষতিগ্রস্ত উপাসনালয় নির্মাণ ও মেরামতে ইতোমধ্যে ২৫ কোটি ৬৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

১৮০। আমাদের সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে বিগত বছরগুলোতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে গেছে। এ বছরও আমরা এ সকল জনগোষ্ঠীর

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কল্যাণ

জীবনমান উন্নয়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে ১৬৬ কিলোমিটার গ্রামীণ সংযোগ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্যমন্ডিত সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়নেও বিগত বছরগুলোতে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল উল্লেখ করার মত। আমরা আগামী বছরেও এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে চাই। এ জন্য ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত জেলাগুলোতে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম আরো সুসংগঠিত করে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। একইসাথে দুর্গম অঞ্চলেও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে বেগবান করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে বান্দরবানের অতি দুর্গম উপজেলা রুমায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটের

আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রকল্প নেয়া হয়েছে। আশা করছি, আমাদের এ সকল উদ্যোগ নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জাগরণে আরো ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

১৮১। আমাদের সরকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার অথচ সমাজের কতিপয় অপরিহার্য পেশার সাথে সম্পৃক্ত হিজড়া, দলিত, হরিজন এবং বেদে সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও উন্নয়নে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করে তাদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ৫ বছরের উর্ধ্বে হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান, ১৮ বছরের উর্ধ্বের জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ৪০ বছর বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান করা হবে। আশা করছি ভবিষ্যতে এ সকল কার্যক্রম আরও প্রসারিত হলে সুবিধাবঞ্চিত এ জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে।

সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণ

অষ্টম অধ্যায়

সংস্কার ও সুশাসন

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পীকার

১৮২। আমাদের সরকারের মেয়াদকালে রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি যেমন হয়েছে তেমনি সরকারি ব্যয়ও বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ। সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমরা সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কার এনেছি। চলমান এ সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে এবার আমি কিছু কথা বলতে চাই।

বাজেট ব্যবস্থাপনায় সংস্কার

১৮৩। সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকারের আলোকে অর্থ বরাদ্দের জন্য আমরা মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় কর্মকৃতি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু করেছি। সৃজন করেছি বাজেট ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ ও অধিশাখা। এছাড়া এ সকল দপ্তরে মধ্যমেয়াদি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Medium Term Strategy and Business Plan) প্রণয়নের কাজ শুরু করেছি। একই সাথে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক বাজেট বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা এবং পাইলট ভিত্তিতে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মসম্পাদন বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের পদক্ষেপ নিয়েছি। আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের বাজেট শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কাজ প্রায় চূড়ান্ত করে এনেছি। শুরু করেছি প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারির বেতন-ভাতাসহ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য সম্বলিত তথ্য ভান্ডার তৈরির প্রাথমিক কাজ।

১৮৪। সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে আধুনিক সফট্ওয়্যার স্থাপন এবং সরকারের শেয়ার ও ইক্যুইটির হিসাব ব্যবস্থাপনায় ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল ও ডাটাবেইজ তৈরির কাজ চলছে। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠু করতে একটি খসড়া নীতিমালাও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

আর্থিক খাত

১৮৫। দেশে ব্যাংক ও আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আইনি সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের ওপর জোর দিয়েছি। 'ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০১৩' এর বিল ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেছি। গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের কাজ সহজ করতে 'গ্রামীণ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১২' প্রণয়ন করেছি। 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১২' এবং 'সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২' প্রণীত হয়েছে। এছাড়া মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাস অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি জাতীয় কৌশলপত্রও প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে চলছে 'ইন্সুরেন্স কর্পোরেশনস এ্যাক্ট, ২০১৩' প্রণয়নের কাজ। সর্বোপরি আর্থিক খাতের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে আমরা একটি তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর অগ্রগামী প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেছি।

পুঁজিবাজার

১৮৬। এ কথা সত্য যে আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পুঁজিবাজারকে সব সময় সুস্থির অবস্থানে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই আইনগত সংস্কার, ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা আর সুশাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এর একটি সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত রচনা আর ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে আমরা বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যে এই উদ্দেশ্যে যথাযথ পদক্ষেপ মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো, আইসিবি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়েছে এবং নিচ্ছে। 'সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯০' এবং 'সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯' এর সংশোধনের কাজ আগেই শেষ হয়েছে। প্রণয়ন করা হয়েছে 'সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (প্রাইভেট প্লেসমেন্ট অব ডেট সিকিউরিটিজ) রুলস, ২০১২' [Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, ২০১২]। এছাড়া সংশোধন করেছি 'সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১'। স্থাপন করেছি আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেইলেন্স সফট্ওয়্যার। পাশাপাশি কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইনকেও যুগোপযোগি করেছি। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ থেকে সকল অমনিবাস হিসাবকে গ্রাহকের পৃথক বিও হিসাবে রূপান্তর করা হয়েছে। পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের

ব্যবস্থা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, Financial Reporting Act অচিরে চূড়ান্ত করা হবে।

১৮৭। আমাদের সরকার পুঁজিবাজারকে একটি গতিশীল পুঁজির উৎস হিসেবে গড়ে তুলতে চায় এবং সেজন্য প্রথম থেকেই আমরা পুঁজিবাজারের দিকে নজর দিই। আমি বর্তমান সরকারের প্রথম বছরে স্টক এক্সচেঞ্জ ডিমিউচুয়ালাইজেশনের প্রস্তাব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে জানাই। তারা সব সময় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য ২০১১ সালের শেষে যখন ধস নামলো তখন তাঁরা মত পরিবর্তন করলেন। এখন তাদের উদ্যোগেই ডিমিউচুয়ালাইজেশন বিল মহান সংসদে পাস হয়েছে। আমার মনে হয় পুঁজিবাজারে কিছুটা স্থিতিশীলতা এসেছে। তবে একটি বিষয় সম্বন্ধে আমাকে বলতেই হবে যে, আমরা যে উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজারকে সংস্কার এবং সংহত করার চেষ্টা করেছি তা সফলতার মুখ দেখেছে। ২০০১-০২ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর পর্যন্ত গণপ্রস্তাবের মাধ্যমে (আইপিও) পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলিত টাকার পরিমাণ ছিল ৪৩০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত উত্তোলিত টাকার পরিমাণ ৪ হাজার ২৮০ কোটি টাকা। একইভাবে রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত টাকার অংক ৩০২ কোটি টাকার বিপরীতে বর্তমানে ৫ হাজার ৮০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। বস্ত্র খাতে বিশেষ করে পোশাক শিল্পে যে ব্যাপক অগ্রগতি হচ্ছে তার অন্যতম উপাদান হচ্ছে পুঁজিবাজার থেকে পুঁজি উত্তোলন। আমি বিশ্বাস করি যে, স্টক এক্সচেঞ্জের ডিমিউচুয়ালাইজেশন কার্যক্রম শুরু হলে অস্থিতিশীলতা আরো কমে আসবে। তবে মনে রাখা ভাল যে পুঁজিবাজার সারা পৃথিবীতেই ঝুঁকিপূর্ণ বাজার।

পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা

ব্যবসা পরিবেশ

১৮৮। ব্যবসা বাণিজ্যে আইনি জটিলতা দূর করতে আমরা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, আয়কর, ভ্যাট ও কাস্টমস্ আইনে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান সংযোজন এবং দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধনের কাজ করছি। বিচার ব্যবস্থাকে অটোমেশনের আওতায় আনতে সুপ্রীম কোর্টে ডাটা সেন্টার স্থাপন করেছি। আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আনতে কাস্টমস্ এর সার্বিক কর্মকান্ড অটোমেশন করছি। বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে 'প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২' প্রণয়নের কথা আপনাদের আগেই জানিয়েছি। এছাড়া আমরা

ইতঃপূর্বে প্রণীত 'অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০' এর আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

স্থায়ী বেতন ও চাকুরি কমিশন গঠন

১৮৯। ২০১০ সালে আমরা একটি বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা ২০০৯ সাল থেকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করি তখন আমরা বলেছিলাম যে, কয়েক বছর পর পর এই রকম বেতন কমিশন গঠন করার পরিবর্তে আমরা একটি স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করতে পারি, এই রকম বেতন কমিশন সবসময় বেতন-ভাতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন। তারা বেতন-ভাতা নির্ধারণে যেসব অসঙ্গতি হয় সেগুলোর সমাধানও দিতে পারেন। আগামী অর্থবছরেই আরেকটি বেতন কমিশন গঠনের সময় হয়ে যাবে। আমরা এই সুযোগে আগামী অর্থবছরে স্থায়ী বেতন-কমিশন গঠন করবো এবং তারাই ভবিষ্যতে বেতন-ভাতা নিয়ে সময়ে সময়ে সরকারকে নিয়মিতভাবে সুপারিশ প্রদান করবেন। আমরা আগামী অর্থবছরেই বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারি মালিকানায় ব্যাংকগুলোর জন্যও স্বতন্ত্র বেতন-ভাতা প্রবর্তন করছি। এরকম হয়তো আরো কিছু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বেতন-ভাতা নির্ধারণ করতে হবে। এইসব বিষয়েও এই বেতন কমিশন সুপারিশ রাখবে।

রাজস্ব খাত

১৯০। এই বিষয়ে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে আমি যে বক্তব্য কিছুক্ষণ পরেই পেশ করছি তখনই মন্তব্য করবো। এক কথায় বলতে পারি 'রাজস্ব সংস্কারের ফলে রাজস্ব বিভাগের জনবল বেড়েছে, লজিস্টিক সহায়তা যথাযথ হয়েছে, রাজস্ব আদায়ে অসাধারণ প্রবৃদ্ধি সাধিত হচ্ছে এবং রাজস্ব প্রদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে'।

সুশাসন

সংসদীয় কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

১৯১। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য প্রতিটি অধিবেশনকে অর্থবহ ও অধিকতর কার্যকর করার অভিপ্রায়ে বর্তমান নবম জাতীয় সংসদ শুরু থেকে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সংসদীয় কমিটিসমূহের ৩৮০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকের প্রায় ৩ হাজার সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি প্রথম বারের মত গণশুনানীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সরাসরি মতবিনিময় করেছে।

১৯২। আমরা জাতীয় সংসদে ডিজিটাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রশ্নক্রমের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণের ব্যবস্থা করেছি। এতে সকল মাননীয় সংসদ সদস্যই পর্যায়ক্রমে প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। সংসদীয় কার্যক্রমের তথ্য প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য জাতীয় সংসদে মিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মিডিয়া সেন্টারে কমিটির কার্যক্রমসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং করা হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কর্মসূচি প্রদর্শনের জন্য সংসদ ভবনে ৫টি ডিজিটাল ইনফরমেশন বোর্ড স্থাপন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের লক্ষ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা, আইসিটি নেটওয়ার্ক সংস্কার ও পুনঃস্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা

১৯৩। আমাদের সংসদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমরা সংসদ বর্জন করে থাকি। অবশ্যি সংসদীয় কমিটি এবং অন্যান্য কার্যক্রমে সব সংসদ সদস্যরাই অংশগ্রহণ করেন। এই বয়কট সংস্কৃতিটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। জনগণের প্রতিনিধি তাদের কথা যদি না বলেন অথবা তাদের সম্বন্ধে সংসদে যেসব কথাবার্তা হচ্ছে সেগুলো না শোনেন বা না খেয়াল করেন তাহলে ভোটারদের প্রতি অন্যায় করা হয়। বলতে গেলে যারা শুধু বেতন-ভাতা রক্ষার জন্য

সংসদ বর্জনের অপসংস্কৃতি

সংসদে মাঝে মাঝে হাজির হন তাদের সংসদ সদস্যের দায়িত্ব থেকে অবকাশ নেওয়া উচিত। যে অজুহাতে সংসদ বর্জন করা হয় সেটাও সঠিক নয়। কথা বলতে না পারলে অথবা প্রস্তাব উত্থাপন করতে না পারলে সংসদ থেকে ওয়াকআউটের সংস্কৃতি রয়েছে এবং তা অত্যন্ত ভদ্র সংস্কৃতি। আমার দু:খ যে আমি চারটি বাজেট এই মহান সংসদে পেশ করেছি এবং সবগুলো উপস্থাপনাই বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতিতেই হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, আপনি নতুন এই মহান পদে নির্বাচিত হয়েছেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করবো যে, এই সংস্কৃতির অবসানকল্পে আপনি পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আপনাকে সব সংসদ সদস্যই সহযোগিতা করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

১৯৪। নবম জাতীয় সংসদে মোট ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে নারী ৬৯ জন, যার মধ্যে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ১৯ জন ও সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত ৫০ জন। জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব সামগ্রিকভাবে দেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পীকার

১৯৫। ভূমি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা আমাদের দেশে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। সরকার গঠনের পর থেকেই আমরা ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। দেশের ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের কাজ চলছে। তাছাড়া **২০টি উপজেলায় ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র (Land Information Service Centre) স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।**

ভূমি ব্যবস্থাপনা

১৯৬। আমরা অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১২' এবং 'অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি বিধিমালা, ২০১২' প্রণয়ন করেছি। এ আইনের আওতায় দেশের ৬১টি জেলার 'ক ও খ' তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি তফসিলভুক্ত সম্পত্তির আবেদন নিষ্পত্তি করার জন্য জেলাগুলোতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন

ট্রাইব্যুনাল ও জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া জলমহাল ও বালুমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আমরা 'বালুমহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০' এবং 'বালুমহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১' প্রণয়ন করেছি।

১৯৭। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে ১ লক্ষের অধিক ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫২ হাজার ৪২৪ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকার ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ভাষানটেকে ২ হাজারের ওপর ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরও ১১ হাজারের ওপর ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলছে। আমরা এ পর্যন্ত ১৬৪টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করেছি; ৮ হাজার ২২২টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করেছি। এছাড়া ৪৩৬টি উপজেলায় প্রায় ৮ হাজার পরিবারকে সাড়ে ৬ হাজার একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছি। এ অর্থবছরে আরো ৪০টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণের মাধ্যমে ১ হাজার ৫০টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কার্যক্রমও চলছে। এ অর্থবছরেই ২১ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে আরো ৫ হাজার একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

ভূমিহীনদের পুনর্বাসন

দুর্নীতি প্রতিরোধ

মাননীয় স্পীকার

১৯৮। দুর্নীতি প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং দমনের মাধ্যমে একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দুর্নীতি দমনে আমরা কঠোর। তবে দুর্নীতি দমনের নামে কোন নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন যেন না হয় সেদিকেও আমরা সবিশেষ যত্নবান। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে আমরা 'দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১১' জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেছি। দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে তাদের চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত প্রশাসনিক, আর্থিক ও আইনি সহায়তা প্রদান করেছি। সর্বস্তরে শুদ্ধাচার ও সুনীতি বজায় রাখতে ইতোমধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। আশা করি সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো ইনশা আল্লাহ।

জনশৃংখলা

মাননীয় স্পীকার

১৯৯। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও আইন শৃঙ্খলার উন্নয়নে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আধুনিক ও শক্তিশালীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমান সরকারের মেয়াদে পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পদে প্রায় ৩৭ হাজার জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আনসার ও ভিডিপিতে ২ হাজার পদ সৃজন করা হয়েছে। আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষাসহ উৎপাদনবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করেছি। এছাড়াও ট্যুরিস্ট পুলিশ ও নৌ (মেরিন) পুলিশ বাহিনী গঠনের কার্যক্রমও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আধুনিকায়ন

২০০। অগ্নিকান্ড ও ভূমিকম্প উদ্ধার কাজে ব্যবহারের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করে ফায়ার সার্ভিসকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আমরা প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ কাজের আওতায় ১৫৬টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছি। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ হলে দেশে মোট ফায়ার স্টেশন এর সংখ্যা ৫৪৯টিতে উন্নীত হবে। কোস্টগার্ডকে শক্তিশালী করতে ২টি হারবার পেট্রোল বোট, ১০টি হাইস্পীড বোট এবং ৪টি পন্টুন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আধুনিকায়ন

তথ্য অধিকার

মাননীয় স্পীকার

২০১। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অফিসে মোট ১৩ হাজারের ওপর কর্মকর্তা নিয়োগ করেছি- যারা জনগণের যে কোন তথ্য চাহিদা পূরণে সদা প্রস্তুত। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য অধিকার সংরক্ষণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে আমরা এ পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে ১৫টি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছি। এছাড়া আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের উন্নয়নমূলক চ্যানেল প্রকল্পের আওতায় 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' এবং 'বিটিভি ন্যাশনাল স্যাটেলাইট চ্যানেল' সম্প্রচার শুরু করেছি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২টি কমিউনিটি রেডিও ও ২টি এফ, এম, রেডিও সম্প্রচারে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

সম্প্রচার মাধ্যমের উন্নয়ন

২০৩। আমরা সাংবাদিকদের কল্যাণে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। অসচ্ছল সাংবাদিকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা, ২০১২' প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় ইতোমধ্যে তাঁদের সহায়তা প্রদান শুরু হয়েছে। সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রেস ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ চলতি বছরে মোট ৭৮১টি প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করে মোট ২০ হাজার ৪৬১ জন সাংবাদিককে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন

পররাষ্ট্র নীতি

মাননীয় স্পীকার

২০৪। পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিগত ৪ বছরে আমরা অর্জন করেছি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ সমৃদ্ধ পররাষ্ট্র নীতি পুনঃস্থিত এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা ছিল আমাদের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। সফল কূটনৈতিক প্রয়াসের মাধ্যমে বিশ্বপরিমন্ডলে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে আমরা সচেষ্ট থেকেছি। আজ বাংলাদেশ একটি অগ্রসরমান, গণতান্ত্রিক, দায়িত্বশীল ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে সুপরিচিত। দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির পাশাপাশি বহুপাক্ষিক কূটনীতিতেও আমরা সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছি। আমাদের সফল কূটনৈতিক কার্যক্রমের ফলে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যেমন উজ্জ্বল হয়েছে, তেমনি দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কেও ইতিবাচক মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার

২০৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু অনুসৃত 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত পররাষ্ট্র নীতি আঞ্চলিক পর্যায়েও বাংলাদেশের জন্য সাফল্য বয়ে এনেছে। সার্ক ও বিমসটেক (BIMSTEC)-এর আওতায় সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহে বাংলাদেশ গতি সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের সফল কূটনৈতিক প্রয়াসের ফলেই ঢাকায় বিমসটেকের স্থায়ী সচিবালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং আশা করা যায় এ বছরেই সচিবালয় স্থাপনের কাজ শুরু হবে। OIC তে আমরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছি এবং সেখানে মিয়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মৌলিক অধিকার এবং সিরিয়ায় চলমান গৃহযুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট অবস্থান প্রশংসিত হয়েছে। প্রতিবেশী ভারতের সাথে সীমানা চিহ্নিতকরণ, তিন বিঘা করিডোর-এর মত একাধিক অমীমাংসিত বিষয়ে আমরা সমাধানে উপনীত হয়েছি। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্কের ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে। এসব দেশে মানবসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধি, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য স্বার্থ সংরক্ষণেও আমরা সফল হয়েছি।

আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

২০৬। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক কূটনীতির পাশাপাশি বর্তমান সরকার শুরু থেকেই অর্থনৈতিক স্বার্থ কেন্দ্রিক কূটনীতির উপর জোর দিয়েছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অভিবাসন ও কর্মসংস্থান, জ্বালানি নিরাপত্তা, জলবায়ুজনিত ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা সহস্রাব্দের লক্ষ্য অর্জনের পরবর্তী পরিধারণশীল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, বিভিন্ন বিশ্ব সংস্থার অর্থনৈতিক সুশাসন সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করে বিশ্বের নানা সমস্যা সম্বন্ধে ঐক্যমত ও কৌশল নির্ধারণে বাংলাদেশে মূল্যবান অবদান রেখে চলেছে।

অর্থনৈতিক কূটনীতি

রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা

মাননীয় স্পীকার

২০৭। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি শক্তিশালী ও আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জল ভূমিকা রাখা আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আজ দেশের বাইরেও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

রয়েছে শীর্ষস্থানে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের প্রায় ৬ হাজার ৯৮৭ জন শান্তিরক্ষী কর্মরত আছেন। গত তিন বছরে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে মোট ৫ হাজার ৩৫৪ কোটি টাকা এবং চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত ৫৬১ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে।

২০৮। সরকার গঠনের পর আমরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন এবং ইউনিট ও সদর দপ্তরের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নৌ কমান্ডো বাহিনী গঠনসহ নৌবাহিনীতে বিভিন্ন সরঞ্জাম সংযোজন করেছি। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে শক্তিশালী করা ও এর সম্প্রসারণের লক্ষ্যেও একটি নতুন বিমান ঘাঁটি স্থাপন এবং এর অপারেশনাল ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিমান ও হেলিকপ্টারসহ অত্যাধুনিক সরঞ্জাম কেনা হয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি

২০৯। আমি ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা খাতে সর্বমোট ১৪ হাজার ৫৬৫ কোটি ৫১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

নতুন ভাবনা

মাননীয় স্পীকার

২১০। এখানে আমি আমার বক্তৃতা সমাপ্ত করার আগে তিনটি বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। প্রথমটি হচ্ছে ব্যতিক্রমী জনহিতকর উদ্যোগ গ্রহণে এই সরকারের প্রচেষ্টা অন্য দুইটির একটি হচ্ছে- স্থানীয় সরকার এবং অন্যটি হচ্ছে জনপ্রশাসন সংস্কার। এই দুইটি বিষয়ই জাতির প্রগতি এবং উন্নয়নে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন।

২১১। আমাদের সরকারের প্রত্যেকটি বাজেটে আমরা নতুন কিছু উদ্যোগ নেবার চেষ্টা করেছি। ২০০৯ সালে ভিক্ষাবৃত্তি অবসানের জন্য একটি উদ্যোগ নিই। ২০১০ সালে সংস্কৃতি বিকাশ কার্যক্রমের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিই, ২০১১ সালে জাতীয় আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিই। ২০১২ সালে নারী-বান্ধব এসএমই বিনিয়োগের জন্য আবার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিই। এ রকম উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেও পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। এবার বিভিন্ন খাতে অনেকগুলো লক্ষ্য নির্দিষ্ট উদ্যোগের প্রস্তাব

বিশেষ উদ্যোগ

রেখেছি। কতিপয় এই উদ্যোগগুলোর জন্য বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে যেমন হাওর উন্নয়নের জন্য ৫০ কোটি টাকা। তবে আরো উদ্যোগের জন্য এবার বরাদ্দ রয়েছে অর্থ বিভাগের বাজেটে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এইসব উদ্যোগকে পুরোপুরি কার্যকর করা। বাস্তবায়নে অবশ্যি খাতভিত্তিক মন্ত্রণালয়কেই কাজ করতে হবে।

স্থানীয় সরকার

২১২। আমরা আমাদের জন্মলগ্নে ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সংবিধানে ৫৯ এবং ৬০ ধারায় আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করি। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ যদিও একশ' বছরের বেশি সময় থেকে বহাল আছে তাদের শাসন ও সেবা সরবরাহ ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। গত চার বছরে আমরা কয়েকটি বিষয়ে অগ্রগতি সাধন করেছিঃ

- প্রথমেই নবগঠিত মহাজোট সরকার প্রায় পৌনে চারশ' উপজেলা পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে;
- প্রায় সাড়ে ৪ হাজার ইউনিয়ন পরিষদে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়েছে;
- ২০১১-১৬ সাল মেয়াদে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি থোক বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে;
- সারাদেশে ৪ হাজার ৫০৩টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র (UISC) চালু করা হয়েছে;
- উপজেলার জন্য আইন, বিধি ও নির্দেশিকা জারি করে তাদের কাজে গতিশীলতা বাড়ানো হয়েছে;
- জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে;

- সারাদেশে জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইনে জন্মনিবন্ধন করা যায় এবং ৯৬ শতাংশ জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

২১৩। উপজেলাতে আমরা অনেকগুলো দায়িত্ব ন্যস্ত করার ব্যবস্থা নিয়েছি। বর্তমানে উপজেলা স্তরে সরকারি কর্মকাণ্ড সমন্বয়ের ব্যবস্থা বেশ এগিয়ে গেছে। জেলা পরিষদের জন্য প্রশাসক নিয়োগ করার ফলে এই স্তরে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে জনসম্পৃক্তি বেড়েছে। আমরা সবাই একমত যে, আমাদের এই বহুল জন-অধ্যুষিত দেশে ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে সেবা সরবরাহ অথবা শাসনকার্য পরিচালনা করা বেশ অদক্ষ এবং জটিল। সেজন্য আমরা সবাই চাই যে, আমাদের জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদে সরকারি দায়িত্ব আরও বিকেন্দ্রায়িত ও প্রতিসংক্রমিত হোক। সেজন্য আমাদের কয়েকটি সিদ্ধান্তের প্রয়োজনঃ

- প্রথমত, এই তিনটি স্তরে দায়িত্বের বিভাজন এবং সমন্বয় ঠিক করতে হবে;

- দ্বিতীয়ত, সরকারকে (নিয়ন্ত্রণমূলক এবং উন্নয়নমূলক) দায়িত্বের সিংহভাগকে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে ন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করতে হবে;

- তৃতীয়ত, স্থানীয় শাসনের জন্য জীবনবেগী আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় ১১ লাখ কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের সিংহভাগকে বিভিন্ন জেলা আমলাতন্ত্রে বদলী করতে হবে;

- স্থানীয় স্তরগুলোতে নিয়মিতভাবে রাজস্ব আদায়ের ও কেন্দ্রীয় রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ হস্তান্তর করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

২১৪। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে জাতীয় বিতর্কের প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবিষয়ে আমাকে এইটুকু সুযোগ দিয়েছেন যে, আমার এই ব্যক্তিগত অভিমত আমি আগামী সরকারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপন করছি। এবিষয়ে এবারের বাজেট আলোচনায় যেসব মতামত পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতে আগামী তিন মাসের মধ্যে একটি কার্যপত্র জাতীয় বিতর্কের জন্য প্রণয়ন করা যাবে।

জনপ্রশাসন

২১৫। আমাদের সরকার প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে অনেকগুলো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এবং সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ শুরু করে। প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসেবে সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন, সরকারি কর্মচারি আইন ২০১৩ প্রণয়ন, পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন, পদায়ন ও বদলী নীতিমালা প্রণয়ন, মাঠ প্রশাসনের কাঠামো সংস্কার, মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছায়ন, নতুন অডিট আইন প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম চলমান। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম (Digital File Tracking System) কাজ চলমান রয়েছে। আমাদের সরকারের বর্তমান মেয়াদে এই দেশে প্রথমবারের মত জনপ্রশাসনে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবল এবং সংশ্লিষ্ট লজিস্টিক সহায়তা পুনর্নির্ধারণ করেছি এবং বহুবছর যেসব জায়গায় শূন্যতা ছিল সেগুলো পূরণ করেছি। প্রশাসনকে গতিশীল ও যুগোপযোগী রাখতে আমরা ২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ২ লক্ষ ৫২ হাজার পদ সৃজন করেছি। গত অর্থবছরে আমরা সরকারি কর্মচারিদের অবসরের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৫৯ বছরে উন্নীত করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অবসরের বয়সসীমা ৫৯ থেকে ৬০ এ উন্নীত করেছি। ঢাকা শহরে ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল সরকারি কর্মচারিদের জন্য নির্মিত হয়েছে।

২১৬। ভবিষ্যতে আমাদের যে বিষয়ে নজর দিতে হবে সেগুলো হলোঃ

- ক্যাডার ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে;

- কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রকে সংকুচিত করে স্থানীয় সরকারের জন্য জীবনবেগী আমলাতন্ত্র নিযুক্ত করতে হবে অর্থাৎ কেন্দ্রায়িত শাসন ব্যবস্থা এবং সেবা সরবরাহকে স্থানীয় সরকারে ন্যস্ত করতে হবে;

- সংসদীয় গণতন্ত্রে আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যেভাবে ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে সে সম্বন্ধে সচেতনতা জোরদার করতে হবে;

- আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমলাতন্ত্র যেভাবে অধিকতর অবদান রাখতে পারে সেজন্য তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণকে জোরদার করতে হবে;

২১৭। এই বিষয়টিও ব্যাপক আলোচনা এবং বিতর্কের বিষয়। তাই এইটিও হবে আগামী সরকারের জন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জ। আমরা অবশ্যি আমাদের চিন্তা-ভাবনা আগামী তিন মাসের মধ্যে একটি শ্বেতপত্রে প্রকাশ করবো।

নবম অধ্যায়

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

২১৮। আমি এতক্ষণ এ মহান সংসদে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত ব্যয় সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেছি। চেষ্টা করেছি এসব ব্যয় প্রস্তাব আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি ভূমিকা রাখবে তার একটা চিত্র ফুটিয়ে তুলতে। এবার আগামী অর্থবছরের রাজস্ব আয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তাব মহান সংসদে উপস্থাপন করবো। তবে তার আগে আমাদের চার বছরের লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল ও অর্জন সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমাদের লক্ষ্য ছিল দেশে বিদ্যমান কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং কর সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটিয়ে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি। আমরা যখন ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ছিল ১০.৭৮ শতাংশ; আর কর-জিডিপি অনুপাত ছিল ৮.৯৮ শতাংশ। ২০১২ অর্থবছরে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১২.৮৪ শতাংশে; আর কর-জিডিপি অনুপাত ১০.৮০ শতাংশে। ২০১৩ অর্থবছরে রাজস্ব জিডিপি'র অনুপাত হবে ১৩.৫ শতাংশ। আমাদের সময়ে প্রথম চার বছরে রাজস্ব বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে; কর-রাজস্বের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪.৯৪ শতাংশ।

কর আহরণের মৌল নীতিমালা

২১৯। আমরা রাষ্ট্রের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মত রাজস্ব খাতের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছি। রাজস্ব খাতের সংস্কারকে সরকারের সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি কৌশলের অংশ বিবেচনা করে সুপরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। আমি প্রথমেই রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের গৃহীত মৌল নীতিগুলো তুলে ধরতে চাইঃ

- রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিপূর্বক রাজস্ব জিডিপি, কর-জিডিপির অনুপাত আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি করা;

- করনীতি, আইন, পদ্ধতির আধুনিকায়ন বা যথাযথ সংস্কার করা; এবং

- রাজস্ব বিভাগের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও সংস্কার সাধন, ডিজিটেলাইজেশনের মাধ্যমে কর ভিত্তি, কর নেটওয়ার্ক, কর পরিপালন সংস্কৃতির উন্নয়ন, করদাতার সেবার মান বৃদ্ধি করা, কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়ন ইত্যাদি।

সংস্কার কার্যক্রম

২২০। আমরা করদাতাদের দোরগোড়ায় কর সংক্রান্ত সেবা পৌঁছে দেওয়াকে আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করি। সেজন্য আমাদের নানা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। যেমন- কর প্রদানে জটিলতা হ্রাস করা; কর দফতর এবং কর আদায়কারীদের মধ্যে করদাতা-বান্ধব সংস্কৃতি প্রবর্তন এবং কর প্রদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ। এজন্য প্রয়োজন হয় রাজস্ব ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, রাজস্ব আদায়কারী কর্তৃপক্ষের সম্প্রসারণ এবং সংস্কৃতি পরিবর্তনে প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন। রাজস্ব ব্যবস্থার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আমাদের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের একটা ফিরিস্তি তুলে ধরবঃ

- আমি আমার বিবৃতির প্রারম্ভেই বলেছি যে, প্রায় ত্রিশ বছর পরে রাজস্ব বোর্ডের জনবল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (কাস্টমস্ ও ভ্যাট) পর্যায়ের সকল শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই কার্যক্রম সম্পূর্ণ হতে আরও সময়ের প্রয়োজন এবং এই উদ্যোগকে সময়ে সময়ে মূল্যায়ন করতে হবে।

- আমরা রাজস্ব বিভাগে বিশ্বসেরা অভিজ্ঞতার আলোকে সমন্বিত আধুনিকায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এর ফলে রাজস্ব আহরণের নিয়মিত তিনটি প্রধান উইং, যেমন- কাস্টমস্, মূল্য সংযোজন কর এবং আয় কর বিভাগের কাজে সমন্বয় নিশ্চিত হবে।

- ২০০৭-০৮ অর্থবছরে আমদানি পর্যায়ে সংগৃহীত রাজস্ব ছিল মোট রাজস্বের প্রায় ৪২ শতাংশ। আমাদের প্রথম বাজেটেই আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে এই খাতে রাজস্ব আয় কমে আসবে। তবে আমরা একইসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিই যে, দেশীয় শিল্পকে সহায়তা করার জন্য আমরা সম্পূরক শুল্কের সাহায্য নেব। এই দুইটি উদ্দেশ্য অনেক সময় সংঘাতময়। কিন্তু আমরা অত্যন্ত সুচারুভাবে আমাদের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়েছি যে, ২০১১-১২ অর্থবছরে আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আয়ের হিস্যা হচ্ছে রাজস্বের ৩৩ শতাংশ। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ৪ শতাংশ বেড়ে ৩৭ শতাংশে পৌছেছে।

- আগামী ৩০ জুন থেকে বাধ্যতামূলক পিএসআই প্রথা বিলুপ্ত হবে। তদস্থলে এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফট্ওয়্যার (ASYCUDA World Software) প্রযুক্তি চালু করে বিভিন্ন পণ্যের শ্রেণীবিভাজন এবং যথাযথ কর নির্ধারণ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হবে। এজন্য পণ্যের শ্রেণীবিভাজন ও মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি মাস্টার ডাটাবেইজ তৈরি করা হচ্ছে। তাছাড়া, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ সকল স্থল শুল্ক স্টেশনে এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফট্ওয়্যার চালুর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তবে পিএসআই-উত্তর সময়ে আমদানিকৃত পণ্যের হয়রানিমুক্ত শুল্ক মূল্যায়ন ও এ্যাসেসমেন্ট নিশ্চিত করা এবং শুল্কমুক্ত ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠায় পিএসআই কোম্পানিগুলোর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য আগামী জুলাই থেকে ঐচ্ছিক পিএসআই ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হচ্ছে। এজন্য কাস্টমস্ অ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর আইন ও তদাধীন বিধিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

- আমি গত বাজেট বক্তৃতায় শুল্ক প্রশাসনের পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের লক্ষ্যে এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড (ASYCUDA World Software) প্রযুক্তি চালু করার ঘোষণা দিয়েছিলাম। ইনশাআল্লাহ আগামী ১ জুলাই চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসে পাইলট ভিত্তিতে এ প্রযুক্তি চালু করা সম্ভব হবে। এর ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে অনলাইনে মেনিফেস্ট, বিল-অব-এন্ট্রি ও বিল-অব-এক্সপোর্ট দাখিল করা যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অনলাইনে রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের ইউডি ইস্যু, শুল্ক-কর প্রদান ও ডকুমেন্ট আদান-প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটি

বাস্তবায়িত হলে আগামী জুন, ২০১৪ সাল নাগাদ আমরা একটি পেপারলেস শুল্ক ব্যবস্থাপনা চালু করতে সক্ষম হব।

- এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে বন্ড ব্যবস্থাপনা অটোমেশনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউসসমূহের অনিয়ম রোধকল্পে বার্ষিক প্রাপ্যতা সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। কর অব্যাহতি সনদ (Tax Exemption Certificate)যাচাই করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ঢাকায় অবস্থিত কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট-এর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের জন্য ইস্যু করা হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা সম্বলিত পাসবই।

- আমরা কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ (The Customs Act, ১৯৬৯) এর ১৫ ধারা সংশোধন করে মেধাসত্ত্ব সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছি।

- ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন, (World Customs Organization/WCO) এর সদস্য হিসেবে আমরা ডব্লিউ সি ও এর সর্বশেষ সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করে 'বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ/বি সি টি' (Bangladesh Customs Tariff/BCT) সংশোধন করেছি। প্রণয়ন করেছি 'বাংলাদেশ কাস্টমস নীতিকৌশল, ২০১৩-১৬' (Strategic Action Plan for Bangladesh Customs, ২০১৩-১৬)। এ নীতি-কৌশলটি আগামী ৩-৪ বছরে বাস্তবায়ন করা হবে।

- কর সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আমরা 'বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি' পদ্ধতি চালু করেছি। এই ব্যবস্থাটিকে সফল করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়াও রাজস্ব বোর্ডে একটি এডিআর সেল (ADR Cell) গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি।

- রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সংস্কারের লক্ষ্যে 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' পাশ করা হয়েছে। আগামী ১ জুলাই, ২০১৫ তারিখ থেকে এ আইন পুরোপুরিভাবে কার্যকর করা হবে। পাশাপাশি এ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার আওতায় দেশব্যাপী একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কম্পিউটারাইজড কর নেট-ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে। বাংলাদেশের

রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের ক্ষেত্রে এ নতুন মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক। আইনটি পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হলে সরকারের রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে একটি আধুনিক ও আদর্শ মূসক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যা হবে একদিকে রাজস্ব-বান্ধব এবং অপরদিকে ব্যবসা-বান্ধব। মূল্য সংযোজন করের সুবিধা পেতে ব্যবসা-বাণিজ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য এবং এতে যথাযথ হিসাব রাখার ব্যবস্থা সার্বজনীনতা লাভ করবে এবং ফলে দুর্নীতিরও প্রতিরোধ হবে। এই অবস্থায় আমরা ২০১৫ সালে পৌঁছব বলে আমরা আশা করি। এই আইনটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষিতকরণের লক্ষ্যে একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা বর্তমানে রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করেছে।

- আমরা বিদ্যমান 'আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪' এর স্থলে একটি যুগোপযোগী প্রত্যক্ষ কর আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করেছি। ইতোমধ্যে প্রত্যক্ষ কর আইনের দ্বিতীয় খসড়া প্রণীত হয়েছে এবং সর্বসাধারণের মতামতের জন্য তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। কাস্টমস্ এ্যাক্টও বর্তমান আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির আলোকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

- অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের এ যুগে ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের অপব্যবহাররোধে আমরা বাংলাদেশে আয়কর আইনে ট্রান্সফার প্রাইসিং এর বিধান সংযোজন করেছি। এর ফলে বাংলাদেশের কর আইন বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে।

- আমরা কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চলে একটি ডাটা সেন্টার তৈরির কাজ শুরু করেছি। বিআরটিএ, রেজিস্ট্রেশন অফিস, রাজউক, ডেসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি এ ডাটা সেন্টারে সংরক্ষণ করা হবে। ফলে কর কর্মকর্তাগণ তাঁদের সার্কেল অফিসে বসে কেন্দ্রীয় জরিপ করদাতার নাম ও TIN নম্বর ব্যবহার করে করদাতার বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পর্যায়ে একটি আয়কর নিরীক্ষা সেল গঠন করা হয়েছে। নিরীক্ষা কাজে স্বচ্ছতা আনার জন্য রেভিনিউ রিস্ক বেইজড অডিট ম্যানুয়াল (Revenue Risk Based Audit Manual) তৈরি করার কাজ শুরু করা হয়েছে।

- ২০১৪ সালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন গ্রহণ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি অটোমেটেড ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করছি ২০১৩ সালের শেষ নাগাদ পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত আকারে এ পদ্ধতিটি চালু করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয় পত্র সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার ব্যবহার করে জুন, ২০১৩ এর মধ্যে চালু হবে অনলাইনে TIN রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা। এ পদ্ধতিতে করদাতাগণ ঘরে বসেই TIN রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন এবং আয়কর সনাক্তকরণ সনদ (TIN Certificate) গ্রহণ করতে পারবেন।

- আয়কর রিটার্ণ দাখিল পদ্ধতি সহজ ও হয়রানিমুক্ত করার লক্ষ্যে রিটার্ণ ফরম সহজ করা হয়েছে। করনেট বাড়ানোর জন্য প্রতিবছর ঢাকা, বিভাগ ও জেলা শহরে আয়কর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

- কর প্রদানকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি ও উৎসাহিত করার জন্য সর্বোচ্চ কর প্রদানকারীকে ট্যাক্স কার্ড দেয়া হচ্ছে। ব্যাংক একাউন্ট থেকে সরাসরি কর পরিশোধের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

- কর-প্রশাসন পুনর্গঠন ও সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমরা উপজেলা পর্যন্ত আয়কর আওতা বিস্তৃত করেছি। ইতোমধ্যে ৮৫টি উপজেলায় নতুন আয়কর অফিস চালু হয়েছে। এ পুনর্গঠনের ফলে উপজেলা পর্যায়ে নতুন করদাতা সনাক্ত করা যাবে এবং অধিকতর রাজস্ব আদায় সম্ভব হবে।

- অঞ্চলভিত্তিক কর-প্রশাসনিক কাঠামোকে ক্রমান্বয়ে একটি কার্যকরী (Functional) কর প্রশাসনে রূপান্তরের লক্ষ্যে ঢাকায় স্থাপিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (Large Taxpayers Unit, LTU) এর আদলে চট্টগ্রামে এলটিইউ এর কার্যক্রম শুরু করেছি। আগামী অর্থ বৎসরের মধ্যে রাজশাহী এবং খুলনা কর অঞ্চলেও Functional পদ্ধতির কার্যক্রম প্রচলন করা হবে।

- ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রামের করাদাতাদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য এলাকায় কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হবে।

- নতুন করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কর আওতা সম্প্রসারণ ও কর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। এ লক্ষ্যে দুইটি কার্যক্রম চলছে। ভুয়া টিআইএন শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া প্রায় সমাপ্তির পথে এবং আগামী বছরে এটা শেষ হবে। ইতিমধ্যে ৩০ লাখ টিআইএন নেমে প্রায় ২০ লাখে পৌছেছে। নিবিড় আয়কর জরিপ কার্যক্রম চলমান থাকবে। এই কার্যক্রমের ফলে এবছর প্রায় তিন লক্ষ নতুন করদাতা শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি। জরিপ কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি কর অঞ্চলে কর কমিশনারকে প্রধান করে জরিপ টিম গঠন করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ সালে প্রকৃত করদাতার সংখ্যা ছিল ৬.৮ লাখ; ২০১২-১৩ সালে এই সংখ্যা ১১ লাখ পেরিয়ে যাবে বলে আমরা মনে করি। কিন্তু এখনও আমি নতুন করদাতার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছি ৫০ লাখ।

ভবিষ্যত কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

২২১। যে প্রত্যয় এবং প্রতিশ্রুতি নিয়ে বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, কর্তব্যবোধ ও কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে সরকার তা বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট রয়েছে। রক্তমূল্যে অর্জিত স্বাধীন বাঙালি জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিবৃদ্ধি ও সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যুগোপযোগী ও সেবাধর্মী কর প্রশাসন নির্মাণে গৃহীত কর প্রশাসনের সম্প্রসারণ ও এর আধুনিকায়নের উদ্যোগসমূহের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

২২২। আমরা আজ বর্তমানে সীমাবদ্ধ না থেকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চাই। রাজস্ব ব্যবস্থার ভবিষ্যত দর্শনের একটি রূপরেখা রচনা করতে চাই। সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের সুফল করদাতারা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছেন। আমরা ধারাবাহিকভাবে সাফল্যের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে চাই। আমরা ভবিষ্যতে বিদ্যমান কর্পোরেট কর হারকে যুগোপযোগী এবং যৌক্তিকীকরণ করতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি যে তিনটি রাজস্ব সূত্রের বিষয়ে আমি যে প্রস্তাব পরবর্তীতে দেব

সেই পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়িত হলে সামগ্রিকভাবে কর ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গতিশীলতা সৃষ্টি হবে এবং কর রাজস্ব প্রশাসন একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে অধিকতর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

২২৩। এখন আমি আগামী বছরের প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে মহান সংসদকে অবহিত করছি।

প্রত্যক্ষ কর

আয়কর

মাননীয় স্পীকার

২২৪। প্রথমে আমি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা এবং প্রযোজ্য আয়কর হার সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। বিরাজমান মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, প্রান্তিক করদাতাদের করভার লাঘব করা ইত্যাদি বিবেচনায় ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ২ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে মহিলা করদাতা ও ৬৫ বছর ঊর্ধ্ব সিনিয়র সিটিজেনদের করমুক্ত আয় সীমা ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং প্রতিবন্ধী করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩ লক্ষ টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

আয়করের হার

সারণি-১		
ব্যক্তি শ্রেণীর সর্বনিম্ন আয়কর প্রস্তাব		
বিবরণ	**করমুক্ত আয় সীমা**	
	বিদ্যমান হার	**প্রস্তাবিত হার**
করমুক্ত আয়	২,০০,০০০/-	২,২০,০০০/-
মহিলা ও ৬৫ বছর ঊর্ধ্ব সিনিয়র সিটিজেন	২,২৫,০০০/-	২৫০,০০০/-
প্রতিবন্ধী করদাতা	২,৭৫,০০০/-	৩,০০,০০০/-

২২৫। এছাড়া, আর্থিক বৈষম্য হ্রাস করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রিক করদাতাদের ন্যূনতম আয়কর ৩ হাজার টাকা বহাল রেখে জেলা শহরভিত্তিক পৌর এলাকার করদাতাদের জন্য ন্যূনতম ২ হাজার টাকা এবং জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত অন্যান্য এলাকা বা গ্রামীণ এলাকার করদাতার ন্যূনতম আয়কর ১ হাজার টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। ন্যূনতম আয়করের এই হ্রাসকৃত হার গ্রাম অঞ্চলের করদাতাকে আয়কর প্রদানে উৎসাহিত করবে এবং কর নেট সম্প্রসারণে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সারণি-২		
ব্যক্তি শ্রেণীর করহার ও করস্তর প্রস্তাব		
বিদ্যমান মোট আয় স্তর	**প্রস্তাবিত মোট আয় স্তর**	**কর হার**
প্রথম ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়	প্রথম ২,২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়	পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়	পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়	১৫%
পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়	পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়	২০%
অবশিষ্ট মোট আয়	অবশিষ্ট মোট আয়	২৫%

সারণি-৩		
এলাকাভিত্তিক প্রদেয় ন্যূনতম কর প্রস্তাব		
করদাতার অবস্থান	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
সিটি কর্পোরেশন এলাকা	৩,০০০	৩,০০০
জেলা সদরের পৌরসভা	৩,০০০	২,০০০
উপজেলাসহ অন্যান্য এলাকা	৩,০০০	১,০০০

২২৬। এছাড়া, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কর্পোরেট করের হারে বিশেষ কোন পরিবর্তন না করে বিগত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের ন্যায় কর হার বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর ধূমপানের ক্ষতিকর দিক

বিবেচনায় পাবলিকলি ট্রেডেড ও নন-ট্রেডেড সিগারেট কোম্পানীর কর হার বৃদ্ধি এবং একই সাথে বিড়ির ব্যান্ড রোলের উপর উৎসে কর কর্তনের যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে পাবলিকলি ট্রেডেড ও নন-ট্রেডেড কোম্পানীর কর হারের পার্থক্য কমিয়ে আনারও প্রস্তাব করছি।

সারণি-৪		
কোম্পানীর আয়কর হার প্রস্তাব		
বিবরণ	**বিদ্যমান হার**	**প্রস্তাবিত হার**
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী (শর্ত সাপেক্ষে)	২৭.৫%	২৭.৫%
নন-পাবলিকলি ট্রেডেড	৩৭.৫%	৩৭.৫%
ব্যাংক, বীমা ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান	৪২.৫%	৪২.৫%
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	৩৭.৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড সিগারেট প্রস্তুতকারী	৩৫%	৪০%
নন-পাবলিকলি ট্রেডেড সিগারেট প্রস্তুতকারী	৪২.৫০%	৪৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন কোম্পানী	৩৫%	৪০%
নন-পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন কোম্পানী	৪৫%	৪৫%
লভ্যাংশ আয়	২০%	২০%

মাননীয় স্পীকার

২২৭। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নে বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিবেচনা করে সরকার সকল পর্যায়ে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে কতিপয় নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগের সীমা ১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে দেড় কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, এ সংক্রান্ত শর্ত শিথিল করে মোট আয়ের ২০% এর পরিবর্তে সর্বোচ্চ ৩০% পর্যন্ত বিনিয়োগ করার সুবিধা প্রদান এবং বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত ১০% হতে ১৫% শতাংশে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।

বিনিয়োগ প্রণোদনা

সারণি-৫		
ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াত প্রস্তাব		
বিবরণ	**বিদ্যমান**	**প্রস্তাবিত**
বিনিয়োগের সর্বোচ্চ অংক	১ কোটি টাকা	১.৫ কোটি টাকা
মোট আয়ের বিপরীতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের শতকরা হার	২০%	৩০%
প্রদেয় আয়করের উপর বিনিয়োগ রেয়াতের হার	১০%	১৫%

২২৮। পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ এর সম্প্রসারণ ও উত্তরোত্তর শক্তিশালীকরণে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতার শেয়ার লেনদেন হতে অর্জিত আয় করমুক্ত রাখার বিদ্যমান সুবিধা অব্যাহত রাখাসহ নতুন প্রণোদনা প্রদানের প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি, কোন কোম্পানীর শেয়ারের অভিহিত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম মূল্যের উপর ৩ শতাংশ আয়কর আরোপের বিদ্যমান বিধান রহিত করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে, নতুন নতুন কোম্পানী পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত হতে উৎসাহিত হবে। এছাড়া, বন্ড বিক্রিকালে মোট বিক্রয় মূল্যের উপর বিদ্যমান ০.০৫% উৎসে কর বিলোপ এবং সরকারীর পাশাপাশি বেসরকারী মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের উপর ১৫% হারে বিনিয়োগ রেয়াত প্রদান ও করমুক্ত ডিভিডেন্ড আয়ের সীমা পাঁচ হাজার টাকা হতে দশ হাজার টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। ভবিষ্যতে, ষ্টক এক্সচেঞ্জের প্রস্তাবিত demutualisation কার্যকর হলে কর অব্যাহতি প্রদানের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ প্রণোদনা

সারণি-৬		
পুঁজিবাজার সংক্রান্ত প্রস্তাব		
বিবরণ	**বিদ্যমান**	**প্রস্তাবিত**
শেয়ারের Face Value এর প্রিমিয়ামের উপর কর কর্তন	৩%	শূন্য
বন্ড বিক্রিকালে উৎসে আয়কর কর্তন	০.০৫%	শূন্য
বেসরকারী মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের উপর কর রেয়াত	শূন্য	১৫%
করমুক্ত ডিভিডেন্ড আয়ের সীমা	৫,০০০/-	১০,০০০/-

২২৯। বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে দেশে নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কর অবকাশ সুবিধার সময়সীমা জুন, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। তবে কর অবকাশ সুবিধা বছরভিত্তিক সমানুপাতিক হারে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। এতে একদিকে উদ্যোক্তারা লাভবান হবেন, অন্যদিকে সরকারের রাজস্বও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে।

কর অবকাশ, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

সারণি-৭ : প্রস্তাব		
কর অবকাশ ও কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়		
বিবরণ	**বিদ্যমান**	**প্রস্তাবিত**
১৭টি শিল্প খাতের কর অবকাশের মেয়াদ	৩০ জুন, ২০১৩	৩০ জুন, ২০১৫
১৭টি ভৌত-অবকাঠামো খাতের কর অবকাশের মেয়াদ	৩০ জুন, ২০১৩	৩০ জুন, ২০১৫
পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত আয়ের উপর ১৫% করারোপ	৩০ জুন, ২০১৩	৩০ জুন, ২০১৫
বস্ত্র উৎপাদনের সাথে জড়িত সূতা উৎপাদন, সূতা ডায়িং ইত্যাদি খাতের আয়ের উপর ১৫% করারোপ	৩০ জুন, ২০১৩	৩০ জুন, ২০১৫
হস্ত শিল্প রপ্তানীর ক্ষেত্রে ৫০% আয়কর অব্যাহতি প্রাপ্তির মেয়াদ	৩০ জুন, ২০১৩	৩০ জুন, ২০১৫
হাঁস-মুরগীর খামার (পোল্ট্রি) ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আয়কর অব্যাহতি	৩০ জুন, ২০১৩	৩০ জুন, ২০১৫
মৎস্য খামারসহ কতিপয় খাতের আয়ের উপর কর আরোপের হার	৫%	৩%
মাছ, চিংড়ি ও গবাদি পশুর pelleted feed উৎপাদন খাতের আয়ের উপর কর আরোপের হার	৩৭.৫%	৩%

মাননীয় স্পীকার

২৩০। জনবহুল এদেশে সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার নিজস্ব উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে স্থবির আবাসন খাতে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ফ্লাট/বাড়ী/জমি ক্রয়/ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান সাপেক্ষে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, রিয়েল এষ্টেট ডেভেলপারের নিকট থেকে উৎসে কর কর্তনের হারও হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

ফ্লাট/বাড়ী/জমি ক্রয়/বিনিয়োগে আয়কর

সারণি-৮ : প্রস্তাব		
বাড়ী/ফ্লাট নির্মাণ বা ক্রয়ে বিনিয়োগ		
যে এলাকায় অবস্থিত	**২০০ বর্গমিটার পর্যন্ত প্রতি বর্গ মিটারে কর হার**	**২০০ বর্গমিটারে উপরে প্রতি বর্গ মিটারে কর হার**
গুলশান, বনানী, বারিধারা, মতিঝিল, দিলকুশা	৫,০০০/-	৭,০০০/-
ধানমন্ডি, ডিওএইচএস, মহাখালী, লালমাটিয়া, উত্তরা, বসুন্ধরা, ক্যান্টনমেন্ট, কারওয়ান বাজার, বিজয়নগর, সেগুনবাগিচা, নিকুঞ্জ, চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ, খুলশি, আগ্রাবাদ ও নাছিরাবাদ	৪,০০০/-	৫,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায়	২,০০০/-	৩,০০০/-
জেলা সদরের পৌরসভা	১,০০০/-	১,৫০০/-
উপজেলাসহ অন্যান্য এলাকা	৭৫০/-	১,০০০/-
একাধিক বাড়ী/ফ্লাটের ক্ষেত্রে	অতিরিক্ত ২০%	অতিরিক্ত ২০%
প্লট/জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে		
মূল্যের উপর কর হার	১০%	
একাধিক প্লট/জমির ক্ষেত্রে প্রদেয় করের অতিরিক্ত কর	২০%	

২৩১ । চাকুরীজীবী ও স্বল্প আয়ের করদাতার সুবিধার্থে আয়কর ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। করমুক্ত বাড়ী ভাড়ার সীমা বার্ষিক সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং যাতায়াত ভাতার অব্যাহতি সীমা বার্ষিক ২৪ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩০ হাজার টাকার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, বিদ্যমান আয়কর রিটার্নের পাশাপাশি চাকুরীজীবী ও স্বল্প আয়ের ব্যবসায়ীদের জন্য ২ পৃষ্ঠার পৃথক ও সহজ আয়কর রিটার্ন ফরম প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি। একই সাথে, সামরিক-বেসামরিক এবং বেসরকারী খাতের চাকুরীজীবীদের প্রাইভেট গাড়ীর বিপরীতে বা অন্য কোন উৎস থেকে যে আয়কর প্রদান করা হয়, তা তাঁর বেতন আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়করের সাথে সমন্বয়ের প্রস্তাব করছি।

পেশাজীবিদের আয়কর ও সহজ আয়কর রির্টান

সারণি-৯ : প্রস্তাব		
চাকুরীজীবীদের আয়কর সুবিধা		
বিবরণ	**বিদ্যমান**	**প্রস্তাবিত**
আয়কর রিটার্ন ফরম	৮ পৃষ্ঠা	২ পৃষ্ঠা
অন্যান্য কর্তিত করের সাথে বেতন আয় থেকে কর কর্তনের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ব্যবস্থা	সমন্বয়যোগ্য নয়	সমন্বয়যোগ্য
চাকুরীজীবী কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের করমুক্ত বাড়ী ভাড়া ভাতা	১,৮০,০০০/-	২,৪০,০০০/-
করমুক্ত যাতায়াত ভাতা	২৪,০০০/-	৩০,০০০/-

২৩২। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির বিষয়টি বিবেচনা করে এ খাতের বহুমুখীকরণে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও আমিষ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আয়করের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রণোদনা দেয়ার প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে, পোল্ট্রি শিল্পের আয় করমুক্ত সুবিধার মেয়াদ জুন ২০১৩ থেকে ২ বছর বাড়িয়ে জুন ২০১৫ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, মৎস্য খামার, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামারসহ কৃষিভিত্তিক আয়ের উপর ৫% হারে আয়কর আরোপের পরিবর্তে ৩% হারে আয়কর আরোপের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, পাট ও বস্ত্র খাতের আয়ের উপর ১৫% আয়কর আরোপ সংক্রান্ত বিদ্যমান সুবিধার মেয়াদ আরো ২ বছর বাড়িয়ে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

ডেইরি, পোল্ট্রি ও মৎস্যশিল্পে প্রণোদনা

আমদানি শুল্ক ও কর

মাননীয় স্পীকার

২৩৩। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাব তৈরির সময় স্টেকহোল্ডারগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ সমুহ পর্যালোচনা করে বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্থানীয় শিল্পস্বার্থ, ভোক্তাস্বার্থ ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাজেট প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে, যা আজ মহান সংসদের মাধমে জাতির সামনে পেশ করছি।

২৩৪। আমদানি পর্যায়ে বর্তমানে বিদ্যমান চার স্তর বিশিষ্ট কাঠামো ঠিক রেখে বিনিয়োগ ও শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার জন্য মুলধনী যন্ত্রপাতিতে প্রযোজ্য ৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ২ শতাংশে এবং শিল্পে ব্যবহার্য মধ্যবর্তী কাঁচামালের উপর প্রযোজ্য ১২ শতাংশ শুল্ককে হ্রাস করে ১০ শতাংশে ধার্যের প্রস্তাব করছি। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রদত্ত রেগুলেটরী ডিউটি মওকুফ সুবিধা অব্যাহত রেখে কতিপয় পণ্যে নতুন করে উক্ত সুবিধা সম্প্রসারন এর প্রস্তাব করছি। সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক হার ২৫ শতাংশ বহাল রেখে দেশীয় শিল্পস্বার্থে ৫ শতাংশ রেগুলেটরী ডিউটি আগামী অর্থ বছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। এছাড়াও ১০ শতাংশ শুল্কযুক্ত পণ্যের মধ্যে যে সব পণ্য সরাসরি মধ্যবর্তী পণ্য নয়, দেশীয় শিল্পেরস্বার্থে সে ধরণের কিছু সংখ্যক পণ্যের উপর ৫ শতাংশ রেগুলেটরী ডিউটি আরোপের প্রস্তাব করছি। অধিকন্তু, সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্যসহ বিলাসজাত দ্রব্য ও দেশীয় কতিপয় শিল্প খাতের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণে বর্তমানে বিদ্যমান ৯ স্তর বিশিষ্ট সম্পুরক শুল্ক হারকে অধিকতর যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেটে আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য সম্পুরক শুল্ক বিষয়ক সকল প্রস্তাব **পরিশিষ্টে (সারণি ১২-১৯)** উপস্থাপন করা আছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আমি এখন মহান সংসদের সামনে উল্লেখ করছিঃ

আমদানি শুল্ক ও সম্পুরক শুল্ক কাঠামো সুষমকরণ

২৩৫। অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্য পণ্য যেমন, চাল, ডাল, গম, পেঁয়াজ ও কৃষি উপকরণ যেমন, সার, কীটনাশক, বীজ এবং জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, শিল্পে ব্যবহার্য প্রাথমিক কাঁচামাল যেমন, তুলা ইত্যাদিতে বিদ্যমান শুল্ক মওকুফ সুবিধা এবং ভোজ্য তেলে বর্তমানে প্রযোজ্য বিশেষ রেয়াতি সুবিধা আগামী অর্থ বছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের শুল্ক

২৩৬। বর্তমান সরকার কৃষি ও শিল্পের টেকসই উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই এ দু'টি খাতে ইতোপুর্বে প্রদত্ত সুবিধাদি সংহত করে অধিকতর সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(ক) কৃষি ও খাদ্য শিল্পখাত

(১) অনেক কৃষি ও খাদ্য শিল্পজাত পণ্যে সম্পুরক শুল্কসহ যথাযথ শুল্ক প্রতিরক্ষণ সুবিধা বিদ্যমান থাকলেও সাধারণ কৃষকের কষ্টে উৎপাদিত গোল আলুজাত পটেটো চিপস্ (Potato chips) এর উপর সম্পুরক শুল্ক না থাকায় সম্ভাবনাময় এ খাতটি অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। তাই পটেটো চিপস-এর আমদানিতে অনুরুপ অন্যান্য পণ্যের ন্যায় ৬০ শতাংশ সম্পুরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি;

পটেটো চিপস-এ সম্পুরক শুল্ক

(২) জ্বালানী কাঠ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস এবং সোলার হোম সিস্টেমের মতো বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের প্রসারের লক্ষ্যে কতিপয় নির্দিষ্ট কাঁচামালের উপর প্রযোজ্য ১২ ও ২৫ শতাংশ শুল্ক যথাক্রমে ৫ ও ১০ শতাংশে হ্রাসের প্রস্তাব করছি;

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এর উপকরণের শুল্ক অব্যাহতি

(৩) দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য জনপুষ্টির প্রধান উপাদান। সরকারের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতায় ও ছোট-বড় উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় দেশজ দুগ্ধ শিল্পখাতের ক্রমাগত বিকাশ হচ্ছে। তবে চাহিদার তুলনায় দেশজ উৎপাদন এখনো আশানুরুপ নয়। এ প্রেক্ষিতে আমদানি ও দেশজ উৎপাদনের মধ্যে সমন্বয় এবং দেশজ দুগ্ধ উৎপাদনকে অধিকতর উৎসাহিত করার প্রয়োজনে খুচরা প্যাক ও বাল্কে আমদানিকৃত গুড়ো দুধের শুল্কহার সঙ্গতিপুর্ণ করা প্রয়োজন। এ জন্য ভ্যাট নিবন্ধিত ও করযোগ্য পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমান আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ অব্যাহত রেখে বাণিজ্যিকভাবে বাল্কে আমদানীয় গুড়ো দুধের উপর আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি। একই বিবেচনায় দেশীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের স্বার্থে Milk Tanker এর আমদানিতে প্রযোজ্য ৫ শতাংশ শুল্ক ও ১৫ শতাংশ মূসকসহ মোট করভার ৩১.০৭ শতাংশ হতে হ্রাস করে মূলধনী যন্ত্রপাতির ন্যায় শুধুমাত্র ২ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করছি।

দুগ্ধ শিল্প

(৪) দেশে গবাদি পশু ও পোল্ট্রি খাতের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। জনপুষ্টি সরবরাহ ও আত্মকর্ম-সংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ খাতের ব্যবহার্য ফিড (Feed), ঔষধ ও যন্ত্রপাতিতে ইতোপুর্বে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা বেশ কিছু পণ্যে বিশেষতঃ কৃত্রিম প্রজণনে ব্যবহার্য উপকরণে সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হলো।

গবাদি পশু

(খ) শিল্পখাত

২৩৭। আমাদের সরকার শিল্পখাতের নিবিড়, গুণগত ও অধিকতর মুল্য সংযোজক এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানমুখী কর্মকান্ড বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। তাই শিল্পখাত থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমুহ পর্যালোচনা করে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ প্রস্তাব মহান সংসদের নজরে আনা যৌক্তিক মনে করছি।

(১) কাগজ শিল্প ও প্রিণ্ট মিডিয়া

- কাগজের কাঁচামাল পাল্পের উপর কোন আমদানি শুল্ক নেই। তবে পাল্প তৈরীর কাঁচামাল বাঁশের উপর বর্তমানে ১২ শতাংশ শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। শুল্কহারের আলোচ্য অসঙ্গতি দুর করে এ পণ্যটির আমদানি শুল্ক সম্পুর্ণ প্রত্যাহারপুর্বক দেশীয় পাল্প উৎপাদনকারী ও কাগজ শিল্পকে উৎসাহিত করার প্রস্তাব করছি; এবং

- দেশে বর্তমানে ৬৭টি কাগজ উৎপাদনকারী শিল্প রয়েছে। নিউজপ্রিন্টের চাহিদা বছরে ১.২ লক্ষ মেট্রিক টন। এর বিপরীতে ৬৭টি কাগজ উৎপাদনকারী কারখানার সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৩ লক্ষ মেট্রিক টন। সংবাদপত্র শিল্প বছরে প্রায় ০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন নিউজপ্রিন্ট বিদেশ থেকে রেয়াতি সুবিধায় সরাসরি আমদানি করে থাকে। নিউজপ্রিন্টের বাণিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্কসহ মোট করভার ৬১.০৯ শতাংশ। অপরদিকে, সংবাদপত্র শিল্প রেয়াতি হারে মাত্র ৩ শতাংশ আমদানি শুল্কসহ মোট ২৩.৪৫ শতাংশ শুল্ক-করাদি পরিশোধ করে থাকে। আমদানির ক্ষেত্রে আলোচ্য অংসগতির কারণে দেশীয় কাগজ

কাগজশিল্প

শিল্প আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। এমতাবস্থায়, দেশীয় কাগজ শিল্পের স্বার্থে সংবাদপত্র ও প্রকাশনা শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজপ্রিন্টের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা প্রত্যাহরের সুপারিশ করছি।

(২) **টেক্সটাইল শিল্প খাত**

- Artifical Filament Tow হতে স্যুয়েটার তৈরীর প্রধান কাঁচামাল এক্রেলিক সুতা তৈরী হয়ে থাকে। পণ্যটির উপর বর্তমানে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। এক্রেলিক সুতার তৈরী স্যুয়েটারসহ অন্যান্য পণ্যের চাহিদা দেশের ভিতরে ও বাহিরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে শুধুমাত্র টেক্সটাইল মিলস কর্তৃক Artifical Filament Tow আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৫ শতাংশ শুল্ক সম্পুর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি; এবং

টেক্সটাইলস

- বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফে বিভিন্ন উপকরণের তৈরী ওভেন ফেব্রিক্স এর আমদানিতে বর্তমানে ৪৫ শতাংশ সম্পুরক শুল্কসহ মোট করভার ১৩১.৩৩ শতাংশ প্রযোজ্য। ফেব্রিক্স এর উপর এরুপ উচ্চ হারে শুল্ক কর থাকায় অভ্যন্তরীণ বাজারে যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পণ্যটির তেমন বাণিজ্যিক আমদানি নেই। অভিযোগ আছে যে, শুল্কবন্ডের মাধ্যমে শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানিকৃত কাপড় অবৈধভাবে বাজারে চলে যাচ্ছে। তাই বন্ডের লিকেজ বন্ধ করে ফেব্রিকের বাণিজ্যিক আমদানি উৎসাহিত করার জন্য এর উপর বিদ্যমান সম্পুরক শুল্ক ৪৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ২০ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

(৩) সিরামিক ও গ্লাস শিল্প

- বাংলাদেশ গ্লাস উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পুর্ণ। বর্তমানে দেশীয় কারখানায় উন্নতমানের ফ্লোট গ্লাসও তৈরী হচ্ছে, যা দেশের চাহিদা পুরণ করে বর্তমানে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। এ খাতটিকে আরো কিছুটা সহায়তার লক্ষ্যে ফ্লোট গ্লাসের উপর বিদ্যমান সম্পুরক শুল্ক ৩০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৪৫ শতাংশে এবং এ শিল্পের উপকরণ কোবাল্ট অক্সাইড এর আমদানি শুল্ক ১২ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৫ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি; এবং

সিরামিক ও গ্লাস

- Flint, grinding pebbles-সহ silex, lining, abrasive, polishing disc সিরামিক শিল্পের যন্ত্রাংশের পর্যায়ভুক্ত। বর্তমানে ভ্যাট রেজিষ্টার্ড সিরামিক শিল্প কর্তৃক উক্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ও ৫ শতাংশ রেগুলেটরী ডিউটিসহ অন্যান্য শুল্ক-কর বিদ্যমান রয়েছে। সিরামিক শিল্পের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আলোচ্য যন্ত্রাংশের উপর আরোপণীয় আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশে ধার্য এবং ৫ শতাংশ রেগুলেটরী ডিউটি আরোপ করার প্রস্তাব করছি। এতে এগুলোর করভার কিছুটা হ্রাস পাবে।

(৪) আয়রণ, ষ্টীল ও ইঞ্জিনিয়ারিং খাত

- আমদানিকৃত বিলেট এর উপর বর্তমানে টনপ্রতি ২,৫০০ টাকা specific duty বিদ্যমান। গত কয়েক বছরে এ উপ-খাতে দেশে প্রায় ১৮-২০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য বিনিয়োগ হয়েছে। এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিলেট উৎপাদন পুরোদমে শুরু হওয়ার পর তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে বর্তমানে কার্যকর Specific duty এর পরিবর্তে যৌক্তিক হারে মুল্যভিত্তিক আমদানি শুল্ক এবং ১৫ শতাংশ মুসক আরোপ করার প্রস্তাব করছি। উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় উৎপাদকগণ যাতে আমদানিকৃত বিলেট এর সাথে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হয়, সে বিবেচনায় বিলেট আমদানিতে বিদ্যমান টনপ্রতি specific duty ২,৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,৫০০ টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি;

বিলেট ও এলয় স্টীল

- ব্যাপক সম্ভাবনাময় মোল্ড শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল এ্যালয়স্টীল এর উপর বর্তমানে ১২ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, মোল্ডের উপর শুধুমাত্র ৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক রয়েছে। কাঁচামাল ও তৈরী পণ্যের শুল্কহারের আলোচ্য অসংগতির কারণে দেশে মোল্ড উৎপাদন শিল্পের আশানুরুপ বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। তাই শুধুমাত্র VAT registered মোল্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এলয় স্টীল আমদানির ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ শুল্ক সম্পুর্ণ মওকুফ করার প্রস্তাব করছি;

- কোল্ড রোল্ড কয়েল (সিআর কয়েল) দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। এর উপর বর্তমানে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং ৫ শতাংশ রেগুলেটরী ডিউটিসহ অন্যান্য শুল্ক-করাদি প্রযোজ্য আছে। পণ্যটি Pre-fabricated building শিল্পের কাঁচামাল হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে Pre-febricated building এর আমদানিতে বর্তমানে মাত্র ১২ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য আছে। কাঁচামাল ও তৈরী পণ্যের এ বৈষম্য দুরীকরণের জন্য সিআর কয়েলের কতিপয় এইচ.এস.কোডের ক্ষেত্রে আরোপিত ৫ শতাংশ রেগুলেটরী ডিউটি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি;

- ৫,০০০ লিটারের কম ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সকল প্রকার গ্যাস সিলিন্ডারের আমদানি পর্যায়ে বর্তমানে শুধুমাত্র ৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান, অথচ দেশে বর্তমানে সিলিন্ডার তৈরি হচ্ছে। দেশীয় শিল্পের স্বার্থে ৫,০০০ লিটারের কম ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এলপিজি সিলিন্ডারের উপর ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি; এবং

LPG সিলিন্ডার
জেনারেটর পার্টস

- জেনারেটরের খুচরা যন্ত্রাংশ মুলধনী যন্ত্রপাতি বিষয়ক রেয়াতি প্রজ্ঞাপনের আওতায় ৩ শতাংশ শুল্কে আমদানিযোগ্য হলেও পৃথক চালানে বাণিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে এ রেয়াতি সুবিধা প্রযোজ্য নয়। জেনারেটরের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ সহনীয় রাখার জন্য এর খুচরা যন্ত্রাংশকে বাণিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রেও মুলধনী যন্ত্রপাতির সুবিধা দিয়ে প্রজ্ঞাপনটি সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

(৫) কম্পিউটার ও পর্যটন খাত

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে এ সরকারের মেয়াদে বিগত বছরে অনেক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আগামী বছরেও এ লক্ষ্যে নিম্নরুপ পদক্ষেপ নেয়া যায়ঃ

- ওয়েব ক্যাম ও ডিজিটাল ক্যামেরার উপর বর্তমানে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। তা কমিয়ে ১০ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি;

- Server Rack পণ্যটি Server জাতীয় পণ্যের সংরক্ষণের জন্য কম্পিউটার ফার্ণিচার হিসাবে আমদানি হয়ে থাকে। অথচ এর উপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্কসহ মোট ৬১.০৯ শতাংশ করভার রয়েছে, যা তথ্য প্রযুক্তির প্রসারে সরকারের অনুসৃত নীতির পরিপন্থী। তাই পণ্যটির উপর প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১০ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি; এবং

ICT খাত

- দেশীয় সীম কার্ড (Sim Cards) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে আমদানি পর্যায়ে ৩০ শতাংশ সম্পুরক শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল। এটি বেশ ক'বছর ধরে বলবৎ রয়েছে। বর্তমানে টেলিফোন শিল্পখাতের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে আলোচ্য সম্পুরক শুল্ক ৩০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে হ্রাসের প্রস্তাব করা হলো।

- পর্যটন শিল্পের বিকাশে পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পর্যটন সংশ্লিষ্ট কতিপয় যন্ত্রপাতি বিশেষ রেয়াতি সুবিধায় আমদানির সুযোগ প্রদান করে এই শিল্পের বিকাশে সরকার পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এ লক্ষ্যে পর্যটন সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু পণ্যের উপর ৫ শতাংশের অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক-কর সম্পুর্ণ অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি। এতে করে সম্ভাবনাময় পর্যটন খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ হবে বলে আশা করা যায়।

পর্যটন শিল্প

- কম্পিউটারায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। বর্তমানে পণ্যটি আমদানি ও স্থানীয় উৎপাদন- এ দুই উৎস হতে পাওয়া যায়। ব্যবহারকারীদের নিকট সুলভ মুল্যে গুনগত মানের অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সরবরাহের লক্ষ্যে এর আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্কহার ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশে এবং এর উৎপাদনে ব্যবহার্য কতিপয় উপকরণের উপর প্রযোজ্য ২৫ ও ১২ শতাংশ শুল্কহার হ্রাস করে ০ (শূন্য) শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল

(৬) জনস্বাস্থ্য খাত

মেডিকেল যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল FEP/Teflon Tube এর উপর বর্তমানে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। দেশীয় শিল্পের স্বার্থে এবং আমদানি ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের শুল্ক-করাদির অসামঞ্জস্যতা দুরীকরণের লক্ষ্যে পণ্যটির আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১০ শতাংশে নির্ধারণ এবং রেগুলেটরি ডিউটি ৫ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

(৭) বিদ্যুৎ খাত

সোলার ল্যানটার্ণ এবং LED ল্যাম্প এর আমদানি শুল্ক ১২ শতাংশ। স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে সাশ্রয়ী মুল্যে বিদ্যুতের আলো পৌছে দেয়ার জন্য সরকার সৌরশক্তি চালিত হারিকেন বা সোলার ল্যানটার্ণ বিতরণ কর্মসুচী গ্রহণ করেছে। এতে কেরোসিন ব্যবহার হ্রাসের ফলে এখাতে সরকারের ভর্তুকি কমে আসবে ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের কর্মঘন্টা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া LED ল্যাম্প পরিবেশ বান্ধব। এসব বিবেচনায় সোলার ল্যানটার্ণ ও LED ল্যাম্প এর আমদানি শুল্ক ১২ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। অন্যান্য শুল্ক-কর অপরিবর্তিত থাকবে।

(৮) পরিবহন খাত

- বর্তমানে তৈরী মিনিবাস আমদানির উপর ১২ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য। অন্যদিকে এসব মিনিবাসের চেসিস-এর উপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রদেয়। এতে দেশীয় বাস সংযোজন শিল্প বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তাই মিনিবাস চেসিসের শুল্ক হার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

- উইন্ডশীল্ড গ্লাস গাড়ীর একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অসংখ্য গাড়ীর উইন্ডশীল্ড গ্লাস নষ্ট হয়েছে। এ পণ্যে বর্তমানে ১২ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান, যদিও তা দেশে তৈরী হয়না। এ বিবেচনায় উইন্ডশীল্ড গ্লাসের শুল্কহার ৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

- ব্যক্তিগত গাড়ীর ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোটর গাড়ীর শুল্ক-কর বিগত ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে পুনর্বিন্যাস করা হয়। ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। আগামী অর্থ বছরেও বর্তমান শুল্ক কর কাঠামো অব্যাহত রাখা যায়।

রিকন্ডিশন্ড গাড়ি

- বর্তমানে ৫ বছর পর্যন্ত পুরনো গাড়ি আমদানি করা যায়। তবে ১ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত পুরনো গাড়ির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ অবচয় সুবিধা দেয়া আছে। ১০ শতাংশ ডিলারস কমিশনসহ এক্ষেত্রে সর্বসাকুল্যে ৩৫ শতাংশ অবচয় সুবিধা দেয়া হয়। Consolidated অবচয় সুবিধা ন্যায়ভিত্তিক নয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে একটি পুরাতন গাড়ীর করভার একটি নতুন গাড়ী অপেক্ষা বেশি পড়ে। এমতাবস্থায়, consolidated অবচয় সুবিধার পরিবর্তে বছরভিত্তিক অবচয় সুবিধা প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করছিঃ

  (১) ১ (এক) বছরের কম পুরাতন ০ (শুন্য) শতাংশ

  (২) ১ (এক) বছরের উর্দ্ধে কিন্তু ২ (দুই) বছরের কম পুরাতন ৩০ শতাংশ

  (৩) ২ (দুই) বছরের উর্দ্ধে কিন্তু ৩ (তিন) বছরের কম পুরাতন ৩৫ শতাংশ

  (৪) ৩ (তিন) বছরের উর্দ্ধে কিন্তু ৪ (চার) বছরের কম পুরাতন ৪০ শতাংশ

  (৫) ৪ (চার) বছরের উর্দ্ধে কিন্তু ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত পুরাতন ৪৫ শতাংশ

উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে আমদানিকারকগণ পৃথকভাবে কোন ডিলার্স কমিশন পাবেন না। পুরনো গাড়ীর যে ভিত্তি মুল্যের উপর অবচয় দেয়া হবে তা কোন মতে সমমানের নতুন গাড়ীর মূল্যের চেয়ে অধিক হবে না।

(৯) অন্যান্য শিল্প খাতঃ

- অগ্নিনির্বাপণ কাজে ব্যবহৃত Fire Extinguishers সব ধরনের ভবনের নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য হলেও পণ্যটি আমদানির ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ আমদানি শুল্কসহ মোট ৩৯.৪৭ শতাংশ শুল্ক-কর প্রযোজ্য। ব্যবহারকারীদের নিকট সহজলভ্য করতে বিদ্যমান ১২ শতাংশ আমদানি শুল্ক কমিয়ে ৫ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

অগ্নি নির্বাপণ

- দেশে সুপারশপের (supershops) প্রসারের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পঁচনশীল পণ্য সংরক্ষণ জরুরী। এজন্য এদের বিভিন্ন ধরণের chests, cabinet, showcase, display counter ইত্যাদি জাতীয় রেফ্রিজারেটরের প্রয়োজন হয়। এ জাতীয় পণ্যের উপর বর্তমানে ৩০ শতাংশ সম্পুরক শুল্কসহ মোট ১০৭.৯০ শতাংশ করভার রয়েছে। দেশে সুপারশপের প্রসারকে উৎসাহিত করতে VAT Registered Supershop কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে আলোচ্য পণ্যের উপর থেকে ৩০ শতাংশ সম্পুরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

সুপারশপ

- চামড়া শিল্পের উপকরণ যেমন, preparations for treatment of leather, sulphates of chromium, casein, other caisen and prepared binders for foundry moulds এর উপর বর্তমানে ১২ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য আছে। আমি এই শুল্কহার কমিয়ে ৫ শতাংশতে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

চামড়াশিল্পের রসদ

(১০) অবকাঠামো ও জাহাজ শিল্প খাতঃ

- দেশে জাহাজ শিল্প খাতের প্রসার হচ্ছে। এ শিল্প বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাহাজ রপ্তানি করছে। এর ব্যবহার্য বিভিন্ন উপকরণ আমদানিতে বর্তমান সরকারও ৫ শতাংশের অতিরিক্ত আমদানি শুল্কসহ সমুদয় মূসক ও সম্পুরক শুল্ক মওকুফ করেছে। এ শিল্প খাতের জন্য প্রয়োজনীয় আরো কতিপয় পণ্য যেমন, Anchor chain

with standard accessories, Life boat, Rafts ও Navigation light কে সংশ্লিষ্ট রেয়াতি প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করে অনুরুপ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হলো।

- দেশে বর্তমানে ৫০০০ DWT পর্যন্ত ক্ষমতার জাহাজ তৈরী হয়, অথচ ৩,০০০ DWT এর অধিক ক্ষমতার জাহাজ আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক, সম্পুরক শুল্ক ও মুসক প্রযোজ্য নয়। এতে বিকাশমান স্থানীয় জাহাজ শিল্প অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই ৩,০০০ DWT এর পরিবর্তে ৫,০০০ DWT এর অধিক ক্ষমতার জাহাজ আমদানির ক্ষেত্রে বর্ণিত শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

জাহাজ শিল্প

- বর্তমানে ডাম্প ট্রাক (Dump Truck) আমদানির উপর অন্যান্য শুল্ক-করাদি ছাড়াও ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য। নির্মাণ শিল্পের প্রসারের জন্য এর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১০ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

২৩৮। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বর্তমান বিধানকে আরো স্বচ্ছ ও প্রয়োগযোগ্য করার উদ্দেশ্যে The Customs Act, ১৯৬৯ এর section ১৯২C তে প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব করা হলো। অধিকন্তু, বিভিন্ন ব্যাগেজ রুলের আওতায় প্রাপ্যতা বৃদ্ধিরও কতিপয় প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৩৯। The Customs Act, ১৯৬৯ এর section ২৫B-তে প্রস্তাবিত বিধান ব্যতিরেকে উপরোল্লিখিত অন্যান্য সকল প্রস্তাব বাজেট ঘোষণার তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

পরোক্ষ কর

মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

মাননীয় স্পীকার

২৪০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্বের মধ্যে এককভাবে সবচেয়ে বেশী রাজস্ব আসে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর খাত হতে। বিগত প্রায় সাড়ে চার বছরে বর্তমান মহাজোট সরকারের গৃহীত নানামুখী সংস্কার, সম্মানিত করদাতা ও ভোক্তাদের কর প্রদানে ইতিবাচক মনোভাব এবং রাজস্ব বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আন্তরিকতার ফলশ্রুতিতে এ খাতে রাজস্ব আদায়ে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির নিরিখে মূল্য সংযোজন কর রাজস্ব আরো বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। রাজস্বের আলোচ্য সম্ভাবনা ও জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, চাহিদা, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাস্বার্থ ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে আমি এখন মূল্য সংযোজন কর খাতে নিম্নরূপ প্রস্তাবাবলী মহান সংসদের সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছিঃ

২৪১। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে SME খাতের ব্যাপক অবদান রয়েছে। যথাযথ নীতি সহায়তা এবং সমর্থন পেলে এ খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ বিবেচনায় এ খাতের ক্ষুদ্র উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের যথাযথ স্বার্থ সংরক্ষণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার গত বাজেটে এ খাতের নির্ধারিত বার্ষিক টার্নওভার ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকায় উন্নীত করেছিল। এ খাতকে আরো বেশী করে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে পরবর্তী অর্থ বছরে এ টার্নওভার বার্ষিক ৮০ (আশি) লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

টার্নওভার কর সুবিধার প্রসার

২৪২। (ক) অনেক দেশীয় উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে। এ কারণে বহু প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে আমদানি পণ্যকে হটিয়ে আমদানি বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ জাতীয় দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক দরপত্রে প্রতিযোগী করতে এবং আমদানি বিকল্প পণ্য প্রস্তুতে সহায়তা করার লক্ষ্যে

আইন ও বিধিগত সংস্কার

আন্তর্জাতিক টেন্ডারের অধীন প্রদত্ত সরবরাহকে রপ্তানি হিসাবে গণ্য করে শূন্য হারে কর আরোপের বিধান প্রণয়নের প্রস্তাব করছি।

(খ) বিদ্যমান মূসক আইনে দাবীকৃত রাজস্বের বিষয়ে করদাতার আপত্তি থাকলে দাবীকৃত রাজস্ব বা জরিমানার ১০ শতাংশ অর্থ জমা দিয়ে তিনি কমিশনার (আপীল) বরাবরে আপীল দায়ের করতে পারেন। কমিশনার (আপীল) এর রায়ে করদাতা হেরে গেলে আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে পুনরায় তাকে ১০ শতাংশ অর্থ জমা দিতে হয়। একই মামলায় আপীলের ক্ষেত্রে দুইবার অর্থ জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতার বিধান বিলোপ করে আপীল চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি পর্যন্ত একবার অর্থ জমা দেয়ার বিধান প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি। এ ব্যবস্থায় করদাতাগণ দ্রুত আপীল নিষ্পত্তিতে উৎসাহী হবেন এবং অনিষ্পন্ন মামলা নিষ্পন্ন হলে আটকে পড়া রাজস্ব দ্রুত আহরণ করা সম্ভব হবে।

(গ) বর্তমানে কতিপয় সেবার ক্ষেত্রে উৎপাদকগণ ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ রেয়াত গ্রহণ করতে পারেন। এ সুবিধা সকল ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তব করছি। এ ব্যবস্থার ফলে ব্যবসায়ের ব্যয় ও পণ্য মূল্য হ্রাস পাবে মর্মে আশা করা যায়।

মাননীয় স্পীকার

২৪৩। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রপ্তানি খাতের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কতিপয় পণ্য ও সেবার বিভিন্ন স্তরে মূল্য সংযোজন কর মওকুফ বা হ্রাসের প্রস্তাব করছিঃ

(ক) অপরিশোধিত ও পরিশোধিত সয়াবিন, অপরিশোধিত পাম তেল ও পরিশোধিত সূর্যমুখী তেল এর ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ এর পরিবর্তে বিদ্যমান ১০ শতাংশ রেয়াতি হার ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বহাল আছে। ভোজ্য তেলের মূল্য স্থিতিশীল ও জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার স্বার্থে রেয়াতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

(খ) বর্তমানে ৩০০০ DWT ধারণ ক্ষমতার উর্ধ্বের সমুদ্রগামী জাহাজের আমদানি স্তরে মূসক অব্যাহতি বলবৎ আছে। দেশীয় জাহাজ শিল্পের বিকাশের স্বার্থে ধারণক্ষমতা ৫০০০ DWT এর উর্ধ্বের সমুদ্রগামী

জাহাজের আমদানি ও স্থানীয় উৎপাদন উভয় পর্যায়ে প্রযোজ্য মূসক সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতির প্রস্তাব করছি।

(গ) দেশে উৎপাদিত হয়, কিন্তু আমদানি স্তরে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এরূপ কতিপয় পণ্য যথা:

(অ) পোল্ট্রি/ডেয়ারী/ফিশ ফিড, সকল প্রকার সার, ইনসুলিন, ইনসুলিন পেন, ষ্ট্রেপটোকাইনেজ ইনজেকশন, পঙ্গু ও প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার্য হুইল চেয়ার, অন্ধদের জন্য তৈরীকৃত ঘড়ি, হাসপাতাল শয্যা প্রভৃতি পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতির প্রস্তাব করছি।

(আ) গৃহস্থালী কাজে এলপি গ্যাস সরবরাহ, কর্মসংস্থান, দেশীয় শিল্পের বিকাশ, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের জন্য খালি এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের দেশীয় উৎপাদন স্তরে অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বহাল ছিল। একই কারণে এ সুবিধা ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

(ঘ) বিপুল সংখ্যক দরিদ্র জনগণ ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা ও প্লাস্টিকের বর্জ্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কাঁচ উৎপাদক ও প্লাস্টিক শিল্পের কাঁচামালের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ী এ সকল বর্জ্য পণ্য রিসাইক্লিং করা হয়। এ বিবেচনায় আলোচ্য ২টি পণ্যের সরবরাহ পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছি।

২৪৪। দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ ও বিকাশে সরকারের নীতি সহায়তা অব্যাহত রাখার কৌশল পরবর্তী অর্থ বছরের জন্যও চলমান রাখা হচ্ছে। দেশে উৎপাদিত সৌন্দর্য ও প্রসাধন সামগ্রী, ত্বক ও কেশ পরিচর্যার সামগ্রী, শেভিং ও টয়লেট্রিজ সামগ্রীর উপর আমদানি পণ্যের সমান সম্পূরক শুল্ক বহাল ছিল। দেশের বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনগণ দেশে উৎপাদিত প্রসাধন ও টয়লেট্রিজ সামগ্রীর ভোক্তা। এ সকল বিবেচনায় দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ ও আমদানি পণ্যের সাথে মূল্য প্রতিযোগী করতে দেশীয় উৎপাদিত কতিপয় প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ সামগ্রীর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ২০% থেকে হ্রাস করে ১০% ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

২৪৫। (ক) তামাকজাত পণ্যের স্বাস্থ্যঝুঁকিহেতু এর ব্যবহার কমিয়ে আনার ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রয়াসে সিগারেটের বিদ্যমান মূল্য স্ল্যাব প্রিমিয়াম থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত যথাক্রমে ২১.২১%, ১৯.৩২%, ১৩.১৩% ও ১৫.৭০% ভিত্তিমূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি ও হ্রাস

(খ) দেশীয় শিল্পের শ্রমিক স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে বিড়ি খাতের ট্যারিফ মূল্য এবং শুল্ক হারে বিগত ৪ অর্থবছরে কোন সংস্কার বা পরিবর্তন আনয়ন করা হয়নি। বর্তমান শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকার করসহ মূল্য ৪.৩৬ টাকা এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকার প্রতি প্যাকেট বিড়ির করসহ মোট মূল্য দাড়ায় ৪.৯৩ টাকা। সহজলভ্যতার কারণে ব্যাপক সংখ্যক ভোক্তা এর ব্যবহারের সুযোগ নেয় এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ে। সকল দিক বিবেচনায় নিয়ে বিড়ির বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য এবং শুল্ক হার কিছুটা যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে করসহ ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকার প্যাকেটের মূল্য ৫.৮০ টাকা এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকার প্রতি প্যাকেট বিড়ির মূল্য ৬.৩০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

২৪৬। আমদানি, উৎপাদন, সেবা প্রদান বা পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার সকল পর্যায় বা স্তরে একই নিয়ম ও হারে কর প্রবর্তন করা হলে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় সুফল বেশী পাওয়া যায়। এই তথ্য জানা সত্ত্বেও বিগত সময়ে বিভিন্ন কারণে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার ক্ষেত্রে এর সহজাত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কর আরোপ ও আদায় করা যায়নি। যে সকল ক্ষুদ্র ও খুচরা ব্যবসায়ী ও দোকানদার তাদের জন্য বিক্রির ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদানে আগ্রহী নয়, তাদের জন্য এলাকাভিত্তিক বার্ষিক ২,৭০০ টাকা, ৫,৪০০ টাকা, ৭,২০০ টাকা ও ৯,০০০ টাকা হারে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা আছে। করের এই পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি করে এলাকাভিত্তিক ৩,০০০ টাকা, ৬,০০০ টাকা, ৯,০০০ টাকা ও ১২,০০০ টাকা ধার্য করার প্রস্তাব করছি। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার অন্যান্য সকল পর্যায়ে নীট ৪ (চার) শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর আদায়ের বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল থাকবে। তবে, যে সব ব্যবসায়ী প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর দিতে আগ্রহী হবেন- তাদের জন্য উপকরণ কর রেয়াত/সমন্বয়ের সুযোগসহ প্রমিত হারে ১৫ শতাংশ মূসক প্রযোজ্য হবে।

ব্যবসায়ী পর্যায়ে

২৪৭। বর্তমানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের সহায়তার লক্ষ্যে কুটির শিল্পের আওতায় কর অব্যাহতির সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। কুটির শিল্পের সুবিধা গ্রহণের একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে প্লান্ট, মেশিনারীজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধন সীমা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা হতে হবে। আমি কুটির শিল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য প্লান্ট, মেশিনারীজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধন সীমা বিদ্যমান ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে অনধিক চল্লিশ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। একইসাথে, বিদ্যমান বার্ষিক টার্নওভারের সীমা ৪০ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৬০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এ ছাড়াও এই বিশেষ সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে কমিশনারের পরিবর্তে বিভাগীয় কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব করছি। আমি আশা করছি, এ ব্যবস্থার ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটবে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিশেষ সুবিধা

২৪৮। উপকরণ মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে সরবরাহ মূল্য না বাড়লেও ঘোষণাপত্র দাখিলের বাধ্যবাধকতা এবং রেয়াত গ্রহণের জটিলতা নিরসনে প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কারের প্রস্তাব বিভিন্ন মহল থেকে পাওয়া গিয়েছে। বিষয়টি সুরাহার লক্ষ্যে উপকরণ মূল্য ৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়লে মূল্য ঘোষণা আবশ্যক হবে না এবং উপকরণ মূল্য ৫ শতাংশের অধিক বৃদ্ধি পেলে পণ্যের সরবরাহ মূল্য বৃদ্ধি না করলে বর্ধিত রেয়াত নেয়া যাবে না মর্মে বিধান করে সংশ্লিষ্ট ধারাটি সংশোধনের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও সেবাখাতের যে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দাখিলের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার প্রস্তাব করছি।

২৪৯। কর মওকুফ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরোপ, বিদ্যমান কর হার ও করভিত্তির যৌক্তিকীকরণ প্রস্তাবসহ আমার পেশকৃত অন্যান্য সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলো মহান সংসদ কর্তৃক বিবেচিত হয়ে বাস্তবায়িত হলে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পখাত, ছোট ব্যবসায়ী, করদাতা, ভোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটি ব্যবসায় ও করবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আশা করছি। এসব পদক্ষেপের কারণে বিগত বছরসমূহের ন্যায় আগামী ২০১৩-১৪ অর্থ বছরেও মূল্য সংযোজন কর আহরণের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

দশম অধ্যায়

উপসংহার

মাননীয় স্পীকার

২৫০। জাতির জনকের আজীবন স্বপ্ন ছিল 'বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে'। যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন দেশে জনগণকে সাথে নিয়ে তিনি শুরুও করেছিলেন তাঁর স্বপ্ন পূরণের মহিমান্বিত অধ্যায়। কিন্তু কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রে তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সেই অভিযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয় শুরুতেই। আমরা হারাই আমাদের জাতির পিতাকে। ভূলুন্ঠিত হয় স্বাধীনতার মৌল আদর্শ ও চেতনা; রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পুনর্বাসিত হয় স্বাধীনতাবিরোধী উগ্র, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী; জনগণ হারায় রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁদের অংশীদারিত্ব। কিন্তু শত বাধার মুখেও হতোদ্যম হয়নি বঙ্গবন্ধুর প্রিয় বাঙ্গালী জাতি। যে স্বপ্নের উত্তরাধিকার তিনি রেখে গেছেন আমরা তা ধারণ করেছি; নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তা সফল করতে। মহাজোট সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' মূলতঃ বঙ্গবন্ধুর সেই সোনার বাংলা গড়ারই এক পথনকশা। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকেই আমরা এই রূপকল্প বাস্তবায়নের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি। আমাদের এ মেয়াদের সব ক'টি বাজেটে সম্পদ সঞ্চালন করেছি সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। চেষ্টা করেছি এদেশের জনগণকে সাথে নিয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি প্রযুক্তি নির্ভর, সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী দেশ গঠনের। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই আমাদের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।

২৫১। আমি এতক্ষণ আপনাদের সামনে একে একে তুলে ধরেছি আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি এবং তা পূরণে আমাদের প্রয়াস ও সফলতার কথা। এমনকি আমাদের দুর্বলতার কথাও স্বীকার করেছি অকপটে। আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে শতভাগ সফলতার দাবি আমি করবনা। তবে নিশ্চয়ই বলতে পারি জনগণের কাছে দেয়া অঙ্গীকার পূরণে আমাদের আন্তরিকতার কোন ঘাটতি ছিলনা। বাংলাদেশ আজ একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। আমাদের মেয়াদে দেশের দারিদ্র্য কমেছে দ্রুততার সঙ্গে, হ্রাস পেয়েছে আয়-বৈষম্য। নিরক্ষরতা কমেছে, শিক্ষার মানোন্নয়ন হয়েছে, উন্নতি হয়েছে জনস্বাস্থ্যের। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের সংস্থান হয়েছে; পাশাপাশি এগিয়েছে অবকাঠামো

নির্মাণের কাজ। একটি উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রেও দৃশমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এ সময়ে। আমাদের এ সাফল্যের স্বীকৃতি মিলেছে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরেও।

মাননীয় স্পীকার

২৫২। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমি মনে করি আমাদের পরে যাঁরাই ক্ষমতায় আসবেন তাঁরা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন। তাদের জন্য থাকছে আমার আগাম শুভ কামনা। তবে বক্তব্য শেষ করার আগে একটা কথা দুঃখের সঙ্গে বলতেই হচ্ছে - বরাবরের মত এবারো আমাদের এই অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করতে মাঠে নেমেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিরোধী উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি। তাঁদের সর্বনাশা বিধ্বংসী কর্মকান্ডে দেশের গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হয়। হঠকারি এসব রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে দেশের অর্থনীতির উপর প্রায় জমে যায় কালো মেঘের ছায়া। তবে মনে হচ্ছে নৈরাজ্য সৃষ্টির এই প্রচেষ্টা বাধা পেয়েছে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

২৫৩। আমি আশিতে পদার্পণ করেছি, জীবনে হতাশা ও সাফল্যের দোলাচলে বারবার নিক্ষিপ্ত হয়েছি। তবে সর্বদাই আমি ঘনঘটার মধ্যে শান্তি দেখেছি। মেঘের আড়ালে রূপালী নয় সোনালী রেখা দেখেছি। আমি আসলেই কর্মশক্তি পাই আমার প্রবল তথা অশোভনীয় আশাবাদে। আমাদের সরকার জনগণের সম্মিলিত প্রজ্ঞা ও শক্তিতে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে বাংলাদেশের অপরিমেয় সম্ভবনায়। বাংলার মানুষ প্রয়োজনের মূহর্তে বরাবরই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যে কোন সংকটে তাঁরা আস্থা রেখেছেন উদার, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবারও তার অন্যথা হবে না। বরাবরের মত আমাদের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে এই অপশক্তিকে প্রতিহত করবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধ আগামীর পথে, রূপকল্প ২০২১ এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে, রেখে যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। আমাদের সম্মিলিত এই প্রচেষ্টার জয় হবেই ইনশা আল্লাহ।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পরিশিষ্ট

সারণি-১: বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক

সূচক		একক/প্রবৃদ্ধি	২০০৫-০৬	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ সা.	২০১৩-১৪ প্র.
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
জনসংখ্যা		মিলিয়ন	১৪১.৮	১৪৩.৮	১৪৬.৭	১৪৭.৭	১৫০.৬	১৫২.৫	-	-
নামিক জিডিপি		বিলিয়ন টাকা	৪,১৫৭	৫,৪৫৮	৬,১৪৮	৬,৯৪৩	৭,৯৬৭	৯,১৮১	১০,৩৮০	১১,৮৮৮
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি		প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৬	৬.২	৫.৭	৬.১	৬.৭	৬.২	৬.০	৭.২
রাজস্ব আয়		বিলিয়ন টাকা জিডিপির শতাংশে	৪২৫.৫ (১০.২)	৫৯৪.৭ (১০.৯)	৬৪৫.৭ (১০.৫)	৭৫৯.০ (১০.৯)	৯২৯.৯ (১১.৭)	১১৪৬.৯ (১২.৫)	১৩৯৬.৭ (১৩.৫)	১৬৭৪.৬ (১৪.১)
বৈদেশিক সাহায্য	**প্রতিশ্রুতি**	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	১,৭৮৭	২,৮৪২	২,৪৪৪	২,৯৮৪	৫,৯৬৯	৪,৭৬৪	৫১১৮.০	৬,০০০
	অবমুক্তি	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	১,৫৬৭	২,০৬১	১,৮৪৭	২,২২৮	১,৭৭৭	২,১২৬	২,৬৮৪	৩,৩৭০
চলতি ব্যয়		বিলিয়ন টাকা জিডিপির শতাংশে	৩৮১.২ (৯.২)	৫২৯.৯ (৯.৭)	৬২২.৮ (১০.১)	৭৫৯.৭ (১০.৯)	৯৫০.০ (১১.৯)	১১৪৯.২ (১২.৫)	১৩৬৯.৬ (১৩.২)	১৫৬৬.২ (১৩.২)
উন্নয়ন ব্যয়		বিলিয়ন টাকা জিডিপির শতাংশে	১৭৪.৯ (৪.২)	১৮৫.৫ (৩.৪)	১৯৪.৪ (৩.২)	২৫৫.৫ (৩.৭)	৩৩২.৮ (৪.২)	৩৭৫.১ (৪.১)	৫২৩.৭ (৫.০)	৬৫৮.৭ (৫.৫)
বাজেট ঘাটতি		বিলিয়ন টাকা জিডিপির শতাংশে	-১৩০.৬ (-৩.১)	-৩১১.৯ (-৫.৭)	-২৪৭.৩ (-৪.০)	-২৫৬.১ (-৩.৭)	-৩৫২.৯ (-৪.৪)	-৩৭৭.৩ (-৪.১)	৪৯৬.৬ (-৪.৮)	৫৫০.৩ (-৪.৬)
বিনিয়োগ (সরকারি)		জিডিপির শতাংশে	২৪.৬৫ (৬.০)	২৪.২১ (৪.৯)	২৪.৩৭ (৪.৭)	২৪.৪০ (৫.০১)	২৫.১৫ (৫.৬৪)	২৬.৫৪ (৬.৫৩)	২৬.৮৪ (৭.৮৫)	২৭.৬ (৮.৬)
মূল্যস্ফীতি		বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি (%)	৭.২	৯.৯	৬.৭	৭.৩	৮.৮	১০.৬	৭.৫	৭.০
রপ্তানি		বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবৃদ্ধি (%)	১০.৫ (২১.৬)	১৪.১ (১৫.৮)	১৫.৬ (১০.৩)	১৬.২ (৪.১)	২২.৯ (৪১.৫)	২৪.৩ (৬.০)	২৬.৯ (১২.০)	৩০.৯ (১৫.০)
আমদানি, এফওবি		বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবৃদ্ধি (%)	১৩.৩ (১২.১)	১৯.৫ (২৫.৬)	২০.৩ (৪.২)	২১.৪ (৫.৪)	৩০.৩ (৪১.৮)	৩১.৯ (৫.৪)	৩৪.৩ (৩.০)	৩৭.৭ (১০.০)
রেমিট্যান্স		বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবৃদ্ধি (%)	৪.৮ (২৪.৮)	৭.৯ (৩২.৪)	৯.৭ (২২.৪)	১১.০ (১৩.৪)	১১.৭ (৬.০)	১২.৮ (১০.২)	১৪.৯ (১৬.০)	১৭.০ (১৫.০)
বিনিময় হার (গড়)		টাকা/মার্কিন ডলার	৬৭.১	৬৮.৬	৬৮.৮	৬৯.২	৭১.২	৭৯.১	৮০.৩	-
বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ, বছর শেষে		বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৩.৫	৬.১	৭.৫	১০.৭	১০.৯	১০.৪	১৪.৩	১৪.৭
খাদ্য উৎপাদন		লাখ মেট্রিক টন	২৭৭.৮	৩১১.২	৩২৮.৯	৩৪১.১	৩৫৫.৩	৩৬১.৮	৩৬১.১	-

সূত্রঃ বিবিএস, অর্থ বিভাগ, ইআরডি, ইপিবি; সা=সাময়িক, প্র=প্রক্ষেপণ/বাজেট পঞ্জিকা বছর

মন্তব্য:

বিবিএস ৮ মাসের তথ্যের ভিত্তিতে ২০১২-১৩ নামিক জিডিপি, প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের বার্ষিক পূর্বাভাস দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় মনে করে যে, এই পূর্বাভাস অত্যন্ত রক্ষণশীল। এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে নামিক জিডিপি ও প্রকৃত জিডিপি'র হার অনেক বেশি হবে। প্রবৃদ্ধির হার হয়তো ৬.৩ থেকে ৬.৮ এর মধ্যে হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এমন প্রাক্কলনের ভিত্তি হলো নিম্নরূপঃ

(১) বিবিএস কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে পূর্বাভাস দিয়েছেন যথাক্রমে ২.১৭ (গত বছরে ৩.১১), শিল্পে ৮.৯৯ (গত বছরে ৮.৯০) এবং সেবায় ৫.৭৩ (গত বছরে ৫.৯৬)। এখানে কৃষির প্রবৃদ্ধি নির্ধারণে তারা তিনটি উল্লেখযোগ্য ফসলের উৎপাদনে গত বছরের হিসাব ব্যবহার করেছেন। এই তিনটি ফসল হলো – আলু, ভুট্টা এবং বোরো ধান। আমরা ইতিমধ্যেই জানি আলুতে প্রায় ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং ভুট্টায় অন্তত ১৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। বোরো ধানের এলাকা এবং ফসলের বর্তমান অবস্থা থেকে মনে হয় বোরো ধানেও উৎপাদন গত বছরের ১৮৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে কিছুটা বেশি হবে। অর্থাৎ কৃষিতে প্রবৃদ্ধি গতবছরের তুলনায় বাড়বে এবং তার ফলে সেবাখাতেও প্রবৃদ্ধি বাড়বে।

(২) বিবিএস-এর বিনিয়োগ সম্বন্ধে প্রাক্কলন হলো যে, এবারে বেসরকারি বিনিয়োগ গত বছরের জিডিপি'র ২০.৪০ শতাংশের জায়গায় ১৮.৯৯ শতাংশ হবে। কিন্তু সরকারি বিনিয়োগ ৬.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭.৮৫ শতাংশ হবে। এর ফলে ২০১২-১৩ সালে বাংলাদেশে জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে বিনিয়োগ হবে সর্বোচ্চ ২৬.৮৪। স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে, তার প্রতিফলন সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারে পাওয়া যাবে।

সারণি-২: বিগত চার বছরের বাজেটে উল্লিখিত ইতোমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন নীতি/কর্মসূচি/কার্যক্রম

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
	বাজেট ও পরিকল্পনা
১.	২০১০-২১ মেয়াদের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন
২.	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) প্রণয়ন
৩.	সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
৪.	সফলভাবে বিশ্ব-মন্দা মোকাবেলা
৫.	আন্তর্জাতিক মানসম্মত (Moody's & Standard and Poor's) ঋণমান অক্ষুণ্ন রাখা
৬.	তিনসালা MTBF-কে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আঙ্গিকে পাঁচসালা MTBF-এ পরিণত করা
৭.	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট ও পরিকল্পনা অধিশাখা সৃজন
৮.	উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক ম্যাপিং শুরু
৯.	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতাভুক্তকরণ
১০.	পরীক্ষামূলকভাবে কর্মকৃতিভিত্তিক নিরীক্ষা (Performance Audit) কার্যক্রম শুরু
১১.	সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল ও ডাটাবেইজ তৈরি
১২.	সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আধুনিক সফট্ওয়্যার সংগ্রহ ও স্থাপন
১৩.	বিভিন্ন সংস্থায় সরকারের ইক্যুইটি-র হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাটাবেজ প্রস্তুত
১৪.	বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত বড় প্রকল্পের তালিকা প্রণয়নসহ পরিবীক্ষণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ/বৈদেশিক সাহায্য আহরণের সার্বিক নির্ঘন্ট প্রণয়ন
১৫.	সর্বোচ্চ প্রকল্প সাহায্যপ্রাপ্ত ৫০টি প্রকল্প চিহ্নিত করে তাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা
	আর্থিক খাত
১৬.	মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ প্রণয়ন
১৭.	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রণয়ন
১৮.	বীমা আইন ২০১০ পাশ
১৯.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধন
২০.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ সংশোধন
২১.	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ সংশোধন
২২.	The Exchanges (Demutualization) Act, ২০১৩ সংসদে পাশ

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
২৩.	'সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯০' সংশোধন
২৪.	'সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ ১৯৬৯' সংশোধন
২৫.	Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, ২০১২ প্রণয়ন
২৬.	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা; বীমা কর্পোরেশন আইন ২০১৩ প্রণয়নের কাজ শুরু
২৭.	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থাকে একীভূত করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গঠন
২৮.	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় নির্ধারণ
২৯.	তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণের সম্মিলিতভাবে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ৩০ শতাংশ এবং এককভাবে ২ শতাংশ শেয়ার ধারণ বাধ্যতামূলক করা
৩০.	কর্পোরেট গভর্ণ্যান্স গাইডলাইনকে যুগোপযোগী করা
৩১.	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ এবং সকল শাখা অফিসসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন
৩২.	বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক হিসাবায়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে ইআরপি সফট্ওয়্যারের আওতায় আনা
	ব্যবসা-পরিবেশ
৩৩.	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ প্রণয়ন ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং ৫টি এলাকাকে অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিতকরণ
৩৪.	পিপিপি পলিসি ও নীতি এবং গাইড লাইনস ২০১০ গেজেটে আকারে প্রকাশ
৩৫.	Viability Gap Fund ব্যবহারের জন্য গাইডলাইন ও স্কীম প্রকাশ
৩৬.	প্রস্তাবিত রপ্তানি নীতিমালা ২০১২-১৫ এবং আমদানি নীতিমালা ২০১২-১৫ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ
৩৭.	প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ গেজেটে প্রকাশ
৩৮.	বিনিয়োগে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদান
৩৯.	চট্টগ্রামে রাজস্ব বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বন্ড কমিশনারেট ও আপিল কমিশনারেট স্থাপন
৪০.	পিপিপি সহায়তা ফান্ড এবং ইকনোমিক ভায়াবিলিটি ফান্ড (ইভিএফ) গাইডলাইনস অনুমোদন
৪১.	PPP Office প্রতিষ্ঠা
৪২.	বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল) নামে একটি কোম্পানি গঠন
৪৩.	পিপিপি পাইলট প্রকল্পসমূহের কারিগরি সহায়তার জন্য কারিগরি সহায়তা তহবিল গঠন ও এ তহবিল ব্যবহারের জন্য গাইডলাইন ও স্কীম প্রকাশ

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
৪৪.	পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের নিমিত্ত বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে Investment Promotion and Financing facility (IPFF) প্রকল্প বাস্তবায়ন
	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
৪৫.	Power Sector Master Plan চূড়ান্ত অনুমোদন
৪৬.	নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়ন
৪৭.	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা জারি
৪৮.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৪৯.	বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৫০.	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২ জারি
৫১.	২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ ৩ হাজার ৩৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্তকরণ
৫২.	বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৮,৮২৫ মেগাওয়াট যা ২০১৩ সালের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার (৮,২৯৪ মেগাওয়াট) চেয়ে বেশি
৫৩.	অতিরিক্ত ৬৪৪ কিলোমিটার বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, ২৪ হাজার ৯৮০ কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন স্থাপন এবং ১০টি নতুন উপকেন্দ্র স্থাপন
৫৪.	নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন
৫৫.	গ্যাসভিত্তিক ৮টি পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্র মেরামতের মাধ্যমে ৪২৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন
৫৬.	বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসের লক্ষ্যে ৫৭ হাজার প্রি-পেইড মিটার স্থাপন; আরো ৬০ হাজার স্থাপনের কাজ চলমান
৫৭.	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহারের মাধ্যমে ৮০ থেকে ৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয়
৫৮.	নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগের জন্য 'গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড' নামে তহবিল গঠন
৫৯.	তরল জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৮৯ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি
৬০.	কৈলাসটিলা ও হরিপুরে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ ব্যারেল উত্তোলনযোগ্য তেলক্ষেত্র আবিষ্কার
৬১.	১৯টি গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদনরত ৮৪টি গ্যাসকুপ হতে প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার ২৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন
৬২.	দৈনিক ৫১০ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা
৬৩.	দেশের একমাত্র গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী বাপেক্সের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা
৬৪.	ঢাকার লালমাটিয়া ও মোহাম্মদপুর এলাকায় আবাসকি গ্রাহকদের প্রি-পেইড মিটারিং এর আওতায় আনয়ন
৬৫.	বাপেক্সের নিজস্ব জনবল দিয়ে ১ হাজার ৩৭০ বর্গ কি.মি. ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পন্ন
৬৬.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নামে একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ গঠন

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
	সমন্বিত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন
৬৭.	খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন
৬৮.	১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৯০৯ জন কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান এবং ৯৫ লক্ষ ২ হাজার ২৪০ জন কৃষকের নামে ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার বিধান প্রবর্তন
৬৯.	কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ/একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি
৭০.	কৃষি ভর্তুকি অব্যাহত রাখা
৭১.	বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি - বিএডিসির বোরো বীজ সরবরাহ ক্ষমতা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১৮ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৭২.	সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
৭৩.	উন্নত জাতের বীজ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ হাজার একর আবদযোগ্য পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনা
৭৪.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২ প্রণয়ন
৭৫.	হাওর এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ
৭৬.	হাওর বোর্ড গঠন
৭৭.	কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ অনুমোদন
৭৮.	লবণাক্ততা সহিষ্ণু বিনা-৮ ও ব্রি-৪৭ ধান আবাদের কার্যক্রম শুরু
৭৯.	লবণাক্ততা সহিষ্ণু ব্রি-৫৩ ও ৫৪ ধান এবং বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য ব্রি-৫১ ও ৫২ ধান উদ্ভাবন
৮০.	৩০টি উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে মাটির উর্বরতার ভিত্তিতে সার প্রয়োগের কার্যক্রম চালু
৮১.	কৃষি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন এবং ট্রাষ্টি বোর্ড গঠণ
৮২.	পাটের আঁশ ছাড়ানোর জন্য রিবনার ও নগদ সহায়তা প্রদান
৮৩.	জৈব সার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের জন্য ২০০৯-১০ হতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৮ লক্ষ কৃষকের বসত ভিটায় কম্পোষ্ট সারের স্তুপ স্থাপন
৮৪.	কৃষিক্ষেত্রে ই-তথ্য সার্ভিস চালু
৮৫.	দেশের সকল ইউনিয়নে তথ্য ভান্ডার চালু
৮৬.	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১২ লক্ষ ফেয়ার প্রাইস কার্ড বিতরণ
৮৭.	সার্ক সিড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর
৮৮.	বর্গাচাষিদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার Refinancing Fund প্রতিষ্ঠা
৮৯.	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ
৯০.	২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ৪ বছরে মাছের উৎপাদনে গড় প্রবৃদ্ধি ৬.২২ শতাংশ
৯১.	১২টি বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ
৯২.	মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৯৩.	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ প্রণয়ন

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
৯৪.	সমাজভিত্তিক মৎস্য সংগঠন গড়ে তোলা
৯৫.	বিভিন্ন নদ নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে বিগত চার বছরে ৪৩৩টি নতুন মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন
৯৬.	জাটকা সংরক্ষণ
৯৭.	পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষ- ২০০১-০২ অর্থবছরে ০.৯৮ লক্ষ টন থেকে ২০১১-১২ অর্থবছরে ২.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ; জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৩ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন
৯৮.	সমবায় গো-চারণভূমি নীতি, ২০১১ জারি
৯৯.	পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ প্রণয়ন
১০০.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১০১.	কৃষি ঋণের প্রবাহ অব্যাহত রাখা
১০২.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু
১০৩.	সারাদেশে ৪৮৪টি সমবায় বাজার চালু
১০৪.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদন
১০৫.	চরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে চর জীবিকায়ন কর্মসূচির প্রথম পর্যায় বাস্তবায়ন শেষে দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন শুরু
১০৬.	ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং এর মধ্যমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ
	সামগ্রিক শিক্ষা খাত
১০৭.	শিক্ষা নীতি জারি
১০৮.	প্রাথমিক স্তরে ১০০ শতাংশ পাঠ্যপুস্তক প্রদান
১০৯.	২৬ হাজার ১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি, কমিউনিটি ও অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ
১১০.	সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া শিশুদের জন্য 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন' প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২২ হাজার শিক্ষাকেন্দ্রে ৭ লক্ষাধিক শিশুকে শিক্ষার সুযোগ প্রদান
১১১.	'শহরের কর্মজীবি শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা' প্রকল্পের আওতায় ১.৬৬ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা
১১২.	সরকারি সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প চালু
১১৩.	মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণ
১১৪.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
১১৫.	বরিশাল ও গোপালগঞ্জে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
১১৬.	মঙ্গা/ঘূর্ণিঝড়/নদীভাঙ্গন/বস্তিপ্রবণ এলাকায় উপবৃত্তির হার ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণ
১১৭.	ছাত্র ও ছাত্রী উপবৃত্তির সংখ্যা ২০০৯ সালের ৪৮.২ লক্ষ হতে বর্তমানে প্রায় ৭৮.২ লক্ষ্যে উন্নীতকরণ
১১৮.	রেজিষ্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সমপরিমাণ অনুদান প্রদানের বিধি প্রবর্তন

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
১১৯.	বন্যা/নদীগর্ভে বিলীন ৩৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ
১২০.	অতি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালুকরণ
১২১.	প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ প্রণয়ন এবং প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা
১২২.	NSDC সচিবালয় স্থাপন ও জনবল নিয়োগ শেষে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা
১২৩.	স্নাতক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩২ জন ছাত্রী নির্বাচন
১২৪.	মাধ্যমিক পযায়ে ৩০ শতাংশ দরিদ্র ছাত্রীর পাশাপাশি ১০ শতাংশ দরিদ্র ছাত্রকে উপবৃত্তি প্রদান
১২৫.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়কে ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ভাবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা
১২৬.	সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন শেষে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ২০১৩ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
১২৭.	১২ হাজার ২১৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু
১২৮.	৫টি নতুন মেডিকেল কলেজ এবং ৫টি ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ
১২৯.	১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ
১৩০.	৪ হাজার সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণ
১৩১.	উপজেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায়/জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ
১৩২.	বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৩৩.	ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮২ সংশোধন
১৩৪.	জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১ চূড়ান্তকরণ
১৩৫.	জাতীয় জনসংখ্যানীতি ২০১২ চূড়ান্তকরণ
১৩৬.	রোগী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা, ইউজার – ফি আহরণ নীতিমালা প্রণয়ন
১৩৭.	ই-হেলথ কর্মসূচি চালু, ৮০০ সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন
১৩৮.	৬৪টি জেলা হাসপাতাল, ৪২১টি উপজেলা হাসপাতাল এবং আরো প্রায় ৫০০ বিভিন্ন হাসপাতালে মোবাইল ফোন সরবরাহ
১৩৯.	স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন পদে প্রায় ৪০ হাজার নিয়োগ প্রদান
১৪০.	পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য অধিদপ্তরে সাড়ে ৬ হাজার কর্মচারি নিয়োগ
১৪১.	১৩৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু
১৪২.	ইপিআই কর্মসূচিতে ১ বছরের কম বয়সী টিকাপ্রাপ্ত শিশুর হার ৮০.২ শতাংশে উন্নীতকরণ
১৪৩.	১টি টিকার মাধ্যমে শিশুর ৬টি রোগের প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
১৪৪.	গত বছরগুলোতে ৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে ৬৫ থেকে ৫৩ তে নেমে এসেছে
১৪৫.	গত বছরগুলোতে মাতৃমৃত্যু হারও হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে ৩.৪৮ থেকে ১.৯৪ এ নেমে এসেছে
১৪৬.	শিশুদের ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানোর হার ৪২ শতাংশ হতে ৬৪ শতাংশে উন্নীতকরণ
১৪৭.	৬ মাস থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ; রাতকানা রোগের হার ০.০৪ শতাংশে নামিয়ে আনা
	যুব ও ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং ধর্ম
১৪৮.	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১০ প্রণয়ন এবং বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা
১৪৯.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৫০.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৫১.	জাতীয় হজ্জ নীতি, ২০১০-১৪ জারি
১৫২.	গ্রন্থাগারে বই সরবরাহের সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন
১৫৩.	৩১টি জেলায় গণগ্রন্থাগার নির্মাণ
	ভৌত অবকাঠামো
১৫৪.	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ প্রণয়ন এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা
১৫৫.	২০ বছর মেয়াদী রোড মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও প্রকাশ
১৫৬.	২০ বছর মেয়াদী (২০০৫ হতে ২০২৪) Strategic Transport Plan (STP) অনুমোদন
১৫৭.	National Road Safety Strategic Action Plan ২০১১-২০১৩ প্রণয়ন ও প্রকাশ
১৫৮.	কর্ণফুলী নদীর উপর Extradozed Box Girder সেতু নির্মাণ
১৫৯.	মিরপুর বিমানবন্দর সড়ক ফ্লাইওভার ও বনানী রেল ক্রসিং-এ ওভারপাস নির্মাণের কাজ সম্পন্ন
১৬০.	পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ সমাপ্ত
১৬১.	রিয়েল স্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৬২.	বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা ২০০৪ এ কতিপয় বিধি সংশোধন
১৬৩.	সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য কলোনি স্থাপন
	শিল্পায়ন
১৬৪.	শিল্প নীতি, ২০১০ অনুমোদন
১৬৫.	মহিলা উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রণয়ন
১৬৬.	পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
১৬৭.	BJMC এর সকল ব্যাংক দায় এবং কতিপয় অন্যান্য দায় সরকার কর্তৃক পরিশোধ এবং পাটখাতকে চাঙ্গাকরণ
১৬৮.	ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৬৯.	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৭০.	এসএমই খাতকে ০৪টি তহবিলের মাধ্যমে পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা অব্যাহত রাখা
১৭১.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৭২.	Policy and Strategy for Public-Private-Partnership (PPP), ২০১০ জারি
১৭৩.	বাংলাদেশ রাবার নীতি, ২০১০ জারি
১৭৪.	জাতীয় লবণনীতি, ২০১১ জারি
১৭৫.	শিপ ব্রেকিং ও রি-সাইক্লিং নীতিমালা, ২০১১ জারি
১৭৬.	পাটনীতি, ২০১১ জারি
১৭৭.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১২ জারি
১৭৮.	শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্কিত আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৭৯.	বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৮০.	জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০ জারি
১৮১.	বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৮২.	ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
১৮৩.	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
১৮৪.	চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০ প্রণয়ন
১৮৫.	কৌশলগত শিল্প খাতে নগদ প্রণোদনা প্রদান
১৮৬.	পোষাক শিল্পের ২৭৯টি রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঋণ অবসায়ন
১৮৭.	বস্ত্র ও পাট খাতের ৬৯টি রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের ঋণ অবসায়ন
১৮৮.	হিমায়িত খাদ্য শিল্পে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি
১৮৯.	আখ চাষে সমন্বয়ের জন্য ডিজিটাল ই-পূর্জি পদ্ধতি চালু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি পুরস্কার Manthan Asia Award লাভ
	জলবায়ু ও পরিবেশ
১৯০.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ প্রণয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ট্রাস্ট ফান্ড গঠন
১৯১.	Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, ২০০৯ জারি
১৯২.	Bangladesh Climate Change Resilience Fund গঠন
১৯৩.	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ জারি
১৯৪.	পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ জারি
১৯৫.	বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ জারি
১৯৬.	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-১৫ অনুমোদন
১৯৭.	ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব বায়ো-টেকনোলজী আইন, ২০১০ প্রণয়ন

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
১৯৮.	আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় ৯২ হাজার ৬২০টি আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস নির্মাণ
১৯৯.	শতকরা ৯১ ভাগ সেনিটেশন কভারেজ অর্জন যা সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সর্বাধিক; দেশের ৪টি জেলা, ৫৮টি পৌরসভা, ১১৪টি উপজেলা এবং ১ হাজার ৩৮৭টি ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিটেশন এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
২০০.	ইট প্রস্তুতকরণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
২০১.	ঢাকার আশে পাশের নদীসমূহকে দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণাপূর্বক নদীসমূহের পরিবেশ সংরক্ষণে নির্দেশনা প্রদান
২০২.	৮৩৪টি শিল্প কারখানায় ইটিপি (Effluent Treatment Plant) স্থাপন
২০৩.	ইটিপি স্থাপনসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সহজশর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠণ
২০৪.	পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২১ টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন অফিস স্থাপন
২০৫.	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য দেশের ৩৪টি এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা। বর্তমানে সংরক্ষিত এলাকা দেশের মোট আয়তনের ১.৮ শতাংশ
২০৬.	জীব নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২ জারি
২০৭.	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ এ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ জারি
২০৮.	করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা ২০১২ অনুমোদন
	ডিজিটাল বাংলাদেশ
২০৯.	৬৪টি জেলায় জেলা ই-সার্ভিস সেন্টার স্থাপন; ১টি জেলাকে ডিজিটাল জেলা হিসেবে ঘোষণা
২১০.	৩-জি প্রযুক্তিতর মোবাইল নেটওয়ার্ক-এর পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা
২১১.	ই-পেমেন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং সহ ই-কমার্স চালুর সহায়ক আইনী অবকাঠামো সৃষ্টি
২১২.	ই-পেমেন্ট, ই-কমার্স কার্যক্রমের নিরাপত্তার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ৬টি certifying authority-র মধ্যে ৩টি কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু ও এ সংক্রান্ত সেবা প্রদান শুরু
২১৩.	বর্তমানে দেশে টেলিডেনসিটি ৬৪.৬৪% এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ১৯.৯৩%এ উন্নীতকরণ
২১৪.	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি অফিসের মোট ২৪ হাজার ওয়েবপোর্টাল তৈরি
২১৫.	সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইডথ্ ৪৪.৬ Gbps থেকে ২০০ Gbps এ উন্নীত করা
২১৬.	সাড়ে ৪ হাজারের অধিক ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন
২১৭.	জাতীয় আইসিটি আইন, ২০০৯ ও আইসিটি নীতিমালা, ২০০৯ প্রণয়ন
২১৮.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১ প্রণয়ন

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
২১৯.	ডিজিটাল সিগনেচার কর্মসূচির আওতায় বিধিমালা/প্রবিধান/গাইডলাইন প্রণয়ন
২২০.	লাইসেন্সিং গাইডলাইন, অডিট গাইডলাইন ও সিপিএস গাইডলাইন প্রণয়ন এবং সার্টিফাইড প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন
২২১.	সকল সরকারি দপ্তরকে সমন্বিত আইটি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্তকরণের কার্যক্রম গ্রহণ
২২২.	সকল ধরণের সরকারি ক্রয়ের জন্য e-procurement ও e-Monitoring ব্যবস্থা চালু
২২৩.	বিমানে ভ্রমণ/মাল পরিবহণকে ই-বাণিজ্যের আওতায় আনয়ন
২২৪.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০০৯ জারি
২২৫.	International Long Distance Telecommunications Services (ILDTS) Policy, ২০১০ জারি
২২৬.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি, ২০১১ জারি
২২৭.	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২২৮.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২২৯.	আইসিটি খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমমূলধন তহবিলে বরাদ্দ প্রদান
২৩০.	বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম অটোমেশন করার জন্য নেট ওয়ার্কিং, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, ব্যাংকিং এপ্লিকেশন, আইটি ল্যাব স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা
২৩১.	ই-কমার্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ স্থাপন
	দারিদ্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা
২৩২.	প্রতিবন্ধীদের জন্য One Stop Service চালু
২৩৩.	২০০৯-১০ অর্থবছর হতে মোট ৩৫টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন; আরো ৩৩টি স্থানে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রায় চূড়ান্ত
২৩৪.	অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের মাথাপিছু মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান
২৩৫.	বিধবা/স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাদের মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান। ২০১২-১৩ অর্থবছরের ভাতাভোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ২০ হাজার
২৩৬.	এতিম শিশুদের কল্যাণে খোরাকি ভাতা প্রদান এবং বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান অব্যাহত
২৩৭.	মিরপুরের অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রাঙ্গনে অটিস্টিক শিশুদের জন্য পার্ক স্থাপন; ৩৫টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের সাথে একটি করে অটিজম কর্ণার চালু
২৩৮.	বয়স্ক ভাতা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ হতে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজারে উন্নীতকরণ
২৩৯.	অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 'সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম' পরিচালনা; ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ৫০ কোটি টাকা
২৪০.	এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্গঠন ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান তহবিল গঠন
২৪১.	মঙ্গা পীড়িত এলাকায় হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান সৃজন

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
২৪২.	বর্তমানে খাদ্যশস্য মজুদের সক্ষমতা ১৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ এবং ১০ লক্ষ মেট্রিক টনের অধিক পরিমাণ আপদকালীন মজুদ সংরক্ষণ
২৪৩.	খাদ্যমূল্য সহনীয় রাখা/ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ওএমএস, সুলভমূল্যে খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা
২৪৪.	ঘরে ফেরা কর্মসূচি পুনরায় চালুকরণ
২৪৫.	শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য শেল্টার হোম নির্মাণ
২৪৬.	ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের পুনর্বাসন আইন, ২০১১ প্রণয়ন
২৪৭.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আইন, ২০১২ প্রণয়ন
২৪৮.	বন্য প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১০ জারি
২৪৯.	বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১১ জারি
২৫০.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১ জারি
২৫১.	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে উপকূলীয় তিনটি বিভাগে ৬ হাজার ১৮৬টি ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ
২৫২.	দূর্যোগ থেকে দ্রুত উত্তরণ পরিকল্পনা (Contingency Plan) প্রণয়ন
২৫৩.	৩২ হাজার নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরে ইতোমধ্যে ১৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরি, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান
২৫৪.	গ্রামীণ ফোন ও টেলিটকের মাধ্যমে কক্সবাজার ও সিরাজগঞ্জে দূর্যোগের আগাম বার্তা এসএমএম এর মাধ্যমে প্রেরণ
২৫৫.	সিটিসেল ও এয়ারটেল ব্যতীত অন্যান্য মোবাইলে ১০৯৪১ ডায়াল করে দৈনিক আবহাওয়া বার্তা সতর্ক সংকেত জানার ব্যবস্থা গ্রহণ
	কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ
২৫৬.	ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তন ও ক্রমান্বয়ে তার আওতা সম্প্রসারণ
২৫৭.	নতুন ১৫টি দেশে কর্মী প্রেরণ
২৫৮.	অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন- বিদেশ গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান
২৫৯.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২৬০.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা- অভিবাসী শ্রমিকগণকে মাত্র ০৯% সুদে এ ব্যাংক থেকে ২০ কোটির টাকার বেশি ঋণ সুবিধা প্রদান;
২৬১.	বিভাগীয় পর্যায়ে ও অভিবাসীবহুল জেলায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখা স্থাপন
২৬২.	অভিবাসন ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু
২৬৩.	প্রতিটি বিমান বন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন
২৬৪.	জেলা প্রশাসকদের দপ্তরে প্রবাসী কল্যাণ শাখা খোলা
	নারী ও শিশু কল্যাণ
২৬৫.	নারী উন্নয়ন নীতি অনুমোদন
২৬৬.	জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন (৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য পৃথক প্রতিবেদন প্রণয়ন)
২৬৭.	বাজেটে নারীদের হিস্যা নিশ্চিতকরণ

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
২৬৮.	নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক ব্যাংক ঋণের সুবিধা নিশ্চিত/সম্প্রসারণ
২৬৯.	প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র ডেস্ক খোলা
২৭০.	দেশের ৪০টি জেলা সদর হাসপাতালে এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন
২৭১.	দারিদ্র্যপীড়িত এবং দুঃস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকারের একক অর্থায়নে ভিজিডি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা
২৭২.	জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ জারি
২৭৩.	সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনা
২৭৪.	৬টি বিভাগীয় শহর এবং ১৩টি জেলা শহরে মোট ৪৪টি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা
২৭৫.	দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা ৩৫০ টাকায় উন্নীতকরণ
২৭৬.	শহরে নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মায়েদের মাসিক ৩৫০ টাকা হারে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি পরিচালনা
২৭৭.	শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে ৮ লক্ষাধিক শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান
	মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ
২৭৮.	মুক্তিযোদ্ধাদের রেশন প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন
২৭৯.	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার হার মাসিক ৯০০ টাকা হতে ২,০০০ টাকায় উন্নীতকরণ
২৮০.	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রদান
২৮১.	মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন দেশের বিদেশি বন্ধু ও সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান; এ পর্যন্ত মোট ৫৬২ জন বিদেশি বন্ধু ও সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান
	সুশাসন
২৮২.	ITLOS-এর ঐতিহাসিক রায়ে বঙ্গোপসাগরের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এলাকায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মহীসোপানে অধিকার নিশ্চিতকরণ
২৮৩.	যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু- এ পর্যন্ত তিনটি মামলার রায় ঘোষণা
২৮৪.	বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যুদন্ড কার্যকর
২৮৫.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
২৮৬.	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়ন
২৮৭.	বর্ডার গার্ড আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২৮৮.	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ প্রণয়ন
২৮৯.	সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ প্রণয়ন
২৯০.	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
২৯১.	দেয়াল লিখন ও পোষ্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ প্রণয়ন
২৯২.	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ প্রণয়ন

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
২৯৩.	অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ প্রণয়ন
২৯৪.	পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ প্রণয়ন
২৯৫.	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০১০ প্রণয়ন
২৯৬.	ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
২৯৭.	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
২৯৮.	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
২৯৯.	জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৩০০.	গ্রন্থাগারে বই সরবরাহ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন
৩০১.	১৪০ কোটি টাকার অভিবাসী দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন
৩০২.	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুমোদন
৩০৩.	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১১ জারি
৩০৪.	৬১টি জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ
৩০৫.	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণয়ন
৩০৬.	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯ জারি
৩০৭.	হাওর ও জলাভূমির উন্নয়নে তথ্য ভান্ডার ও সমন্বিত মাষ্টার প্ল্যাণ তৈরি
৩০৮.	ভূমির ব্যবহারভিত্তিক ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় জোনিং সম্পন্ন
৩০৯.	ঢাকা মহানগর জরিপে ১৯১ মৌজার ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৫০৬টি খতিয়ান ও ৪০৮৯টি মৌজা ম্যাপসীট ডিজিটাইজেশান এর কাজ সম্পন্ন করে ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করণ
৩১০.	জমি রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাস
৩১১.	বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা বিধান
৩১২.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ প্রণয়ন
৩১৩.	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ (সভা ও কার্যক্রম) বিধিমালা-২০১০, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) বিধিমালা-২০১০ জারি
৩১৪.	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা ২০১২ প্রণয়ন
৩১৫.	৬১টি জেলায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন
৩১৬.	ক্যাবল নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা-২০১০ জারি
৩১৭.	Electronic Government Procurement নীতিমালা জারি
৩১৮.	e-GP ও Procurement Management Information System (PROMIS) বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলায় internet connectivity hardware ও software স্থাপন
৩১৯.	‘সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন
৩২০.	প্রায় শতভাগ জন্ম নিবন্ধন সম্পন্নকরণ
	রাজস্ব প্রশাসন
৩২১.	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পুরক শুল্ক আইন ২০১২ পাশ
৩২২.	The Customs Act ১৯৬৯ সংশোধন

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
৩২৩.	বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি চালু
৩২৪.	২০১৬ সালের মধ্যে কর/জিডিপি অনুপাত ১৩ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, উল্লেখ্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর/জিডিপি অনুপাত ছিল ১১.২
৩২৫.	উপজেলা পর্যন্ত কর অফিস সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কর বিভাগের কাঠামো পুনর্গঠন-৮৫টি উপজেলায় নতুন কর অফিস চালু
৩২৬.	অন-লাইনের মাধ্যমে কর পরিশোধের ব্যবস্থা প্রবর্তন
৩২৭.	সকল বিভাগীয় শহরে প্রতি বছর আয়কর মেলা অনুষ্ঠান
৩২৮.	স্পট এ্যাসেসমেন্ট এর আওতাভুক্ত স্বল্প আয়ের করদাতাদের জন্য দুই পৃষ্ঠার সহজ আয়কর রিটার্ন ফরম প্রবর্তন
৩২৯.	কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যয়িত খরচের জন্য আয়কর রেয়াত প্রদানের বিধান প্রবর্তন
৩৩০.	মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দের বেতন আয় করযোগ্য করা
৩৩১.	সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন আয়ের উপর সংশ্লিষ্ট করদাতার নিজস্ব তহবিল থেকে কর পরিশোধের ব্যবস্থা প্রবর্তন
৩৩২.	কর অব্যাহতি সুবিধা হ্রাস ও কর অবকাশ সুবিধা সংকোচন
৩৩৩.	ঢাকা ও চট্টগ্রামে কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন
৩৩৪.	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নতুন ২টি কাস্টম হাউস, ১টি বন্ড কমিশনারেট, ৪টি মূসক কমিশনারেট, ৩টি আপীল কমিশনারেট, ৫৬টি মূসক বিভাগীয় দপ্তর ও ১৪৬ টি মূসক সার্কেল প্রতিষ্ঠা
৩৩৫.	চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস (আমদানি) ও (রপ্তানি) একীভূতকরণ

সারণি-৩: অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহের মধ্যে যেগুলো বাস্তবায়নাধীন/চলমান

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	বাজেট ও পরিকল্পনা	
১.	প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও কার্যকরকরণ	-on-line এর মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদনসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করার জন্য Digital ECNEC প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে
২.	প্রকল্প সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনপূর্বক ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ চলমান।
৩.	বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ADP বাস্তবায়নে নজরদারি	-প্রকল্প পরিবীক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান -আইএমইডির টাস্কফোর্সসমূহ কর্তৃক নিয়মিত বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধনসহ তরান্বিত করণে অন্যান্য পরামর্শ প্রদান -এডিপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাতি জাতীয় সংসদসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত প্রদান
৪.	বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অডিট আইন প্রণয়ন	অডিট আইনের খসড়া প্রণয়ন
৫.	বিদ্যমান বাজেট শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা	আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যমান বাজেট শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। আগামী অর্থবছরে প্রস্তাবিত শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো পাইলট ভিত্তিতে চালু করা হবে।
৬.	প্রজাতন্ত্রের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারির বেতন/ভাতা, পেনশন, পে-রোল, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্বলিত তথ্য ভান্ডার তৈরি	তথ্য ভান্ডার তৈরির প্রাথমিক কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে
৭.	বৈদেশিক সাহায্যের বিকল্প উৎসের অনুসন্ধান	কার্যক্রম চলমান
৮.	জেলাওয়ারী বাজেট	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটের সাথে টাঙ্গাইল জেলার বাজেট মহান সংসদে পেশ করা হয়েছে। আগামী জুলাই মাসে আরো ৬টি জেলার জেলা

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		বাজেট প্রস্তুত করে সংসদে উপস্থাপন করা হবে। পর্যায়ক্রমে সকল জেলার জেলাওয়ারী বাজেট প্রণয়ন করার কার্যক্রম চলছে।
আর্থিক খাত		
৯.	ব্যাংক কোম্পানী আইন (সংশোধন) ২০১৩ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের সংস্কার	মহান সংসদে উপস্থাপনের পর স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০.	অনৈতিক আর্থিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ	বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া সমবায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য শাস্তির বিধান চালু। মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানী ও সামাজিক সংগঠনকে আইনী কাঠামোভুক্তকরণ প্রক্রিয়া চলমান
১১.	ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপন	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতির আলোকে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপনের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে
১২.	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর খসড়া সংশোধনী চূড়ান্তকরণ	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ সংশোধন প্রক্রিয়াধীন
১৩.	ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন প্রণয়ন এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল গঠন	প্রক্রিয়াধীন
১৪.	বাংলাদেশ ফান্ড গঠন	সিকিউরিটিজি এন্ড একচেঞ্জ কমিশন অব্যাহতির অনুমতিসহ ফান্ড গঠনের অনুমোদন প্রদান
ব্যবসা-পরিবেশ		
১৫.	রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিল প্রদানের সময়সীমা কমানো	রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে দলিল প্রদানের সময়সীমা ২-৭ দিনে কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত
১৬.	ভূমি রেজিস্ট্রেশন ডিজিটাইজেশন	ভূমি রেজিস্ট্রেশন ডিজিটাইজেশন এর প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন।
১৭.	বিচার ব্যবস্থাকে অটোমেশনের আওতাভুক্তকরণ	-বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি হ্রাসকল্পে পাইলট আকারে মামলার ধার্য তারিখ ও ফলাফল ডিসপ্লে বোর্ড-এ প্রদর্শন, এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্য জানার ব্যবস্থা গ্রহণ -সুপ্রীম কোর্টে ডাটা সেন্টার স্থাপন
১৮.	অগ্রিম ডিক্লারেশন এবং কার্গো ক্লিয়ারেন্স এর লক্ষ্যে	ASYCUDA-World সফট্ওয়্যার সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্ক হিসাবের জন্য সকল ইউনিটে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার	
১৯.	ট্রেজারি চালান ডিজিটাইজেশন	ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে প্রদেয় সব ধরনের প্রাপ্তি মোবাইল ফোন এবং অনলাইনে জমা প্রদান কার্যক্রম চলমান
২০.	ব্যবসা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম অটোমেশন	কার্যক্রম চলমান
২১.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও অন্যান্য কার্যক্রম চালু	৬১টি জেলায় ভূমি জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম ডিজিটাইজ করা হচ্ছে
২২.	Operationalization of PPP	ক) খসড়া পিপিপি আইন, পিপিপি প্রজেক্ট স্ক্রিনিং ম্যানুয়াল, টেন্ডার প্রসেসিং ম্যানুয়াল তৈরি ইত্যাদি ডকুমেন্টস্ তৈরি কাজ চুড়ান্ত পর্যায়ে আছে খ) সড়ক, স্বাস্থ্য, আইসিটি, গৃহায়ন, নৌ-পরিবহন ও রেলওয়ে সেক্টরে ১০টির বেশি পিপিপি প্রকল্প প্রাথমিক অনুমোদন শেষে বাস্তবায়নের কাজ চলছে
২৩.	অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু
২৪.	কম্পিটিশিন কমিশন গঠন	প্রক্রিয়াধীন
২৫.	বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতির বাধ্যতামূলক প্রয়োগ	আয়কর আইন, ভ্যাট আইন, কাষ্টমস্ আইনে প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজন, দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধনের জন্য সংসদে বিল উল্থাপন
২৬.	টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ	কার্যক্রম চলমান
২৭.	ভারতের সাথে বর্ডার হাট স্থাপন	২টি বর্ডার হাট চালু হয়েছে ; আরো ৪টি প্রক্রিয়াধীন
	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	
২৮.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ	রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের সাথে প্রাথমিক কার্যাদির জন্য State Export Credit চুক্তি এবং Nuclear Industry Information Centre স্থাপন বিষয়ক আরো একটি চুক্তি স্বাক্ষর
২৯.	কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন	-১ হাজার ৮৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		-ভারতের সাথে যৌথ উদ্যোগে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রারম্ভিক কাজ চলমান
৩০.	ক্ষুদ্র পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই	সম্ভাব্যতা যাচাই এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন
৩১.	বিদ্যুতের চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য দূরীকরণ	২০১৪ সাল নাগাদ পার্থক্য দূর করা সম্ভব হবে (চাহিদা- ৯,২৬৮ মে.ও.; উৎপাদন-৯,১৯৮মে.ও.)
৩২.	ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন	ইডকলের অর্থায়নে ধানের তুষ থেকে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন
৩৩.	২০২১ সালের মধ্যে প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া	৫৩টি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, ১৪টি প্রক্রিয়াধীন; আরো ২০০টি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ
৩৪.	জাতীয় জ্বালানি নীতি হালনাগাদকরণ	বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামতের অপেক্ষায় আছে
৩৫.	কয়লা নীতি প্রণয়ন	বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামতের অপেক্ষায় আছে
৩৬.	সমুদ্র উপকূলে গ্যাস অনুসন্ধান শুরু করা	সাঙ্গু ফিল্ড হতে দৈনিক প্রায় ১২.৫ মিলিয়ন ঘন ফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। - ২টি ব্লকে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য কনোকো ফিলিপস এর সাথে স্বাক্ষরিত উৎপাদন-বন্টন চুক্তির (Production Sharing Contract, PSC) ভিত্তিতে জরিপ কাজ শেষ - মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্রে তিনটি কুপ খনন শেষে গ্যাস উৎপাদন শুরু; বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রে ৬টি কুপের মধ্যে ৪ টিতে খনন কাজ শুরু; - বাপক্সে কর্তৃক মোট ৫২৬ কি. মি. ২ ডি সাইসমিক জরিপ এবং ১ হাজার ১৫০ বর্গ কি.মি. ৩ডি সাইসমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন
৩৭.	অনশোর /অফশোর গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করা	বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তির প্রেক্ষিতে অগভীর সমুদ্র অঞ্চলের ৯টি ব্লক এবং গভীর সমুদ্র অঞ্চলের ৩টি ব্লকসহ মোট ১২টি ব্লক অন্তর্ভুক্ত করে অফসোর বিডিং রাউন্ড ২০১২ চূড়ান্তভাবে ঘোষণা
৩৮.	বাপেক্স কর্তৃক কাপাসিয়া/	কাপাসিয়া, সুন্দলপুর ও শ্রীকাইলে মোট প্রায় ১

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	মোবারকপুর/সুন্দলপুর/ শ্রীকাইলে অনুসন্ধান কুপ খনন	হাজার মিটার কুপ খনন সম্পন্ন
৩৯.	দেশের পশ্চিম/দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সুবিধা সম্প্রসারণে ৩৫৬ কি. মি. লাইন নির্মাণ	এডিবি ও জিওবি-র অর্থায়নে ৪টি পাইপলাইন নির্মাণ করা হচ্ছে
৪০.	বাপেক্সকে শক্তিশালীকরণ	বাপেক্সকে শক্তিশালী করতে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জনবলকে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনকি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হচ্ছে
৪১.	ডিসেম্বর, ২০১২ এর মধ্যে কাতার থেকে দৈনিক ৫০০ ঘনফুট গ্যাসের সমপরিমাণ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি	জুন ২০১৩ নাগাদ কাতার থেকে দৈনিক ৫০০ ঘনফুট গ্যাসের সমপরিমাণ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত
৪২.	টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২	খসড়া আইন সংশোধিত হচ্ছে, অচিরেই সংসদে উপস্থাপন করা হবে
৪৩.	ইস্টার্ন রিফাইনারির পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধি	কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
৪৪.	একক নোঙর প্রতিষ্ঠা (Installation of Single Point Mooring)	আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি (Crude Oil) ও ডিজেল স্বল্পসময়ে খালাস ও খালাসের সময় অপচয়রোধে একক নোঙর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান
সমন্বিত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন		
৪৫.	জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১২	জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১২ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন
৪৬.	উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	বিএডিসি-র মাধ্যমে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহের কার্যক্রম চলমান
৪৭.	শস্যবীমা	কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলায় বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৪৮.	জমি বন্যামুক্ত করে সেচ সুবিধা প্রদান	১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা সম্পন্ন হলে ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে
৪৯.	ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সম্প্রসারণ	সেচের কাজ ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এর ব্যাপ্তি বাড়ানোর কাজ চলমান
৫০.	লবণাক্ততা প্রতিরোধ ও	আগামী পাঁচ বছরে ৫ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমি

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	জলাবদ্ধতা দূর করে জমি পুনরুদ্ধার	পুনরুদ্ধার করে ৯ হাজার ৫৮৬টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে
৫১.	কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভুমি ব্যবহার আইন, ২০১১ প্রণয়ন	আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে
৫২.	হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নে সমন্বিত মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন	সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান তৈরির লক্ষ্যে প্রাক-সমীক্ষার কাজ সমাপ্ত
৫৩.	বার্ড ফ্লু নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন উৎপাদনের লক্ষ্যে মানসম্মত ও আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন	প্রাণী রোগ নির্ণয়, প্রতিষেধক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণা সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প চলমান
৫৪.	প্রাণীসম্পদ খাতের চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি	উপজেলা পর্যায়ে চাষীদের প্রশিক্ষণের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন
৫৫.	মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চলে হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প	উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলায় ৩৫টি উপজেলার ১৫৩টি ইউনিয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
৫৬.	যুগোপযোগী খাদ্যনীতি প্রণয়ন	কার্যক্রম চলমান
৫৭.	খাদ্য মজুদ/খাদ্যসংগ্রহ/খাদ্য বিতরণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ	ইতোমধ্যে মজুদবিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে এসআরও জারি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্য মজুদ প্রায় ১১ লক্ষ মেট্রিক টন, সংগ্রহ প্রায় ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন।
৫৮.	খাদ্য গুদামের সম্প্রসারণ	সরকারি খাদ্য গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে
৫৯.	ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির উৎসের ওপর নির্ভরতা ৫০:৫০ এ নামিয়ে আনা	ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির উৎসের ওপর নির্ভরতা ৫০:৫০ এ নামিয়ে আনার কাজ চলমান। বর্তমানে এ নির্ভরতা ১.৭ : ৯৮.৪
৬০.	গড়াই পুনরুদ্ধার	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলমান
৬১.	লবনাক্ততার ঝুঁকি হ্রাস ও সমুদ্র থেকে জমি উদ্ধার	বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান
৬২.	ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং নদী ব্যবস্থাপনা	গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং মেঘনা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু
৬৩.	গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণ	সমন্বিত গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনার জন্য গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণে চলমান সমীক্ষা দুই বছরের মধ্যে শেষ হবে

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৬৪.	গড়াই নদীর ওপর শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ	প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ কাজ সম্পন্ন
৬৫.	জলাবদ্ধতা নিরসন এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ	২০১১-১২ অর্থবছরে ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০.১৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সুবিধা সম্পসারণ। চলতি বছরে ১২ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন
৬৬.	নদীশাসন ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা	এ লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্প প্রায় শেষ পর্যায়ে
৬৭.	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	বর্তমানে ৩দিনের আগাম পূর্বাভাস দেয়া হচ্ছে; ৭ দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদানের জন্য কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে
৬৮.	উপকুলীয় এলাকায় লবনাক্ততার পূর্বাভাস ও বেসিন উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ	আন্তঃআঞ্চলিক সমঝোতার ভিত্তিতে সম্পাদনের জন্য Bangladesh development Forum এ বিষয়টি উল্থাপন
৬৯.	ঢাকার চারপাশের নদীতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ নিশ্চিতকরণ	প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন
৭০.	উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১০ হাজার পরিবারের পুনর্বাসন	কার্যক্রম চলমান
৭১.	প্রতিটি গ্রোথ সেন্টারকে জেলা সদরের সাথে সংযুক্তকরণ	মোট ২০৫১ টি গ্রোথ সেন্টারের মধ্যে ৯৫% কে জেলা সদরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে
৭২.	নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন	নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ইতোমধ্যে ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে ৪৯ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলছে
৭৩.	সবার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	- পল্লী এলাকায় প্রতি ৯২ জনের জন্য একটি নিরাপদ পানির উৎস রয়েছে; - পানি সরবরাহ কভারেজ বর্তমানে ৮৮%; - গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার দেড় লক্ষাধিক আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস স্থাপন এবং ৮২টি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ; -আরো সোয়া লক্ষ পানির উৎস এবং ১২৫টি পানির পাইপ স্থাপনের কাজ চলছে; এসকল প্রকল্প সমাপ্ত হলে পল্লী এলাকায় পানির কভারেজ শতকরা ৯৩ ভাগে উন্নীত হবে -পৌর এলাকায় পানির কভারেজ বর্তমানে ৯৯ শতাংশ

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৭৪.	নগরবাসীর পানির চাহিদা পুরণ	ঢাকা ওয়াসা নিরাপদ পানির কভারেজ শতকরা ৯২ ভাগ থেকে শতভাগে উন্নীত করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে
৭৫.	ধাঙ্গার জনগোষ্ঠীর আবাসিক সমস্যা সমাধানে কলোনি স্থাপন	ঢাকা মহানগরীতে সুইপার কলোনী নির্মাণের কাজ চলমান আছে
সামগ্রিক শিক্ষা খাত		
৭৬.	প্রাথমিক পর্যায়ের ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষককে জাতীয়করণ	প্রাথমিক পর্যায়ের ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষককে জাতীয়করণের কাজ শুরু হয়েছে
৭৭.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার হার ৫৮.৪ শতাংশে উন্নীতকরণ	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার হার ৫৮.৪ শতাংশে উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান
৭৮.	শিক্ষানীতি অনুযায়ী স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা	শিক্ষা কর্ম কমিশন গঠন প্রক্রিয়াধীন
৭৯.	বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	১ হাজার ৩৮৩টি বিদ্যালয় নির্বাচন সম্পন্ন
৮০.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান যাচাইয়ের জন্য এক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন	এক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন
৮১.	২০১৩ সালের মধ্যে কম্পিউটার/কারিগরি শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক করা	নতুন কারিকুলামে কম্পিউটার/কারিগরি শিক্ষা অধ্যায় সংযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত
৮২.	প্রতি উপজেলায় টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপন	আপাতত ৩৫টি উপজেলায় ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলমান।
৮৩.	মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন	-Secondary Education Sector Development Program (SESDP) এর মাধ্যমে ১ হাজারটি মাদ্রাসার আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান - মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৬ষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার কোর বিষয়সমূহে অভিন্ন বাধ্যতামূলক বিষয় চালু
৮৪.	পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু	স্নাতক পর্যায়ে ৪০% ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান বাস্তবায়নাধীন। তবে বিল, হাওর ও দুর্গম

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		এলাকায় ১০০% ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে
৮৫.	২০১১-১২ অর্থবছরের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৫০ থেকে ১:৪০ হ্রাসকরণ	অনুপাত কমিয়ে আনার কার্যক্রম অব্যাহত। বর্তমানে এ অনুপাত ১:৪৭।
৮৬.	প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূন্যতম ৫ জন শিক্ষক নিযুক্ত রাখা	এ লক্ষ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৯০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ
৮৭.	২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ১০০ ভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ	২০১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ৯৯.৩ ভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে
৮৮.	প্রাথমিক স্তরে ২০২১ সালের মধ্যে কম্পিউটার/কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা	নতুন কারিকুলামে কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষা অধ্যায় সংযোজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত
৮৯.	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন	১ হাজার ৩ শত ৮৩টি বিদ্যালয় নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, ৯৪২ টি দরপত্র আবান করা হয়েছে
৯০.	চর/হাওর/চা-বাগান/দুর্গম এলাকায় শিশুবান্ধব শিখন কেন্দ্র স্থাপন	দুর্গম এলকায় বিশেষ ডিজাইনে শিশুবান্ধব শিখন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ‘সেকেন্ড চান্স এন্ড অলটারনেটিভ এডুকেশন’ প্রকল্প গৃহীত
৯১.	অতিদরিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালুকরণ	এ পযর্ন্ত মোট ৭২টি উপজেলায় ২৮.৪ লক্ষ শিক্ষার্থীকে স্কুল ফিডিং কমর্সূচির আওতায় আনা হয়েছে
৯২.	বিজ্ঞান চর্চা/গবেষণাকর্মের সুযোগ বৃদ্ধি	বিভিন্ন বিশ্ব বিদালয়ে ১১৯টি প্রকল্পের আওতায় গবেষণা কার্যক্রম চালু
৯৩.	এলাকাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা	দেড় হাজার কলেজে একাডেমিক ভবন ও ১৬৭টি উচ্চ বিদ্যলয়ের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ক প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন
৯৪.	দেশের প্রতিটি উপজেলায় টেকনিকাল ইনস্টিটিউট স্থাপন	এ বিষয়ে গ্রহীত প্রকল্পের পুন:গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ
৯৫.	রাঙ্গামাটিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ওপ্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ক প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন
৯৬.	শেখ মুজিব মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা	শেখ মুজিব মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি আইন ২০১২ খসড়া প্রণয়ন
৯৭.	দেশের সকল শিক্ষা	ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	প্রতিষ্ঠানে ই-লার্ণিং চালু করা	স্থাপন, ওয়েবসাইট স্থাপনসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	
৯৮.	বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন	বিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন
৯৯.	জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগীকরণ	জনসংখ্যা নীতির খসড়া প্রণয়ন
১০০.	টেলি-মেডিসিনের প্রসার সাধন	টেলি-মেডিসিনের প্রসার সাধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে
১০১.	নার্স/প্যারামেডিকস এর সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধি	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইন সার্ভিস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মী গড়ে তোলা হচ্ছে
১০২.	ইন্সটিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস স্থাপন	ইন্সটিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
১০৩.	নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীতকরণ	৭টি নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে
	ভৌত অবকাঠামো	
১০৪.	Integrated Multimodal Transport Policy (IMTP) চূড়ান্তকরণ	জাতীয় বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা,২০১৩ মন্ত্রিপরিষদ সভার অনুমোদনের জন্য প্রেরণের অপেক্ষায় আছে
১০৫.	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠন	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩ বিল আকারে উপস্থাপনের জন্য জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৬.	Mass Rapid Transit (MRT) লাইন-৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম	Mass Rapid Transit (MRT) লাইন-৬ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতোমধ্যে Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠিত হয়েছে।
১০৭.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান আছে
১০৮.	Bus Rapid Transit (BRT) চালুকরণ	২০১২-১৬ মেয়াদে ২ হাজার ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার (BRT) লাইন নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান।
১০৯.	ঢাকা Elevated Express Way নির্মাণ	ঢাকা Elevated Express Way নির্মাণের কাজ চলমান

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১১০.	২০ বছর মেয়াদি রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্তকরণ	২০ বছর মেয়াদি মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন
১১১.	রেলওয়ে সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন	চলমান প্রকল্পটি ২০১৪ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে।
১১২.	ঢাকা চট্টগ্রাম রেলপথ দু'লাইনে উন্নীতকরণ	তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান আছে
১১৩.	ঢাকা-টঙ্গী, জয়দেবপুর এবং ঢাকা নারায়নগঞ্জ এর মধ্যে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ	এ বিষয়ক প্রকল্প একনেকে অনুমোদন শেষে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান
১১৪.	বাংলাদেশকে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়েতে যুক্তকরণ	বাংলাদেশের সাথে যুক্ত ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের ৩টি রুটের বিপরীতে গৃহীত প্রকল্পসমূহে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি কাজ সম্পন্ন
১১৫.	পদ্মা সেতু নির্মাণ	নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ; বাজেটে এখাতে মোট ৬ হাজার ৮৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে
১১৬.	দ্বিতীয় পদ্মা সেতু ও বেকুটিয়া সেতু নির্মাণ	পিপিপি ভিত্তিতে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু; বেকুটিয়া সেতু নির্মাণের চলমান সম্ভাব্যতা সমীক্ষা জুন, ১৩ নাগাদ সম্পন্ন হবে
১১৭.	ক) চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীতে টানেল নির্মাণ খ) ঢাকার জাহাঙ্গীর গেট হতে রোকেয়া সরনী পর্যন্ত টানেল নির্মাণ	- চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীতে টানেল নির্মাণ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা রিপোর্ট জুন, ২০১৩ নাগাদ সম্পন্ন হবে - ঢাকার জাহাঙ্গীর গেট হতে রোকেয়া সরনী নির্মাণ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা জুন, ২০১৩ নাগাদ শেষ হবে
১১৮.	হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে চন্দ্রা পর্যন্ত ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস নির্মাণ	৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেস নির্মাণের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন
১১৯.	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে ৫টি ফ্লাইওভার নির্মাণ	কাযর্ক্রম চলমান আছে
১২০.	২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ	এ বিষয়ক প্রকল্প একনেকে অনুমোদন শেষে বাস্তব কাজ শুরু হয়েছে
১২১.	বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধি	রানওয়ে নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন, বোর্ডিং ব্রীজ, হোল্ডিং লাউঞ্জ, কানেকটিং করিডোর ইত্যাদি নির্মাণ, উড়োজাহাজ ক্রয়

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		ইত্যাদি কাজ চলমান আছে
১২২.	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নির্মাণ	কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে
১২৩.	পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন	পর্যটন আকর্ষণ, হোটেল/মোটেলের ইত্যাদির তথ্য বাংলাও ইংরেজি পুস্তকাকারে প্রকাশ, ইন্টার অ্যাকটিভ মাল্টিলিংগুয়াল ওয়েবসাইট তেরি, ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট গেটওয়েতে যুক্ত হওয়া, অনলাইন রিজার্ভেশন ইত্যাতি নানাবিধ কার্যক্রম চলমান
১২৪.	নৌ-পথের নাব্যতা বৃদ্ধি ও নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়নে সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম	গত তিন বছরে ৫৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি চলমান প্রক্রিয়া।
১২৫.	ঢাকার চারদিকে বৃত্তাকার নদীপথ চালু	শতকরা ৮৩ ভাগ কাজ শেষ। জুন, ২০১৩ নাগাদ শেষ হবে
১২৬.	সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন	সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০১২ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদন
১২৭.	পশুর নদী/পোতাশ্রয় এলাকায় খনন কাজ	কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে
১২৮.	মংলা বন্দরের আধুনিকায়ন	মংলা বন্দরের উন্নয়নের জন্য ৪৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন
১২৯.	স্থল বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	বর্তমানে স্থল বন্দরের সংখ্যা ১৮টি। ৬টি BOT ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। বাকি গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
১৩০.	চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি- নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে (৯৯.৫% শেষ)
১৩১.	মংলা বন্দরের জন্য কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন	কার্যক্রম চলমান।
১৩২.	২০১৫ সাল পর্যন্ত বোয়িং কোম্পানির ১০টি উড়োজাহাজ ক্রয়	২টি উড়োজাহাজের সরবরাহ পাওয়া গেছে। এ বছরে আরো ২টি উড়োজাহাজ পাওয়া যাবে
১৩৩.	২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য আধুনিক মানসম্মত নগরজীবন নিশ্চিত করা	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও দেশের নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গুলোর মাধ্যমে প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ এবং স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৩৪.	আগামী তিন বছরে স্বল্প/মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ২২ হাজার ৮০০টি প্লট উন্নয়ন/২৬ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ	ইতোমধ্যে ২৫ হাজার ৩৮৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে; ৪৩ হাজার ৬১২ প্লট উন্নয়ন এবং ৩১ হাজার ৮৫৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলমান
১৩৫.	ইউনিয়ন/উপজেলায় গ্রোথ সেন্টারভিত্তিক পল্লীনিবাস গড়ে তোলা	কার্যক্রম চলমান
১৩৬.	জাতীয় গৃহায়ন নীতি, ১৯৯৯ সংশোধন	জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা ২০১২ প্রণয়নের কাজ চলমান
১৩৭.	Bangladesh National Building Code সংশোধন	Bangladesh National Building Code সংশোধনের কাজ চলছে।
১৩৮.	সুসমন্বিত ভূমি ও আবাসন ব্যবহারের নীতি-কাঠমো তৈরি	ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষন ও অপসারণ) বিধিমালা ২০১২ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান
১৩৯.	ঢাকা শহরের চারদিকে চারটি স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণ	মুন্সিগঞ্জ, সাভার,মানিকগঞ্জ ও ধামরাই- এ অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের প্রকল্প প্রণয়ন
১৪০.	নগর অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা আইন ২০১১ আইন প্রণয়ন	নগর অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার আইন ২০১১ এর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন
	শিল্পায়ন	
১৪১.	ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগ/কুটির শিল্প/স্ব-কর্মসংস্থান/স্ব-প্রণোদিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিকাশে প্রণোদনা প্রদান	প্রশিক্ষণ,স্বল্প সুদে ঋণ, উন্নত অবকাঠামো সম্বলিত প্লট বরাদ্দ পণ্য বিপনন সহায়তা ইত্যাদি প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত
১৪২.	এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান	বাংলাদেশ বাংকের চারটি তহবিলের মাধ্যমে ৭ হাজার ১২৪টি নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৫ শত কোটি টাকার অধিক পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রদান
১৪৩.	ট্রানজিট বিষয়ক সম্ভাব্যতা যাচাই	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোর কমিটি গঠন এবং রিপোর্ট পেশ সম্পন্ন।
১৪৪.	কক্সবাজার উন্নয়ন আইন	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদন
১৪৫.	BSTI শক্তিশালীকরণ	বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে
১৪৬.	কৃষি ও শিল্পঘণ শিল্পের বিকাশকে অগ্রাধিকার প্রদান	অগ্রাধিকার প্রদান নীতিমালা অব্যাহত আছে

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৪৭.	শাহজালাল সার কারখানা নামে একটি নতুন সার কারখানা প্রতিষ্ঠা	নির্মাণ কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে
১৪৮.	মুন্সিগঞ্জে একটি ঔষধ শিল্প পার্ক স্থাপন	নির্মাণ কাজ চলমান আছে
১৪৯.	চামড়া শিল্প নগরী স্থাপন	যাবতীয় অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন
১৫০.	কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ	নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে
১৫১.	ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ	নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে
১৫২.	চিরতরে রুগ্ন শিল্প সমস্যা সমাধানে আইনী কাঠামো গঠন	প্রক্রিয়াধীন
১৫৩.	চালু শিল্প কারখানাকে সংস্কার করে উৎপাদনমুখী করা	এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে
১৫৪.	সরকারি চিনি কারখানাসমূহ সারা বছর চালু রাখতে অমৌসুমে রসদ হিসেবে আখের পরিবর্তে বিট ব্যবহার	প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে
১৫৫.	পাটের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার	অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের বহুমুখী ব্যবহার উদ্বুদ্ধকরণ, বিশ্বে পাটের বাজার সম্প্রসারণসহ নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে
১৫৬.	বিজিএমসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর	কার্যক্রম চলমান আছে
জলবায়ু ও পরিবেশ		
১৫৭.	জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩	খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৫৮.	বুড়িগঙ্গা নদী দূষণমুক্তকরণ	প্রকল্প চলমান
১৫৯.	২০১৫ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ ভূমি বনায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ	- ব্লক ও স্ট্রীপ বাগান সৃজন, চারা বিতরন, বৃক্ষরোপন, সামাজিক বনায়ন, পুন:বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে - বর্তমানে অগ্রগতির হার প্রায় ১৩ শতাংশ।
১৬০.	জলবায়ূ পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা/ কৌশল	-Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan ২০০৯ এর আওতায় ৬টি thematic area-য় সামগ্রিক জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। -নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড গঠন

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		-উন্নয়ন সহযোগী দেশের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilience Fund গঠন
১৬১.	বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ	পরিবেশবান্ধব ইটের ভাটা নির্মাণের বিষয়ে বাধ্যবাঁধকতা আরোপ এবং উদ্বুকরণ
১৬২.	শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	-কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। ভেটিং এর প্রক্রিয়ায় আছে - ইলেকট্রণিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১২ এর চূড়ান্ত খসড়া লেজিসলেটিভ বিভাগের ভেটিং এর অপেক্ষায় আছে
১৬৩.	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	প্রায় ২০ হাজার জলজ গাছের চারা রোপন, প্রায় ১ হাজার হেক্টর ম্যানগ্রোভ বনায়ন; বনজ, ফলজ ও ঔষধি শ্রেণির প্রায় ২ লক্ষ চারা রোপন; ৫টি সামুদ্রিক হ্যাচারি, ১৪টি পাখি সংরক্ষণ এলাকা ও ৪টি মাচ সংরক্ষণ এলাকা প্রতিষ্ঠা; স্থানীয় জনগণকে বিকল্প জীবিকার সংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান
ডিজিটাল বাংলাদেশ		
১৬৪.	দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে বাংলাদেশকে যুক্তকরণ	২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত করার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হবে
১৬৫.	দেশের সব উপজেলায় ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন	৪৮৪ টি উপজেলার মধ্যে ৪৭৮ টিতে বিটিসিএল এর ডিজিটাল এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে; ব্রডব্যান্ড ও অপটিক্যাল ফাইবার এর মাধ্যমে সকল উপজেলায় ইন্টারন্টে ব্যবহারের সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
১৬৬.	টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক উন্নয়ন	১ হাজার ৪৫০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন সম্পন্ন। ৩জি নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি প্রবর্তন ও ২.৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প চলমান।
১৬৭.	Digital File Tracking System চালু	পরীক্ষামূলকভাবে Digital file tracking system চালু।
১৬৮.	২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স এ উত্তরণ	২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স-এ উত্তরণের লক্ষ্যে ই-ফাইলিং, ই-সার্ভিস প্রদানসহ দেশব্যাপী সরকারি দপ্তরসমূহে নেটওয়ার্ক স্থাপন ও এপ্লিকেশন উন্নয়নের কাজ চলমান

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৬৯.	দেশব্যাপী উপজেলা/গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন	বর্তমানে ৪৭৮টি উপজেলা ও ৫৫টি ব্যবসাকেন্দ্রে বিটিসিএল এর ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কাজ করছে
১৭০.	পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত ৫৫ কি.মি. অপটিকাল ক্যাবল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা	জুন, ২০১৩ এর মধ্যে শেষ হবে
১৭১.	দেশের ৪৪৮টি উপজেলাকে টেলিটকের নেটওয়ার্কের আওতায় আনা	৪৪৮টি উপজেলা খুব শীঘ্রই টেলিটকের নেটওয়ার্কের আওতায় চলে আসবে
১৭২.	৮ হাজার গ্রামীণ পোষ্ট অফিস এবং ৫০০ উপজেলা ডাকঘরকে ই-সেন্টারে রূপান্তর	চলতি অর্থবছরের মধ্যে ১৫০টি শাখা ও উপজেলা ডাকঘরকে ই-সেন্টারে রূপান্তরের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে
১৭৩.	ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা চালু	সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু; ক্রমান্বয়ে সকল সরকারি দপ্তরে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণ
১৭৪.	গাজীপুরে কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক এবং জনতা টাওয়ারে একটি সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ	কার্যক্রম চলমান আছে
১৭৫.	২০১৩ সাল নাগাদ সারাদেশে ২০ হাজার ৫০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা	৩৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, ৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে smart classroom স্থাপন সহ শিক্ষা মন্ত্রণালেয়ের মাধ্যমে দেশের ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ
১৭৬.	প্রতিবছর ৪ হাজার কম্পিউটার প্রকৌশলি ও বিজ্ঞানী তৈরি	কম্পিউটার গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জাতীয় আইসিটি ইন্টার্ণশীপ কার্যক্রম চলমান
১৭৭.	Digital file tracking System চালুকরণ	বিষটি প্রক্রিয়াধীন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২৪৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান
১৭৮.	SASEC Information Highway প্রকল্প বাস্তবায়ন	এ প্রকল্পের আওতায় ২৫টি কেন্দ্রে ভিলেজ নেট ওয়ার্ক ও রিজিওনাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ চলমান
১৭৯.	হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা এবং আইসিটি ভিলেজ স্থাপন	সকল বিভাগীয় শহরে একটি করে আইটি ভিলেজ/এসটিপি স্থাপনের কার্যক্রম গৃহীত
১৮০.	ঢাকাসহ সকল বিভাগীয়	ঢাকার মহাখালীসহ ৭টি বিভাগীয় শহরে IT

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	শহরে টেকনোলজি পার্ক স্থাপন	village স্থাপনের জন্য feasibility study চলমান
১৮১.	ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স আর্কিটেকচার নির্মাণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A২১ এর আওতায় কার্যক্রম চলমান
দারিদ্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা		
১৮২.	২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা	২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার কার্যক্রম চলমান; বর্তমানে এ হার ৩১.৫ শতাংশ
১৮৩.	প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবা/সহায়ক উপকরণ সরবরাহ	২০০৯-১২ সময়ে ৩৪টি জেলায় প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৫টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' স্থাপন সম্পন্ন।
১৮৪.	শহরে নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি	সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭৭ হাজার ৬০০ তে উন্নীত ও জনপ্রতি ৩৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান
১৮৫.	দরিদ্র মা'র মাতৃত্বকালীন ভাতা ৩৫০ টাকায় উন্নীতকরণ	১ লক্ষ ১ হাজার ২০০ দরিদ্র মা'-কে ভাতা প্রদান
১৮৬.	প্রতিবন্ধী জরিপ	প্রতিবন্ধীতা জরিপ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে
১৮৭.	ভিক্ষাবৃত্তির অবসান	ভিক্ষুকদের পাইলট জরিপ সম্পন্ন; ভিক্ষুক পুনর্বাসন শুরু
১৮৮.	অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ডাটাবেজ ও ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার তৈরি	ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান
১৮৯.	সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য পেনশন স্কীম চালুকরণ	পেনশন স্কিম কার্যক্রম চালুকরণের কাজ চলমান। ইতোমধ্যে পাইলট ভিত্তিতে নীলফামারি জেলার সদর উপজেলায় এ কার্যক্রম চালু
১৯০.	যুগোপযোগী খাদ্যনীতি প্রণয়ন	প্রক্রিয়া চলমান আছে
১৯১.	অতিদ্ররিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	কার্যক্রম চলমান
১৯২.	কাবিখা, ভিজিএফ, টিআর, জিআর কার্যক্রম	চলমান
১৯৩.	উপকূলীয় এলাকায় বেড়িবাঁধ শক্তিশালীকরণ ও পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	কার্যক্রম চলমান
১৯৪.	আইলা বিধ্বস্ত এলাকায় নির্মিত ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহসমূহে ইটের দেয়াল নির্মাণ	এ বিষয়ক প্রকল্প অনুমোদিত; কার্যক্রম শুরু

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	ও দরজা জানালা সংযোজন	
১৯৫.	দূর্যোগের ঝুঁকি নিরূপন এবং এ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহারিক গাইড প্রণয়ন	মোট ৩৪টি জেলায় ২৭৬টি ইউনিয়নে ১ হাজার ৯০৪টি ক্ষুদ্র ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্পে মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ; কার্যক্রম অব্যাহত
১৯৬.	ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি,	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈর সম্পন্ন। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও টাংগাইলের ভূমিকম্প ঝূঁকি মানচিত্র তৈরির কাজ শুরু
১৯৭.	দূর্যোগ মোকাবেলায় স্থায়ী আদেশাবলী হালানাগাদকরণ	২০১০ সালে দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থায়ী আদেশাবলী হালনাগাদকরত মুদ্রণ সম্পন্ন
যুব ও ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং ধর্ম		
১৯৮.	ক্ষুদ্র ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ	ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশে ৯টি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন
১৯৯.	দেশের সকল এলাকায় গণগ্রন্থাগার গড়ে তোলা	১ম পর্যায়ে ১৫৪টি উপজেলায় সরকারি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে
২০০.	নিউইয়র্ক ও কলকাতায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চালু	কলকাতায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু
২০১.	মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম	অব্যাহত আছে
২০২.	হজ্জ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	আবেদন ফরম পুরণ, তথ্য আদান প্রদান সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে আইটির প্রয়োগ, চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে; আরো উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে
২০৩.	পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন	চুক্তির অধিকাংশ বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছে; অন্যান্য বিষয় চলামান আছে
২০৪.	পার্বত্য অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়ন- মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক চালু রাখা, কমিউনিটি স্কুল ও প্রাক- প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি বিদ্যালয় চালু রাখা; পাড়া কেন্দ্র স্থাপন;	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তাবায়িত হচ্ছে

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	যথোপযুক্ত পানীয় জলের উৎস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	
২০৫.	ন্যাশনাল সার্ভিস কমর্সূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	মোট ৫৬ হাজার ৫৪ জন যুবক ও যুব মহিলাকে অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রদান
২০৬.	জেলা পর্যায়ে স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের আধুনিকায়ন ও সংস্কার	এ বিষয়ে গৃহীত প্রকল্প অনুমোদনের বিষয় প্রক্রিয়াধীন আছে
২০৭.	বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলাধুলা পুনরুজ্জীবিতকরণ	গ্রামীণ খেলাধুলা প্রতিযোগিতা কর্মসূচি চলমান
২০৮.	২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৬৫ জন বেকার যুবক ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান
নারী ও শিশু কল্যাণ		
২০৯.	পোশাক ফ্যাক্টরীতে শিশু যত্ন ও মাতৃ ক্লিনিক স্থাপন	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের ৪টি গার্মেন্টস্ অধ্যুষিত এলাকায় ১০টি ডে-কেয়ার সেন্টারে গার্মেন্টস্ কর্মীদের জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব কেন্দ্র স্থাপন কর্মসূচির প্রস্তাব তৈরি
২১০.	শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার-এর সংখ্যা বৃদ্ধি	৩২টি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু। আরও ৩টি নির্মাণের কাজ চলমান।
২১১.	বড় বড় শহরে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন	বড় বড় শহরে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন এবং কার্যক্রম শুরু
২১২.	অনগ্রসর শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠনিক শিক্ষা প্রবর্তন	এ লক্ষ্যে প্রণীত শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ নীতিমালা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে; শিশু প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিত মান এর খসড়া প্রণীত
২১৩.	অনগ্রসর নারী/শিশুর প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার পদক্ষেপ গ্রহণ	Promotion of Gender Equality and Women's Empowerment প্রকল্পের আওতায় নারী অধিকার, প্রজনন স্বাস্থ্য, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে করনীয় বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে
২১৪.	শিশু শ্রম বন্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ	জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এর আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে
২১৫.	নারীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৩৪টি জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ	জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে দেশেরে ৩৪টি জেলায় কর্মসূচি বাস্তাবায়িত হচ্ছে

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২১৬.	ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে এনে শিশু শ্রমিকদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান	৫০ হাজার শিশু শ্রমিককে তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার করে উপানুষ্ঠনিক শিক্ষা প্রদানসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে
কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ		
২১৭.	দক্ষতা উন্নয়ন, জনশক্তি ও রেমিট্যান্স সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান	কার্যক্রম চলমান
২১৮.	শ্রমশক্তি বিভাজনে আঞ্চলিক সমতা বিধান	'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১২' এর আওতায় শ্রমশক্তি বিভাজনে আঞ্চলিক সমতা বিধানে ডাটাবেজ তৈরি ও সুষম দক্ষতা উন্নয়নে কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ
২১৯.	২০১৪ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজন সদস্যের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ	কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে
২২০.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির আওতায় কর্মপরিকল্পনা তৈরি; জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা; দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিকে বেগবান করতে আইন ও বিধি প্রণয়ন	কার্যক্রম চলমান আছে
২২১.	শ্রমবাজার সম্প্রসারণ	নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান এবং বিদ্যমান বাজার সম্প্রসারণে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে; - প্রতিবছর বিদেশে প্রায় ৬ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে - আগামী ৫ বছরে ৫ লক্ষ শ্রমিক প্রেরণের জন্য মালয়েশিয়ার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর; - মহিলা শ্রমিক নেয়ার বিষয়ে হংকং ও জর্ডনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর - ২৩টি নতুন শ্রম উইং খোলাসহ ১৫০টি পদ সৃজনের প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন
২২২.	৩০টি নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২১টি কারগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে। বাকিগুলো প্রক্রিয়াধীন।
২২৩.	৫টি মেরিন টেকনোলজি	নির্মাণ কাজ চলমান

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	ইনস্টিটিউট স্থাপন	
২২৪.	আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ	কার্যক্রম অব্যাহত আছে
	মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ	
২২৫.	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ	সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মান প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ২২টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। - সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ ও মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের জন্য ভবন নির্মানের কাজ চলমান আছে
২২৬.	৬০ বা তদূর্ধ্ব বয়সের মুক্তিযোদ্ধাদের রেল,বাস ও লঞ্চে বিনামূল্যে চলাচলের সুযোগ প্রদান	সংখ্যা নির্ধারণ ও তালিকা প্রণয়নের কাজ অব্যাহত আছে
২২৭.	মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হালনাগাদকরণ	কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি পুনঃগঠন করা হয়েছে।
২২৮.	আগামী অর্থবছরে সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাকে ভাতার আওতায় আনা	বর্তমানে ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার; সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাকে ভাতার আওতায় আনার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
২২৯.	মুক্তিযোদ্ধাদের গণকবর চিহ্নিতকরণ	গণকবরসমূহ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ
২৩০.	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংস্থান	২ হাজার ৯৭১ ইউনিট আবাসন নির্মাণ; 'অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান নির্মাণ' প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত
২৩১.	মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মকর্মসংস্থান তহবিল	বিআরডিবির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে
২৩২.	খেতাবপ্রাপ্ত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের VIP মর্যাদা/সুবিধা প্রদান	খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের রাস্ট্রীয় সম্মান প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ; নীতি প্রণয়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে
২৩৩.	ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য ২ হাজার ইউনিট আবাসন নির্মাণ	এ লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে
২৩৪.	মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরে একটি আবাসিক কাম বাণিজ্যিক	ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	ভবন নির্মাণ	
২৩৫.	মুক্তিযোদ্ধাদের রেশন প্রদান	৭ হাজার ৮৩৮টি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যকে রেশন প্রদান করা হচ্ছে
	সুশাসন	
২৩৬.	বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ	ফৌজদারি আইনে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে
২৩৭.	স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ	UNDP, UNCDF, European Union, SDC এর আর্থিক সহায়তায় Union Parishad Governance Project বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
২৩৮.	সকল উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর করে পরিকল্পিত উপশহর গড়া	কাযর্ক্রম চলমান আছে
২৩৯.	সবার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	সারাদেশে ৮৮ শতাংশ মানুষের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
২৪০.	সমন্বিত ব্যবস্থায় খাস জমি বিতরণ/আবাসন/কর্মসংস্থান/ আদর্শগ্রাম/আশ্রয়ন প্রকল্প পরিচালনা	ভূমি মন্ত্রণালয়ের আদর্শগ্রাম কর্মসূচির পর গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচির মাধ্যমে আশ্রয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
২৪১.	সরকারি কর্মচারি আইন, ২০১৩ প্রণয়ন	প্রশাসিনক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের অপেক্ষায় আছে
২৪২.	Performance Based Evaluation System চালুকরণ	পরীক্ষমূলকভাবে প্রবর্তনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে
২৪৩.	জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা চূড়ান্তকরণ	চূড়ান্তকরণের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের নির্বাহি কমিটি সভার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে
২৪৪.	সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন	প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ও আধুনিক রণসরঞ্জাম সংগ্রহ এবং আধুনিক রণকৌশল সম্পর্কে তিন বাহিনীর সমন্বিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ
২৪৫.	দূর্নীতি দমন আইন সংশোধন	দূর্নীতি দমন (সংশোধন) বিল, ২০১১ জাতীয় সংসদে বিবেচনাধীন আছে
২৪৬.	জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন	খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে; বর্তমানে চূড়ান্তকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে
২৪৭.	অনলাইনে ভূমি রেকর্ড	-২০ উপজেলায় ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সংরক্ষণ, হালানগাদকরণ, ডিজিটাল জরিপ কাজ পরিচালনা, ডিজিটাল নকশা ও খতিয়ান প্রণয়ন, প্রচলিত খতিয়ানের পরিবর্তে ভূমি মালিকানা সনদ প্রবর্তন	চালুর লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন -২০১৪ সালের মধ্যে ৫৫ জেলায় Computerization of existing mouza maps and Khatian এর কাজ সম্পন্ন হবে -৩টি উপজেলায় ভূমি মালিকানা সনদ প্রবর্তনের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
২৪৮.	সম্পূর্ণ ভূমি ব্যবস্থাপনাকে এক দপ্তর থেকে সম্পন্ন করার পথনকশা প্রণয়ন	খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে
২৪৯.	ভূমি ব্যবহার ও সুরক্ষার বিষয়কে আইনে আওতায় নিয়ে আসা	কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১২ এর খসড়া প্রণয়ন
	রাজস্ব প্রশাসন	
২৫০.	প্রত্যক্ষ কর আইন সংশোধন	প্রত্যক্ষ কর আইন এর খসড়া প্রস্তুত শেষে সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে
২৫১.	দেশব্যাপী অন-লাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল সুবিধা চালুকরণ সারা দেশে সম্প্রসারণ।	সারা দেশে অন-লাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল সুবিধা সম্প্রসারণ কাজ চলছে
২৫২.	মাঠ পর্যায়ের আয়কর অফিসসমূহ Automation	মাঠ পর্যায়ের আয়কর অফিসসমুহে Automated System প্রবর্তনের কাজ চলছে
২৫৩.	TIN ব্যবস্থা আধুনিকায়ন	TIN ব্যবস্থা আধুনিকায়নে National ID Database এর সাথে অন-লাইন সংযোগ স্থাপন কার্যক্রম চলছে
২৫৪.	বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কার্যক্রম চট্রগ্রামে সম্প্রসারণ	এ লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে
২৫৫.	সৎ করদাতাদের উৎসাহিত করা	সৎ করদাতাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ কর প্রদানকারীদেরকে ট্যাক্স কার্ড প্রদান করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
২৫৬.	আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগ	আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে
২৫৭.	২০১১-১২ অর্থবছরের নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়ন	আইন প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
২৫৮.	অন-লাইনে মূসক নিবন্ধন ও	অনলাইনে মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন দাখিলের

ক্রমিক নম্বর	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	রিটার্ন দাখিল	সুবিধা প্রবর্তন ব্যবস্থা চলমান
২৫৯.	পিএসআই পদ্ধতি রহিতকরণ	পিএসআই পদ্ধতি অব্যাহত না রাখার বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে
২৬০.	বন্ড ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অটোমেশন	ASYCUDA World মাধ্যমে বন্ড ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের কাজ চলমান আছে

সারণি-৪: অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহের মধ্যে যেগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করা যায়নি

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
	ব্যবসা পরিবেশ
১.	নির্মাণ কর্মকান্ডে বিভিন্ন ছাড়পত্র গ্রহণের সুবিধার্থে ওয়ানস্টপ সেবাকেন্দ্র স্থাপন
২.	বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইনকানুন সহজীকরণ
৩.	২০১২ সালের মধ্যে ট্রেড পোর্টাল স্থাপনের কাজ সমাপ্তকরণ
	সমন্বিত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন
৪.	প্রতিগ্রামে অন্তত একটি জলাশয় সংস্কার ও সংরক্ষণ
৫.	বৃহত্তর জনগোস্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের একটি রূপরেখা প্রণয়ন
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
৬.	জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম কর্মসূচিকে ১২৩টি উপজেলায় সম্প্রসারণ
৭.	বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর অনুপাত ১ : ৩ : ৫ এ উন্নীত করা।
	ভৌত অবকাঠামো
৮.	ঢাকাকে ঘিরে বৃত্তাকার সড়ক নির্মাণ
৯.	ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার রেলপথ স্থাপন
১০.	ঢাকা ইস্টার্ণ বাইপাস সড়ক নির্মাণ
১১.	মগবাজার-মৌচাক পল্টন হতে ঢাকা মাওয়া সড়কে ফ্লাইওভার নির্মাণ
১২.	পিপিপির আওতায় আমিনবাজার থেকে পলাশী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন করিডোর নির্মাণ
১৩.	বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর
১৪.	রেল ব্যবস্থা বৈদ্যুতিকীকরণ
১৫.	ইউনিয়ন সেন্টার/বর্ধিষ্ণু গ্রাম/মফস্বল শহর/মহানগরের শহরতলীতে জনবসতি কেন্দ্র/টাউনশিপ গড়ে তোলা
১৬.	রাজউকে এককেন্দ্র সেবাসেল চালুকরণ
	নারী ও শিশু কল্যাণ
১৭.	২০১২-১৩ অর্থবছরের মধ্যে কন্যা শিশুদের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন
১৮.	কর্মজীবি মহিলাদের জন্য সকল জেলা সদরে হোস্টেল নির্মাণ
	সুশাসন
১৯.	ঢাকাসহ মহানগরীর ক্রমবর্ধমান পরিবহণ যানজট/পানি/ পয়ঃনালা/পরিবেশ সমস্যা সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ
২০.	সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ১০০ তে উন্নীতকরণ
	রাজস্ব প্রশাসন
২১.	ন্যাশনাল ট্যাক্স ট্রাইব্যুনাল গঠন
২২.	Reserve for Reward and Financial Incentives

ক্রমিক	বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম
	শিরোনামে একটি হিসাব প্রতিষ্ঠা
২৩.	Tax Information Management and Research Centre গঠন
	আর্থিক খাত
২৪.	স্টক একচেঞ্জের লেনদেন নিস্পত্তির জন্য পৃথক clearing and Settlement Company প্রতিষ্ঠা
	ডিজিটাল বাংলাদেশ
২৫.	ICT Capacity Development Company প্রতিষ্ঠা
২৬.	**জ্বালানি**
২৭.	ইস্টার্ন রিফাইনারির পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধি করা
২৮.	ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের জন্য বিধিবিধান প্রণয়ন

সারণি-৫ : সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে গৃহীত প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রমিক	খাত	প্রকল্প	বর্তমান অবস্থা	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন ডলার)
১.	সেতু	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	আর্থিক সমাপন অপেক্ষমান। চলাচলপথ পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত আলোচনা চলমান রয়েছে	১০৮৭.৮৯
২.	তথ্য- যোগাযোগ প্রযুক্তি	কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক	বেসরকারি পর্যায়ে নির্মাণের নিমিত্ত আইনী অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন	১২৫.০০
৩.	স্বাস্থ্য	ঢাকা হেমোডায়ালাইসিস সেন্টার	'রেজিস্ট্রেশন অব ইন্টারেস্ট' সম্পন্ন হয়েছে। **'রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল'** জারি হবে	১.০০
৪.	স্বাস্থ্য	চট্টগ্রাম হেমোডায়ালাইসিস সেন্টার	'রেজিস্ট্রেশন অব ইন্টারেস্ট' সম্পন্ন হয়েছে। **'রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল'** জারি হবে	১.৫৬
৫.	নৌপরিবহন	মংলা বন্দরে ২টি জেটি নির্মাণ	'রিকোয়েস্ট ফর কোয়ালিফিকেশন' জারি করা হয়েছে	৫০.০০
৬.	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	বুয়েট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক- সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে; 'রিকোয়েস্ট ফর কোয়ালিফিকেশন' জারি করা হয়েছে	১৪৭১
৭.	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত	শান্তিনগর-মাওয়া ফ্লাইওভার	সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা চূড়ান্ত হয়েছে	৩১২.৫০
৮.	সমাজ কল্যাণ	জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণের স্বাস্থ্য সেবা ও বিনোদন কমপ্লেক্স	আইএফসি'কে 'ট্রানজেকশন পরামর্শক' হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে	৫.৮৮
৯.	সড়ক	ঢাকা- চট্টগ্রাম এক্সেস কন্ট্রোলড হাইওয়ে	সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার জন্য অপেক্ষাধীন	১৫৮৫.০০
১০.	সড়ক	ঢাকা বাই-পাস সড়ক উন্নীতকরণ	সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার জন্য অপেক্ষাধীন	১১৪.০০
১১.	সড়ক	হেমায়েতপুর-মানিকগঞ্জ পিপিপি সড়ক	সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার জন্য অপেক্ষাধীন	৮৩.৫০
১২.	সড়ক	যাত্রাবাড়ি সুলতানা কামাল সেতু- তারাবো পিপিপি সড়ক	নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে	৪৪.০০
১৩.	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত	মিরপুর এনএইচএ গৃহায়ণ প্রকল্প	সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার জন্য অপেক্ষাধীন	৫৭.০৪
১৪.	সেতু	দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু (পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ)	নীতিগতভাবে অনুমোদিত	১৯০১.৬৫
১৫.	নৌপরিবহন	তৃতীয় সমুদ্রবন্দর স্থাপন	নীতিগতভাবে অনুমোদিত	১২০০.০০
১৬.	পর্যটন	১৮ গর্তবিশিষ্ট গলফ কোর্সসহ পাঁচ তারকা মানের সৈকত হোটেল	সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার জন্য অপেক্ষাধীন	১২৫.০০

ক্রমিক	খাত	প্রকল্প	বর্তমান অবস্থা	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন ডলার)
১৭.	নৌপরিবহন	লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল পিপিপি	সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার জন্য অপেক্ষাধীন	৬০.০০
			সর্বমোট =	**৮২২৫.০২**

সারণি-৬: স্থির মূল্যে (ভিত্তিবছর ১৯৯৫-৯৬) দেশজ উৎপাদ সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা

অবদান (শতকরা হার)										
খাত	**১৯৮০-৮১**	**১৯৮৫-৮৬**	**১৯৯০-৯১**	**১৯৯৫-৯৬**	**২০০০-০১**	**২০০৫-০৬**	**২০০৯-১০**	**২০১০-১১**	**২০১১-১২**	**২০১২-১৩***
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কৃষি	৩৩.০৭	৩১.১৫	২৯.২৩	২৫.৬৮	২৫.০৩	২১.৮৪	২০.২৯	২০.০১	১৯.৪২	১৮.৭০
শিল্প	১৭.৩১	১৯.১৩	২১.০৪	২৪.৮৭	২৬.২০	২৯.০৩	২৯.৯৩	৩০.৩৮	৩১.১৩	৩১.৯৯
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৪৯.১৪	৪৯.৭৮	৪৯.৬০	৪৯.৪৫	৪৯.৩০
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কৃষি	৩.৩১	৩.৩১	২.২৩	৩.১০	৩.১৪	৪.৯৪	৫.২৪	৫.১৩	৩.১১	২.১৭
শিল্প	৫.১৩	৬.৭২	৪.৫৭	৬.৯৮	৭.৪৫	৯.৭৪	৬.৪৯	৮.২০	৮.৯০	৮.৯৯
সেবা	৩.৫৫	৪.১০	৩.২৮	৩.৯৬	৫.৫৩	৬.৪০	৬.৪৭	৬.২২	৫.৯৬	৫.৭৩
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৩.৭৪	৩.৩৪	৩.২৪	৪.৪৭	৫.৪১	৭.০২	৬.২২	৬.৫৯	৬.২৮	৬.০৬

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

সারণি-৭: নির্বাচনী বছরে অর্থনৈতিক শিথিল গতি

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	রাজস্ব ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)	উন্নয়ন ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)	ঘাটতি (বিলিয়ন টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১৯৮৯-৯০	৫.৯	৬৭.৪	৫৭.১৭	৫৬.৭৯
১৯৯০-৯১	৩.৩	৭৩.১০	৫২.৬৯	৪৭.৫৭
১৯৯৪-৯৫	৪.৯	১০৩.০০	১০৩.০৩	৬৩.৯৩
১৯৯৫-৯৬	৪.৬	১১৮.১৪	১০০.১৬	৬৩.১৮
২০০০-০১	৫.৩	২০৬.৬২	১৬১.৫১	১২৬.৪০
২০০১-০২	৪.৪	২২৬.৯২	১৪০.৯০	৯১.১২
২০০৭-০৮	৬.২	৫৭৯.২২	১৮৪.৫৫	১৫৮.৩৮
২০০৮-০৯	৫.৭	৬৭৬.০৩	১৯৬.৬৮	১৮০.৯১
২০১১-১২	৬.২৩	১০২১.৩০	৩৮০.০০	২৫২.৪৫
২০১২-১৩	৬.০৩	১৩৬৯.৬০	৫২৩.৭০	৪৯৬.৬০

উৎসঃ আইবাস, এমটিএমএফ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং বাজেট সংক্ষিপ্ত-সারের বিভিন্ন সংখ্যা

সারণি-৮: সংশোধিত বাজেট (২০১১-১২ ও ২০১২-১৩)

(কোটি টাকায়)

খাত	সংশোধিত ২০১২-১৩	হিসাব ২০১২-১৩ (মার্চ পর্যন্ত)	বাজেট ২০১২-১৩	সংশোধিত ২০১১-১২	প্রকৃত ২০১১-১২
১	২	৩	৪	৫	৬
মোট রাজস্ব আয়	১,৩৯,৬৭০	৯১,৬০৭	১,৩৯,৬৭০	১,১৪,৮৮৫	১,১৪,৬৯৩
	১৩.৫	**৮.৮**	**১৩.৪**	**১২.৬**	**১২.৫**
তন্মধ্যে,					
এনবিআর কর	১১২২৫৯	৭২৩০৮	১,১২,২৫৯	৯২,৩৭০	৯১,৫৯৫
এনবিআর বহির্ভূত কর	৪৫৬৫	২৯০০	৪,৫৬৫	৩,৯১৫	৩,৬৩৩
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২২৮৪৬	১৬৩৯৯	২২,৮৪৬	১৮,৬০০	১৯,৪৬৫
মোট ব্যয়	১,৮৯,৩২৬	৯৬,৮৫০	১,৯১,৭৩৮	১,৬১,২১৪	১,৫২,৪২৮
	১৮.২	**৯.৩**	**১৮.৪**	**১৭.৬**	**১৬.৭**
(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	**১০২৮৯২**	**৬৫৮১০**	৯৯,৪৯৬	৯১,৮২৩	৮৯,২৯৯
	৯.৯১	**৬.৩৪**	**৯.৫৫**	**১০.০৪**	**৯.৭৬**
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	**৫৭৭৫১**	**২০৩৩০**	৬০,১৩৭	৪৫,৬৫১	৪০,৬৭২
	৫.৬	**২.**	**৫.৮**	**৫.**	**৪.৪**
তন্মধ্যে,					
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৫২৩৬৬	১৯৯৭৪	৫৫,০০০	৪১,০৮০	৩৭,৫০৮
	৫.০	১.৯	৫.৩	৪.৫	৪.১
(গ) অন্যান্য ব্যয়	**২৮৬৮৩**	**১০৭১০**	৩২,১০৫	২৩,৭৪০	২২,৪৫৭
	২.৮	**১.০**	**৩.১**	**২.৬**	**২.৫**
বাজেট ঘাটতি	-৪৯,৬৫৬	-৫,২৪৩	-৫২,০৬৮	-৪৬,৩২৯	-৩৭,৭৩৫
	-৪.৮	**-০.৫**	**-৫.০**	**-৫.১**	**-৪.১**
অর্থায়ন					
(ক) বৈদেশিক উৎস	১৭১৮৩	১৬৪৭	**১৮,৫৮৪**	**১১,৮৫৯**	**৭,১৯৩**
	১.৭	**০.২**	**১.৮**	**১.৩**	**০.৮**
(খ) অভ্যন্তরীণ উৎস	৩২৪৭৩	৩৪৭৮	**৩৩৪৮৪**	**৩৪,৪৬৯**	**৩০,৫৪৩**
	৩.১	**০.৩**	**৩.২**	**৩.৮**	**৩.৩**
তন্মধ্যে ব্যাংকিং উৎস	২৮৫০০	১০৭৫৯	২৩০০০	২৯১১৫	২৭১৯১
জিডিপি	**১,০৩৭,৯৮৭**	**১,০৩৭,৯৮৭**	**১,০৪১,৩৬০**	**৯১৪,৭৮৪**	**৯১৪,৭৮৪**

সারণি-৯: বাজেট কাঠামো
(সময়কালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৩-১৪	সংশোধিত ২০১২-১৩	হিসাব ২০১২-১৩ (মার্চ পর্যন্ত)	বাজেট ২০১২-১৩	সংশোধিত ২০১১-১২	প্রকৃত ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১	হিসাব ২০০৯-১০	হিসাব ২০০৮-০৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মোট রাজস্ব আয়	১,৬৭,৪৫৯	১,৩৯,৬৭০	৯১,৬০৭	১,৩৯,৬৭০	১,১৪,৮৮৫	১,১৪,৬৯৩	৯২,৯৯৩	৭৫,৯০৫	৬৪,৫৬৮
	১৪.১	**১৩.৫**	**৮.৮**	**১৩.৪**	**১২.৬**	**১২.৫**	**১১.৮**	**১১.০**	**১০.৫**
তন্মধ্যে,									
এনবিআর কর	১৩৬০৯০	১১২২৫৯	৭২৩০৮	১,১২,২৫৯	৯২,৩৭০	৯১,৫৯৫	৭৬,২২৫	৫৯,৭৪২	৫০,২১৬
এনবিআর বহির্ভূত কর	৫১২৯	৪৫৬৫	২৯০০	৪,৫৬৫	৩,৯১৫	৩,৬৩৩	৩,৩২৩	২,৭৪৩	২,৬৫৩
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২৬২৪০	২২৮৪৬	১৬৩৯৯	২২,৮৪৬	১৮,৬০০	১৯,৪৬৫	১৩,৪৪৫	১৩,৪২০	১১,৬৯৯
মোট ব্যয়	২,২২,৪৯১	১,৮৯,৩২৬	৯৬,৮৫০	১,৯১,৭৩৮	১,৬১,২১৪	১,৫২,৪২৮	১,২৮,২৪৯	১,০২,৯৭৭	৮৯,১৯৪
	১৮.৭	**১৮.২**	**৯.৩**	**১৮.৪**	**১৭.৬**	**১৬.৭**	**১৬.৩**	**১৪.৯**	**১৪.৫**
(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	**১১৩৪৭১**	**১০২৮৯২**	**৬৫৮১০**	৯৯,৪৯৬	৯১,৮২৩	৮৯,২৯৯	৭৭,৪৮৮	৬৭,০১৩	৬২,২৮২
	৯.৫৫	**৯.৯১**	**৬.৩৪**	**৯.৫৫**	**১০.০৪**	**৯.৭৬**	**৯.৮৪**	**৯.৭০**	**১০.১৩**
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	**৭২২৭৫**	**৫৭৭৫১**	**২০৩৩০**	৬০,১৩৭	৪৫,৬৫১	৪০,৬৭২	৩৫,৭৩৪	২৮,১১৫	২১,৬৮৪
	৬.১	**৫.৬**	**২.**	**৫.৮**	**৫.**	**৪.৪**	**৪.৫**	**৪.১**	**৩.৫**
তন্মধ্যে,									
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৬৫৮৭০	৫২৩৬৬	১৯৯৭৪	৫৫,০০০	৪১,০৮০	৩৭,৫০৮	৩৩,২৮৪	২৫,৫৫৩	১৯,৪৩৮
	৫.৫	৫.০	১.৯	৫.৩	৪.৫	৪.১	৪.২	৩.৭	৩.২
(গ) অন্যান্য ব্যয়	**৩৬৭৪৫**	**২৮৬৮৩**	**১০৭১০**	৩২,১০৫	২৩,৭৪০	২২,৪৫৭	১৫,০২৭	৭,৮৪৯	৫,২২৮
	৩.১	**২.৮**	**১.০**	**৩.১**	**২.৬**	**২.৫**	**১.৯**	**১.১**	**০.৯**
বাজেট ঘাটতি	-৫৫,০৩২	-৪৯,৬৫৬	-৫,২৪৩	-৫২,০৬৮	-৪৬,৩২৯	-৩৭,৭৩৫	-৩৫,২৫৬	-২৭,০৭২	-২৪,৬২৬
	-৪.৬	**-৪.৮**	**-০.৫**	**-৫.০**	**-৫.১**	**-৪.১**	**-৪.৫**	**-৩.৯**	**-৪.০**
অর্থায়ন									
(ক) বৈদেশিক উৎস	২১০৬৮	১৭১৮৩	১৬৪৭	**১৮,৫৮৪**	**১১,৮৫৯**	**৭,১৯৩**	**৫,০৭৯**	**৯,২৫৪**	৪,৭৩৪
	১.৮	**১.৭**	**০.২**	**১.৮**	**১.৩**	**০.৮**	**০.৬**	**১.৩**	**০.৮**
(খ) অভ্যন্তরীণ উৎস	৩৩৯৬৪	৩২৪৭৩	৩৪৭৮	**৩৩৪৮৪**	**৩৪,৪৬৯**	**৩০,৫৪৩**	**৩০,২১১**	**১৫,৮২০**	২০,০১২
	২.৯	**৩.১**	**০.৩**	**৩.২**	**৩.৮**	**৩.৩**	**৩.৮**	**২.৩**	**৩.৩**
তন্মধ্যে ব্যাংকিং উৎস	২৫৯৯৩	২৮৫০০	১০৭৫৯	২৩০০০	২৯১১৫	২৭১৯১	২৫২১০	-২০৯২	১৩৭৯৩
জিডিপি	**১,১৮৮,৮০০**	**১,০৩৭,৯৮৭**	**১,০৩৭,৯৮৭**	**১,০৪১,৩৬০**	**৯১৪,৭৮৪**	**৯১৪,৭৮৪**	**৭৮৭,৪৯৫**	**৬৯০,৫৭১**	**৬১৪,৯৪৩**

সারণি-১০: সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারী বিভাজন ও অগ্রাধিকার
(সময়কালঃ ২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৩-১৪	সংশোধিত ২০১২-১৩	বাজেট ২০১২-১৩	সংশোধিত ২০১১-১২	বাজেট ২০১১-১২	হিসাব ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১	হিসাব ২০০৯-১০	হিসাব ২০০৮-০৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক) সামাজিক	**৫১,৫৫৫**	**৪৫,৪৬০**	**৪৬,২৯৬**	**৪০,২৮৩**	**৪২,৮৯০**	**৩৮,৫৮৬**	**৩৬,১৭০**	**৩০,৯৩৪**	**২৬,৬৩১**
অবকাঠামো	২৩.১৭	২৪.০১	২৪.১৫	২৪.৯৯	২৬.২২	২৫.৩১	২৮.২০	৩০.৪৭	২৯.৮২
মানব সম্পদ									
১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৩,১৬৩	১১,৫৪৩	১১,৫৮৩	১০,৬৩৩	১০,৮৫০	১০,৫৭৯	১০,০৭৯	৮,৭১২	৬,৫৩৮
	৫.৯২	৬.১০	৬.০৪	৬.৬০	৬.৬৩	৬.৯৪	৭.৮৬	৮.৫৮	৭.৩২
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	১১,৯৩০	৯,৪৫৩	৯,৮২৫	৭,৭২৭	৮,৯৫৬	৮,১৫৭	৮,৩০৪	৬,৮৩৮	৫,৩৩১
	৫.৩৬	৪.৯৯	৫.১২	৪.৭৯	৫.৪৭	৫.৩৫	৬.৪৭	৬.৭৪	৫.৯৭
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৯,৪৭০	৯,১৩০	৯,৩৩৩	৮,১৪৯	৮,৮৬৯	৭,৬৬৭	৭,২৮৭	৬,২৭১	৫,১০১
	৪.২৬	৪.৮২	৪.৮৭	৫.০৫	৫.৪২	৫.০৩	৫.৬৮	৬.১৮	৫.৭১
৪. অন্যান্য	৯,০৫২	৮,১৫৫	৮,৬৪৯	৭,১২০	৭,১২৯	৭,৬৫৯	৬,০৬৮	৪,৯৩৭	৪,১৩৬
	৪.০৭	৪.৩১	৪.৫১	৪.৪২	৪.৩৬	৫.০২	৪.৭৩	৪.৮৬	৪.৬৩
উপ-মোট :	৪৩,৬১৫	৩৮,২৮১	৩৯,৩৯০	৩৩,৬২৯	৩৫,৮০৪	৩৪,০৬২	৩১,৭৩৮	২৬,৭৫৮	২১,১০৬
	১৯.৬০	২০.২২	২০.৫৪	২০.৮৬	২১.৮৯	২২.৩৪	২৪.৭৪	২৬.৩৬	২৩.৬৩
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা									
৫. খাদ্য বিভাগ	১,৪১৭	১,৩২২	১,০৮০	১,১০৪	১,৩৬০	১,১২২	১,১৯৪	৩৫৩	৫,৫২৫
	০.৬৪	০.৭০	০.৫৬	০.৬৮	০.৮৩	০.৭৪	০.৯৩	০.৩৫	৬.১৯
৬. দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৬,৫২৩	৫,৮৫৭	৫,৮২৬	৫,৪৫১	৫,৭২৬	৪,২৮৩	৩,২৩৭	৩,৮২৩	০
	২.৯৩	৩.০৯	৩.০৪	৩.৩৮	৩.৫০	২.৮১	২.৫২	৩.৭৭	০.০০
উপ-মোট :	**৭,৯৪০**	**৭,১৭৯**	**৬,৯০৬**	**৬,৫৫৫**	**৭,০৮৬**	**৫,৪০৫**	**৪,৪৩১**	**৪,১৭৬**	**৫,৫২৫**
(খ) ভৌত	**৬৭,১৪৭**	**৬০,২৪২**	**৫৩,৩৩০**	**৪৫,৯৮৩**	**৪৬,০৭৪**	**৪৪,৩৪৭**	**৩৮,৭৩৪**	**৩০,৯৩৪**	**২৪,৮৭৮**
অবকাঠামো	**৩০.১৮**	**৩১.৮২**	**২৭.৮১**	**২৮.৫২**	**২৮.১৬**	**২৯.০৯**	**৩০.২০**	**৩০.৪৭**	**২৭.৮৫**
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন									
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১২,২৭০	১৪,৮৭৮	৮,৯১১	৯,২৬০	৭,৪০৬	৯,৭৬০	৮,৪৩৮	৭,৩৫০	৬,৯৭৭
	৫.৫১	৭.৮৬	৪.৬৫	৫.৭৪	৪.৫৩	৬.৪০	৬.৫৮	৭.২৪	৭.৮১
৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২,৫৯৩	২,৫০১	২,৮৯২	২,২৬১	২,২২৮	২,১৩৪	২,০৪০	১,৮৩৮	১,৪৬১
	১.১৭	১.৩২	১.৫১	১.৪০	১.৩৬	১.৪০	১.৫৯	১.৮১	১.৬৪
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	১২,৯৬১	১৩,২২০	১২,৪৩৩	১০,৩৯৩	১০,৯০৯	৯,৪৪২	৯,০৩৭	৭,৬৫৩	৫,৯৩৬
	৫.৮৩	৬.৯৮	৬.৪৮	৬.৪৫	৬.৬৭	৬.১৯	৭.০৫	৭.৫৪	৬.৬৫
১০. অন্যান্য	৪,৪৪৮	৪,২৪৭	৪,৪৩৬	৪,৪৪১	৪,২৪৪	৪,৩৮৫	৩,৬৪৮	২,৭৬৬	২,০৯০
	২.০০	২.২৪	২.৩১	২.৭৫	২.৫৯	২.৮৮	২.৮৪	২.৭২	২.৩৪
উপ-মোট :	**৩২,২৭২**	**৩৪,৮৪৬**	**২৮,৬৭২**	**২৬,৩৫৫**	**২৪,৭৮৭**	**২৫,৭২১**	**২৩,১৬৩**	**১৯,৬০৭**	**১৬,৪৬৪**
	১৪.৫০	**১৮.৪১**	**১৪.৯৫**	**১৬.৩৫**	**১৫.১৫**	**১৬.৮৭**	**১৮.০৬**	**১৯.৩১**	**১৮.৪৩**
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	১১,৩৫১	৯,৯৯৩	৯,৫৪৪	৭,৯৫৭	৮,৩১১	৭,৯৬৯	৭,২৩৩	৩,৪৬৯	২,৫৫০
	৫.১০	৫.২৮	৪.৯৮	৪.৯৪	৫.০৮	৫.২৩	৫.৬৪	৩.৪২	২.৮৬
যোগাযোগ অবকাঠামো									

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৩-১৪	সংশোধিত ২০১২-১৩	বাজেট ২০১২-১৩	সংশোধিত ২০১১-১২	বাজেট ২০১১-১২	হিসাব ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১	হিসাব ২০০৯-১০	হিসাব ২০০৮-০৯
১১. সড়ক বিভাগ	৫,৫৫০	৫,৪৬৫	৪,২৪৬	৪,১৮০	৭,৪৫০	৭,২৭৮	৫,৫৮৪	৪,৮২৮	৩,৭০৪
	২.৪৯	২.৮৯	২.২১	২.৫৯	৪.৫৫	৪.৭৭	৪.৩৫	৪.৭৬	৪.১৫
১২.রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫,৫৮৯	৪,৬১২	৪,৯০০	৩,৭৯১	০	১	০	০	০
	২.৫১	২.৪৪	২.৫৬	২.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. সেতু বিভাগ	৭,০০০	৮২৩	১,১৫১	৬৮৮	২,২৪৫	৪১৮	৩৮৫	৩৩১	০
	৩.১৫	০.৪৩	০.৬০	০.৪৩	১.৩৭	০.২৭	০.৩০	০.৩৩	০.০০
১৪. অন্যান্য	১,১২১	১,০৪৪	১,২৮৩	৫৭৭	৯৪৯	৫৫৮	৫০৩	৮৯০	২১৮
	০.৫০	০.৫৫	০.৬৭	০.৩৬	০.৫৮	০.৩৭	০.৩৯	০.৮৮	০.২৪
উপ-মোট :	**১৯,২৬০**	**১১,৯৪৪**	**১১,৫৮০**	**৯,২৩৬**	**১০,৬৪৪**	**৮,২৫৫**	**৬,৪৭২**	**৬,০৪৯**	**৩,৯২২**
	৮.৬৬	**৬.৩১**	**৬.০৪**	**৫.৭৩**	**৬.৫১**	**৫.৪১**	**৫.০৫**	**৫.৯৬**	**৪.৩৯**
১৫. অন্যান্য সেক্টর	৪,২৬৪.০	৩,৪৫৯.০	৩,৫৩৪	২,৪৩৫	২,৩৩২	২,৪০২	১,৮৬৬	১,৮০৯	১,৯৪২
	১.৯২	১.৮৩	১.৮৪	১.৫১	১.৪৩	১.৫৮	১.৪৫	১.৭৮	২.১৭
(গ) সাধারণ সেবা	৪৯,৯৫০	৩২,৮৩২	৩৭,০০২	৪১,৮৭০	৩৬,৪৪৪	২৬,৮৯৫	২৫,০৮১	২০,৫১১	১৮,৩৩৪
	২২.৪৫	১৭.৩৪	১৯.৩০	২৫.৯৭	২২.২৮	১৭.৬৪	১৯.৫৫	২০.২০	২০.৫৩
জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	১০,৫৩৭	৯,৭১৩	৯,২১৮	৮,৫৯২	৮,৪৫৪	৮,৭৩৭	৭,৮১৯	৬,৫৮২	৫,৬৮৮
	৪.৭৪	৫.১৩	৪.৮১	৫.৩৩	৫.১৭	৫.৭৩	৬.১০	৬.৪৮	৬.৩৭
১৬. অন্যান্য	৩৯,৪১৩	২৩,১১৯	২৭,৭৮৪	৩৩,২৭৮	২৭,৯৯০	১৮,১৫৮	১৭,২৬২	১৩,৯২৯	১২,৬৪৬
	১৭.৭১	১২.২১	১৪.৪৯	২০.৬৪	১৭.১১	১১.৯১	১৩.৪৬	১৩.৭২	১৪.১৬
মোট :	**১৬৮,৬৫২**	**১৩৮,৫৩৪**	**১৩৬,৬২৮**	**১২৮,১৩৬**	**১২৫,৪০৮**	**১০৯,৮২৮**	**৯৯,৯৮৫**	**৮২,৩৭৯**	**৬৯,৮৪৩**
	৭৫.৮	**৭৩.২**	**৭১.৩**	**৭৯.৫**	**৭৬.৭**	**৭২.০**	**৭৮.০**	**৮১.১**	**৭৮.২**
(ঘ) সুদ পরিশোধ	২৭৭৪৩	২৩৩৪৭	২৩,৩০২	১৯,৭৯৬	১৭,৯৯৭	২০,৩৫১	১৫,৬২২	১৪,৮৬৭	১৫,৩৫৮
	১২.৪৭	১২.৩৩	১২.১৫	১২.২৮	১১.০০	১৩.৩৫	১২.১৮	১৪.৬৪	১৭.২০
(ঙ) পিপিপি ভর্তুকি ও দায়	৭৩১৮	৩৪০৯	৯,৪০৯	৬,৯৫৯	৮,১০৯	৫,২১১	১,৮৪৯	৩,১৯৯	১,৫৪৭
	৩.২৯	১.৮০	৪.৯১	৪.৩২	৪.৯৬	৩.৪২	১.৪৪	৩.১৫	১.৭৩
(চ) নীট ঋণ দান অন্যান্য ব্যয়	১৮৭৮১	২৪০৩৯	২২,৩৯৯	১৬,৭২১	১২,০৭৯	১৬,৭৫৯	১০,৫০৪	৮২৫	২,৪৪৫
	৮.৪৪	১২.৭০	১১.৬৮	১০.৩৭	৭.৩৮	১০.৯৯	৮.১৯	০.৮১	২.৭৪
মোট বাজেট	**২২২,৪৯১**	**১৮৯,৩২৬**	**১৯১,৭৩৮**	**১৬১,২১৩**	**১৬৩,৫৮৯**	**১৫২,৪৪৮**	**১২৮,২৬৮**	**১০১,৫২১**	**৮৯,৩১৬**

সারণি-১১: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বরাদ্দ
(সময়কালঃ ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৩-১৪	সংশোধিত ২০১২-১৩	বাজেট ২০১২-১৩	সংশোধিত ২০১১-১২	বাজেট ২০১১-১২	হিসাব ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১	হিসাব ২০০৯-১০	হিসাব ২০০৮-০৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক) মানব সম্পদ									
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫২৭৮	৩৯১৬	৪,৩৮২	২,৪৬০	৩,৫১৪	২,৪০৮	৩,১৫১	২,৭০০	২,০৪৯
	৮.০	৭.৫	৮.০	৬.০	৭.৬	৬.৪	৯.৫	১০.৬	১০.৫
২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩৬০২	৩৬২৩	৩,৮২৫	৩,০৩৬	৩,৫৬২	২,৬১২	২,৫৫১	২,৪৬৮	১,৯৩২
	৫.৫	৬.৯	৭.০	৭.৪	৭.৭	৭.০	৭.৭	৯.৭	৯.৯
৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩১০০	২২৫৩	২,৫৫৪	১,৯৭৬	২,১৪৩	১,৮৬৭	১,৫৯৮	১,৩৫২	৯৩৭
	৪.৭	৪.৩	৪.৬	৪.৮	৪.৭	৫.০	৪.৮	৫.৩	৪.৮
৪. অন্যান্য	৩১৬০	২৫১৮	৩,২৫৭	১,৮৯৩	১,৯৩৪	১,৬৮৩	১,২৩৬	৭৯০	৭২৭
	৪.৮	৪.৮	৫.৯	৪.৬	৪.২	৪.৫	৩.৭	৩.১	৩.৭
উপ-মোট :	**১৫,১৪০**	**১২,৩১০**	**১৪,০১৮**	**৯,৩৬৫**	**১১,১৫৩**	**৮,৫৭০**	**৮,৫৩৬**	**৭,৩১০**	**৫,৬৪৫**
	২৩.০	**২৩.৫**	**২৫.৫**	**২২.৮**	**২৪.২**	**২২.৮**	**২৫.৬**	**২৮.৬**	**২৯.০**
(খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন									
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	১১১৯৫	১১২৭৪	১০,৮১৫	৮,৮৯৬	৯,৪০৫	৭,৯৮৯	৭,৫৭৩	৬,৪৪৪	৪,৮৫৪
	১৭.০	২১.৫	১৯.৭	২১.৭	২০.৪	২১.৩	২২.৮	২৫.২	২৫.০
৬. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৮৫০	১৭৬৯	২,১৭৬	১,৫৪৪	১,৫০৭	১,৪৪২	১,৩৪৯	১,১৩৮	৮৫৫
	২.৮	৩.৪	৪.০	৩.৮	৩.৩	৩.৮	৪.১	৪.৫	৪.৪
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩৬৪	১১৫২	১,২৪২	১,০২২	১,০৩৮	৯৯৭	১,০২৫	৯০৫	৭২৪
	২.১	২.২	২.৩	২.৫	২.৩	২.৭	৩.১	৩.৫	৩.৭
৮. অন্যান্য	২৩২৩	১৯৮৬	২,২০৪	১,৯১৭	১,৭৯৮	১,৮৮২	১২৪৬	৮০৭	৮০০
	৩.৫	৩.৮	৪.০	৪.৭	৩.৯	৫.০	৩.৭	৩.২	৪.১
উপ-মোট :	**১৬,৭৩২**	**১৬,১৮১**	**১৬,৪৩৭**	**১৩,৩৭৯**	**১৩,৭৪৮**	**১২,৩১০**	**১১,১৯৩**	**৯,২৯৪**	**৭,২৩৩**
	২৫.৪	**৩০.৯**	**২৯.৯**	**৩২.৬**	**২৯.৯**	**৩২.৮**	**৩৩.৬**	**৩৬.৪**	**৩৭.২**
(গ) জ্বালানী অবকাঠামো									
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	৯০৫৩	৮৫৬১	৭,৮৯০	৭,১৮৬	৭,১৫৩	৭,২৪৮	৬,০২৮	২,০৯৮	২,৩০৬
	১৩.৭	১৬.৩	১৪.৩	১৭.৫	১৫.৬	১৯.৩	১৮.১	৮.২	১১.৯
১০. জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ	২২৫৫	১৩৮৬	১,৬০৮	৭২৬	১,১১৪	৬৭৯	৯৮৭	১,২৬০	২১৪
	৩.৪	২.৬	২.৯	১.৮	২.৪	১.৮	৩.০	৪.৯	১.১
উপ-মোট :	**১১,৩০৮**	**৯,৯৪৭**	**৯,৪৯৮**	**৭,৯১২**	**৮,২৬৭**	**৭,৯২৭**	**৭,০১৫**	**৩,৩৫৮**	**২,৫২০**
	১৭.২	**১৯.০**	**১৭.৩**	**১৯.৩**	**১৮.০**	**২১.১**	**২১.১**	**১৩.১**	**১৩.০**
(ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো									
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৩৮৭৮	৩০২২	৩৩১০	২২৬৬	০	০	০	০	০
	৫.৯	৫.৮	৬.০	৫.৫	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
১২. সড়ক বিভাগ	৩৪৫৭	৩৬৩৫	২৬৫২	২৮৪৭	৪৫৯৮	৪৪৭৫	২৯৫২	২৫৪৬	১৬৫৮
	৫.২	৬.৯	৪.৮	৬.৯	১০.০	১১.৯	৮.৯	১০.০	৮.৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৩-১৪	সংশোধিত ২০১২-১৩	বাজেট ২০১২-১৩	সংশোধিত ২০১১-১২	বাজেট ২০১১-১২	হিসাব ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১	হিসাব ২০০৯-১০	হিসাব ২০০৮-০৯
১৩. সেতু বিভাগ	৭০০০	৮২৩	১১৫১	৬৮৮	২২৪৫	৪১৮	৩৮৪	৩৩১	০
	১০.৬	১.৬	২.১	১.৭	৪.৯	১.১	১.২	১.৩	০.০
১৪. অন্যান্য	৮৮১	৭৬২	১,০৪৪	৩০৮	৬৭৯	২৮৬	২৯৫	১৭৬	১০৯
	১.৩	১.৫	১.৯	০.৭	১.৫	০.৮	০.৯	০.৭	০.৬
উপ-মোট :	**১৫,২১৬**	**৮,২৪২**	**৮,১৫৭**	**৬,১০৯**	**৭,৫২২**	**৫,১৭৯**	**৩,৬৩১**	**৩,০৫৩**	**১,৭৬৭**
	২৩.১	**১৫.৭**	**১৪.৮**	**১৪.৯**	**১৬.৪**	**১৩.৮**	**১০.৯**	**১১.৯**	**৯.১**
মোট :	**৫৮,৩৯৬**	**৪৬,৬৮০**	**৪৮,১১০**	**৩৬,৭৬৫**	**৪০,৬৯০**	**৩৩,৯৮৬**	**৩০,৩৭৫**	**২৩,০১৫**	**১৭,১৬৫**
	৮৮.৭	**৮৯.১**	**৮৭.৫**	**৮৯.৫**	**৮৮.৫**	**৯০.৬**	**৯১.৩**	**৯০.১**	**৮৮.৩**
১৫. অন্যান্য	**৭,৪৭৪**	**৫,৬৮৬**	**৬,৮৯০**	**৪,৩১৫**	**৫,৩১০**	**৩,৫২২**	**২,৯০৯**	**২,৫৩৮**	**২,২৭৩**
	১১.৩৫	**১০.৮৬**	**১২.৫৩**	**১০.৫০**	**১১.৫৪**	**৯.৩৯**	**৮.৭৪**	**৯.৯৩**	**১১.৬৯**
মোট এডিপি	**৬৫৮৭০**	**৫২৩৬৬**	**৫৫,০০০**	**৪১,০৮০**	**৪৬,০০০**	**৩৭,৫০৮**	**৩৩,২৮৪**	**২৫,৫৫৩**	**১৯,৪৩৮**

সারণি-১২: যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) হ্রাস করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১.	০৪০৪.১০.১০	Whey whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter: Imported by VAT registered food processing industry	২৫	১০
২.	১৪০১.১০.০০	Bamboos	১২	০
৩.	২৫১৭.১০.১০	Flint/grinding pebbles imported by VAT registered ceramic products manufacturing industries	২৫	১০
৪.	২৫১৮.২০.০০	Calcined or sintered dolomite	১২	৫
৫.	২৫১৮.৩০.০০	Dolomite ramming mix	১২	৫
৬.	২৫২২.১০.০০	Quicklime	১২	৫
৭.	২৫২২.২০.০০	Slaked lime	১২	৫
৮.	২৫২২.৩০.০০	Hydraulic lime	১২	৫
৯.	২৬০২.০০.০০	Manganese ores	৫	০
১০.	২৮২২.০০.০০	Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides.	১২	৫
১১.	২৮২৯.৯০.১০	Potassium iodates	১২	৫
১২.	২৮৩৩.২৭.০০	Barium sulphates	১২	৫
১৩.	২৮৩৩.২৯.২০	Chromium sulphate	১২	৫
১৪.	২৯০৩.৭১.০০	Chlorodifluoromethane (R-২২)	১২	৫
১৫.	৩৪০৩.১১.০০ ৩৪০৩.৯১.০০	Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials	১২	৫
১৬.	৩৫০১.১০.০০ ৩৫০১.৯০.০০	Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues.	১২	৫
১৭.	৩৭০১.৩০.১০	Unexposed photosensitive plates	২৫	৫
১৮.	৩৮২৪.১০.০০	Prepared binders for foundry moulds or cores	১২	৫
১৯.	৩৯১৭.২৩.২০	FEP/Teflon tube imported by VAT registered medical	২৫	১০

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
		equipment manufacturing industry		
২০.	৫৫১০.১২.১০	Water blocking yarn imported by VAT registered optical fibre cable manufacturing industry	১২	০
২১.	৫৫১০.৩০.১০	Water blocking tape imported by VAT registered optical fibre cable manufacturing industry	১২	০
২২.	৫৯০৬.৯৯.১০	Reflective tape	২৫	১০
২৩.	৬৮০২.২৯.১০	Silex/lining/abrasive/polishing disc imported by VAT registered ceramic products manufacturing industries	২৫	১০
২৪.	৭০০৭.১১.০০	Toughened (tempered) safety glass of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels	১২	৫
২৫.	৭০০৭.২১.০০	Laminated safety glass of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels	১২	৫
২৬.	৭০১৯.৩১.১০	Mats imported by VAT registered bio-gas plant	২৫	১০
২৭.	৭০১৯.৪০.২০	Woven fabrics of rovings imported by VAT registered bio-gas plant	১২	৫
২৮.	৭০১৯.৯০.১০	Articles of glass fibre imported by VAT registered bio-gas plant	১২	৫
২৯.	৭২০১.১০.০০	Non-alloy pig iron containing by weight ০.৫% or less of phosphorus	৫	০
৩০.	৭২০১.২০.০০	Non-alloy pig iron containing by weight more than ০.৫% of phosphorus	৫	০
৩১.	৭২০১.৫০.০০	Alloy pig iron; spiegeleisen.	৫	০
৩২.	৭২০৮.২৭.৩০	Other, flat-rolled products in	১২	৫

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
		coils, not further worked than hot- rolled, pickled of a thickness of less than ৩ mm Imported by VAT registered iron/steel product, transformer and bicycle parts manufacturing industry		
৩৩.	৭২২৫.৪০.১০	Other, flat-rolled products not further worked than hot-rolled, not in coils imported by VAT registered mould manufacturing industry	১২	০
৩৪.	৭২২৫.৫০.১০	Other, flat-rolled products not further worked than cold-rolled (cold-reduced) imported by VAT registered mould manufacturing industry	১২	০
৩৫.	৮২০৫.৫৯.১০	Fibre optic cable fusion slicer	১২	৫
৩৬.	৮৪২১.২৯.১০	Cartridge/Membrane filter imported by VAT registered pharmaceuticals or water purifying machine/apparatus manufacturing industry	১২	৫
৩৭.	৮৪২১.২১.৯৪	Carbon filter, filter housing, diffuser imported by VAT registered water purifying machine/apparatus manufacturing industry	২৫	৫
৩৮.	৮৪২৪.১০.০০	Fire extinguishers, whether or not charged	১২	৫
৩৯.	৮৫১৩.১০.১০	LED lamps including rechargeable LED lamps	১২	৫
৪০.	৮৫১৩.১০.২০	Solar energy operated lamps	১২	৫
৪১.	৮৫২৫.৮০.১০	Web cam and digital cameras	২৫	১০
৪২.	৮৫৪৪.৭০.০০	Optical fibre cables	১২	৫
৪৩.	৮৭০৪.১০.০০	Dumpers designed for off-highway use	২৫	১০
৪৪.	৮৭০৬.০০.২৯	Other	২৫	১০
৪৫.	৯০০১.১০.১০	Color optical fibres imported	১২	০

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
		by VAT registered optical fibre cable manufacturing industry		
৪৬.	৯৪০৩.২০.১০	Furniture specially design to receive apparatus of heading ৮৪.৭১ and ৮৫.১৭	২৫	১০
৪৭.	৯৪০৫.৪০.৩০	Solar energy operated lamps with or without fittings and fixtures	১২	৫
৪৮.	৯৪০৫.৪০.৪০	LED tube light or LED bulb with or without fittings and fixtures	১২	৫
৪৯.	৯৪০৫.৯৯.১০	LED lamp parts imported by VAT registered LED lamp manufacturing industry	২৫	১০
৫০.	৯৬১২.১০.৯০	Ribbon other than computer printer	১২	৫
৫১.	৯৬১৩.৯০.০০	Parts cigarette lighters and other lighters	২৫	১০

সারণি-১৩: যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১.	০৪০২.১০.৯৯	Milk powder in bulk in powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding ১.৫%: (excl. imported by VAT registered milk products manufacturing industry)	৫	১০
২.	০৪০২.২১.৯৯	Milk powder in bulk in powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding১.৫% not containing added sugar or other sweetening matte (excl. imported by VAT registered milk products manufacturing industry)	৫	১০
৩.	০৬০৩.১১.০০	Roses	১২	২৫
৪.	০৬০৩.১২.০০	Carnations	১২	২৫
৫.	০৬০৩.১৩.০০	Orchids	১২	২৫
৬.	০৬০৩.১৪.০০	Chrysanthemums	১২	২৫
৭.	০৬০৩.১৫.০০	Lilies (*Lilium spp.*)	১২	২৫
৮.	০৬০৩.১৯.০০	Other	১২	২৫
৯.	০৬০৩.৯০.০০	Other	১২	২৫
১০.	০৯১০.৯১.৯০	Other spices mixtures	১২, ২৫	২৫
১১.	১৯০১.৯০.৩০	Preparations for infant use in bulk imported by VAT registered infant food industry	৫	১০
১২.	২৮০২.০০.০০	Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur.	৫	১০
১৩.	২৯০২.৪৪.০০	Mixed xylene isomers	৫	১০
১৪.	২৯৪১.৫০.১০	Erythromycin ethyl succinate; Erythromycin stearate	০	৫
১৫.	২৯৪১.৯০.১০	Azithromycin	০	৫
১৬.	৬৮১০.১৯.১০	Railway sleepers	১২	২৫
১৭.	৭২.১৩ (All H.S.Codes)	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.	৫	১০

Sl. No	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১৮.	৭২.১৪ (All H.S.Codes)	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling.	৫	১০
১৯.	৭২.১৫ (All H.S.Codes)	Other bars and rods of iron or non-alloy steel of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished	৫	১০
২০.	৭৩১১.০০.২০	LPG gas cylinder capacity below ৫০০০ litres	৩	১০
২১.	৮৪৪২.৫০.২০	Printing plates	৩	৫
২২.	৮৫৩৭.১০.১০	Busbar trunking system	৩	১০
২৩.	৮৫৩৮.১০.০০	Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods of heading ৮৫.৩৭, not equipped with their apparatus	৩	১০

সারণি-১৪: যে সকল পণ্যের সম্পুরক শুল্ক (SD) প্রত্যাহার/হ্রাস করা হয়েছে

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১.	০৮০২.৯০.১১	Betelnuts (Wrapped/canned upto ২.৫ kg)	৩০	২০
২.	০৮০২.৯০.১৯	Other betelnuts	৩০	২০
৩.	১৭.০৪ (All H.S.Codes)	Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa.	৬০	৩০
৪.	১৮০৬.২০.০০	Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than ২ kg., or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding ২ kg	৬০	৩০

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
৫.	১৮০৬.৩১.০০	Other, in blocks, slabs or bars : Filled	৬০	৩০
৬.	১৮০৬.৩২.০০	Other, in blocks, slabs or bars : Not filled	৬০	৩০
৭.	১৮০৬.৯০.০০	Other, in blocks, slabs or bars	৬০	৩০
৮.	১৯০১.১০.০০	Preparations for infant use, put up for retail sale	২০	১০
৯.	১৯০৫.৩১.০০	Sweet biscuits	১০০	৬০
১০.	১৯০৫.৩২.০০	Waffles and wafers	১০০	৬০
১১.	১৯০৫.৪০.০০	Rusks, toasted bread and similar toasted products	১০০	৬০
১২.	১৯০৫.৯০.০০	Sweet biscuits; waffles and wafers	১০০	৬০
১৩.	২১০৩.৯০.০০	Other	০, ৩০	০
১৪.	Heading ২২.০১ (All H.S.Codes)	Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow.	৩০	২০
১৫.	২৫২৩.২১.০০	White cement, whether or not artificially coloured	২০	১০
১৬.	২৭১০.১৯.৩৪	Greases	২০	১০
১৭.	২৯১৭.৩২.৯০	Dioctyl orthophthalates	২০	১০
১৮.	২৯১৭.৩৩.০০	Dinonyl or didecyl orthophthalates	২০	১০
১৯.	২৯১৭.৩৪.০০	Other esters of orthophthalic acid	২০	১০
২০.	৩৩.০৫ (All H.S.Codes)	Preparations for use on the hair.	৬০	৪৫
২১.	৩৮২৪.৯০.২০	Chlorinated paraffin wax	২০	১০
২২.	৩৯২৬.১০.০০	Office or school supplies	৬০	২০
২৩.	৩৯২৬.৯০.৯৯	Other articles of plastics	৬০	৪৫
২৪.	৫২.০৮ to ৫২.১২ (All H.S.Codes)	Woven fabrics	৪৫	২০
২৫.	৫৪.০৭ & ৫৪.০৮	Woven fabrics	৪৫	২০

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
	(All H.S.Codes) (Excl. ৫৪০৭.১০.১০)			
২৬.	৫৫.১২ to ৫৫.১৬ (All H.S.Codes)	Woven fabrics	৪৫	২০
২৭.	৫৮.০১ (All H.S.Codes)	Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading ৫৮.০২ or ৫৮.০৬.	৬০	৪৫
২৮.	৬০.০১(All H.S.Codes)	Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted.	৬০	৪৫
২৯.	৬০.০২ (All H.S.Codes)	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding ৩০ cm, containingby weight ৫% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading ৬০.০১.	৬০	৪৫
৩০.	৬০.০৩ (All H.S.Codes)	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding ৩০ cm, other than those of heading ৬০.০১ or ৬০.০২	৬০	৪৫
৩১.	৬০.০৪ (All H.S.Codes)	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding ৩০ cm, containing by weight ৫% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other those of heading ৬০.০১	৬০	৪৫
৩২.	৬০.০৫ (All H.S.Codes)	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than of headings ৬০.০১ to ৬০.০৪	৬০	৪৫
৩৩.	৬০.০৬ (All H.S.Codes)	Other knitted or crocheted fabrics	৬০	৪৫
৩৪.	৭০১৮.১০.০০	- Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and	২০	১০

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
		similar glass small wares		
৩৫.	৮৪১৮.৫০.১০	Other furniture (chests, cabinets, display counters, show-cases and the like) for storage and display, incorporating refrigerating or freezing equipment imported by VAT registered super shop	৩০	০
৩৬.	৮৫২৩.৫২.০০	Smart cards	২০	১০
৩৭.	৮৫২৯.৯০.৩১	Loaded printed circuit board of Heading ৮৫.২৭ and ৮৫.২৮ imported by VAT registered TV manufacturing industry	২০	১০
৩৮.	৮৫৩৯.৩১.৯০	Other fluorescent, hot cathode lamps	৬০	৪৫
৩৯.	৮৫৪২.৩৯.১০	SIM card	৩০	২০
৪০.	৯৪০৫.৯৯.১০	LED lamp parts imported by VAT registered LED lamp manufacturing industry	৬০	০

সারণি-১৫: যে সকল পণ্যের উপর সম্পুরক শুল্ক (SD) আরোপ/বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১.	০৩.০২ (All H.S.Codes)	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading ০৩.০৪.	০, ২০	২০
২.	০৩.০৩(All H.S.Codes)	Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading ০৩.০৪.	০, ২০	২০
৩.	০৮১০.১০.১০ ০৮১০.১০.৯০	Strawberries	০	২০
৪.	০৮১০.২০.১০ ০৮১০.২০.৯০	Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries	০	২০
৫.	০৮১০.৩০.১০ ০৮১০.৩০.৯০	Black, white or red currants and gooseberries	০	২০
৬.	০৮১০.৪০.১০ ০৮১০.৪০.৯০	Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium	০	২০
৭.	০৮১০.৫০.১০ ০৮১০.৫০.৯০	Kiwifruit	০	২০
৮.	০৮১০.৬০.১০ ০৮১০.৬০.৯০	Durians	০	২০
৯.	০৮১০.৭০.১০ ০৮১০.৭০.৯০	Persimmons	০	২০
১০.	২০০৫.২০.০০	Potatoes chips	০	৬০
১১.	২৪.০১(All H.S.Codes)	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.	৬০	১০০
১২.	২৪০২.১০.০০	- Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco	১০০	১৫০
১৩.	৩৬০১.০০.০০	১. Propellant powders	২০	৪৫
১৪.	৩৬০২.০০.০০	Prepared explosives, other than propellant powders	২০	৪৫
১৫.	৩৬.০৪(All H.S.Codes)	Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles	২০	৪৫
১৬.	৩৬০৫.০০.০০	Matches; other than	২০	৪৫

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
		pyrotechnic articles of Heading ৩৬.০৪		
১৭.	৩৮০৮.৯১.২১	Mosquito coil	২০	৪৫
১৮.	৩৯২৬.৪০.০০	Statuettes and other ornamental articles	২০	৪৫
১৯.	৪০১৬.৯১.০০	Floor coverings and mats	০	২০
২০.	৫৯০৩.৯০.০০	Other textile fabrics with polyurethane	০	৪৫
২১.	৭০.০৫ (All H.S.Codes)	Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked.	৩০	৪৫
২২.	৮৪১৫.৯০.১০	Indoor or outdoor unit	৬০	১০০

সারণি-১৬: যে সকল পণ্যের সুনির্দিষ্ট আমদানি শুল্ক (Specific rate of duty) পরিবর্তন করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Duty	Proposed Duty
১	২	৩	৪	৫
১.	৭২০৬.১০.০০	Iron and non-alloy steel in ingots (excluding iron of heading ৭২.০৩).- Ingots	BDT ২৫০০/-per MT	BDT ৩৫০০/-per MT
২.	৭২০৬.৯০.০০	Iron and non-alloy steel in other primary forms (excluding iron of heading ৭২.০৩).	BDT ২৫০০/- per MT	BDT ৩৫০০/- per MT
৩.	৭২০৭.১১.০০	Containing by weight less than ০.২৫% of carbon of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness	BDT ২৫০০/-per MT	BDT ৩৫০০/-per MT
৪.	৭২০৭.১২.০০	Other, of rectangular (other than square) cross-	BDT ২৫০০/-	BDT ৩৫০০/- per

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Duty	Proposed Duty
১	২	৩	৪	৫
		section	per MT	MT
৫.	৭২০৭.১৯.০০	Other Semi-finished products of iron or non-alloy steel.	BDT ২৫০০/-per MT	BDT ৩৫০০/-per MT
৬.	৭২০৭.২০.০০	Semi-finished products of iron or non-alloy steel containing by weight ০.২৫% or more of carbon	BDT ২৫০০/-per MT	BDT ৩৫০০/-per MT

সারণি-১৭: যে সকল পণ্যকে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশেষ রেয়াতি সুবিধা প্রদান/প্রত্যাহার করে শুল্ক-কর হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে

(ক) মূলধনী যন্ত্রপাতি সুবিধা প্রদান

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১.	৮৪১৩.৮২.০০	Liquid elevators	৫	২
২.	৮৪৮০.৩০.০০	- Moulding patterns	১২	২
৩.	৮৫০৩.০০.২০	Parts of other generator (পণ্যটিতে পুর্ব থেকেই মুলধনী যন্ত্রপাতি সুবিধা থাকলেও পৃথক চালানে বাণিজ্যিক আমদানিকারককে বর্তমানে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে)		২
৪.	৮৫০৪.২৩.০০	Liquid dielectric transformers having a power handling capacity exceeding ১০,০০০ kVA	১২	২
৫.	৮৭০৪.২২.১৩	Insulated road milk tanker in CBU	৫	২

(খ) মূলধনী যন্ত্রপাতি সুবিধা প্রত্যাহার

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing S.R.O Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১.	৭৩১১.০০.২০	LPG gas cylinder capacity below ৫০০০ liters	৩	১০
২.	৮৫৩৭.১০.১০	Busbar trunking system	৩	১০
৩.	৮৫৩৮.১০.০০	Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods of heading ৮৫.৩৭, not equipped with their apparatus	৩	১০

(গ) জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উপকরণের ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১.	৭৩১৫.৮৯.০০	Anchor chain with standard accessories	২৫	৫
২.	৮৯০৬.৯০.০০	Life boat	১২	৫
৩.	৮৯০৭.১০.০০	Rafts	১২	৫
৪.	৯৪০৫.৪০.৯০	Navigation light	২৫	৫

(ঘ) পোল্ট্রি ও গবাদি পশু প্রতিষ্ঠানের খাদ্য উপকরণে শূন্য শুল্ক সুবিধা প্রদান

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১.	০৫১১.৯১.০০	Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals (fish meal unfit for human consumers)	৫	০
২.	২৮৩৩.২৫.০০	Copper sulphate pentahydrate (feed grade)	১২	০
৩.	২৮৩৩.২৯.৯০	Ferrous sulphate (feed grade)/Manganese sulphate monohydrate (feed grade)	১২	০
৪.	২৯৩০.৯০.০০	Other organo-sulphur compounds	৫	০
৫.	৩০০৩.১০.০০ ৩০০৩.২০.০০ ৩০০৩.৩৯.৯০	Medicament for veterinary use for retail sale	৫	০
৬.	৩০০৪.৯০.৯৯	Spermfilter	৫	০
৭.	৩৮১৫.৯০.০০	Raw milk preservatives	১২	০
৮.	৩৮২১.০০.০০	Prepared culture for poultry	১২	০

(ঙ) পোল্ট্রি শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশে শূণ্য শুল্ক সুবিধা প্রদান

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১.	৩৯২৩.২৯.৯০	Bio gas storage bag, Bio gas pum, glass fibre plastic reinforcement cover for biogas plant	২৫	০
২.	৩৯২৬.২০.৯০	Sterilized sensitive/super sensitive gloves for artificial insemination and embryo.	২৫	০
৩.	৪০০৯.১১.০০	Disposable semen collector	২৫	০
৪.	৯০২৭.৮০.০০	Semen analyser	৩	০

(চ) টেক্সটাইল শিল্পের উপকরণে শূণ্য শুল্ক সুবিধা প্রদান

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১.	৫৫০২.০০.১০	Artificial filament tow	৫	০

(ছ) সংবাদপত্র ও প্রকাশনা শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজপ্রিন্ট

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing S.R.O Rate (%)	Proposed Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১.	৪৮০১.০০.০০	Newsprint, in rolls or sheets	৩	২৫

(জ) পর্যটন শিল্পের equipment and accessories এ রেয়াতি সুবিধা প্রদান

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
১.	৪০১৬.৯৯.৯০	Scuba diving equipments	২৫	৫
২.	৬১১২.৩১.০০	Swimming accessories	১২	৫

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
১	২	৩	৪	৫
	৬১১২.৩৯.০০ ৬১১২.৪১.০০ ৬১১২.৪৯.০০			
৩.	৬৩০৬.২২.০০	১.১ Camping and hiking tents	২৫	৫
৪.	৬৫০৬.১০.০০	Safety cap for skating or biking	২৫	৫
৫.	৮৩০৮.১০.০০	Mountain climbing materials	২৫	৫
৬.	৮৭০৩.১০.০০	Go-curt	২৫	৫
৭.	৮৮০১.১০.০০	Hot air balloons	১২	৫
৮.	৮৮০৪.০০.০০	Paragliding equipments	৫	৫
৯.	৮৯০৩.৯২.০০	Surfing boats	২৫	৫
১০.	৮৯০৩.৯৯.০০	Kayak, sea ray and its accessories, water bikes, jet ski	২৫	৫
১১.	৮৯০৬.৯০.০০	House boats/Glass bottom boats	১২	৫
১২.	৯৫০৩.০০.৯০	Kite surfing equipments	২৫	৫
১৩.	৯৫০৪.৯০.০০	Bowling items	২৫	৫
১৪.	৯৫০৬.৯৯.০০	Pool table	১২	৫

সারণি-১৮: Regulatory Duty (RD) হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত ২৫% আমদানি শুল্কযুক্ত পণ্যের তালিকা (১ জুলাই, ২০১৩ হতে কার্যকর)

Sl. No.	H.S. Code	Description
১	২	৩
১.	১৫১৩.২৯.০০	Palm kernel or babassu oil and fractions thereof (excl. crude)
২.	১৯০১.৯০.৯১	Malt extract; food preparations imported in bulk by VAT registered food processing industries
৩.	৩২১৫.১৯.০০	Printing ink (excl. black)
৪.	৭২০৯.১৮.৯০	Cold rolled coils of a thickness of less than ০.৫mm (excl. secondary quality)
৫.	৭২১০.৪৯.৯০	Flat rolled products of otherwise plated or coated with zinc, nes
৬.	৭২১০.৬৯.৯০	Flat rolled products of other plated or coated

		with aluminium, nes
৭.	৭২১০.৭০.৯০	Flat rolled products of other painted, varnished or coated with plastics, nes
৮.	৭২১০.৯০.০০	Other flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of ৬০০ mm or more, clad, plated or coated, nes

সারণি-১৯: Regulatory Duty (RD) আরোপযোগ্য ১০% আমদানি শুল্কযুক্ত পণ্যের তালিকা (১ জুলাই, ২০১৩ হতে কার্যকর)

Sl. No.	H.S.Code	Description
১	২	৩
১.	২৫১৭.১০.১০	Flint/grinding pebbles imported by VAT registered ceramic products manufacturing industries
২.	৩৯১৭.২৩.২০	FEP/Teflon tube imported by VAT registered medical equipment manufacturing industry
৩.	৬৮০২.২৯..১০	Silex/lining/abrasive/polishing disc imported by VAT registered ceramic products manufacturing industries
৪.	৬৮০৪.৩০.০০	Hand sharpening or polishing stones
৫.	৬৮০৬.১০.০০	Slag wool, rock wool, etc (incl. intermixtures) in bulk, sheets or rolls
৬.	৬৮০৬.৯০.০০	Oth. wool, excl. slag wool, rock wool and similar, exfoliated vermiculite, expanded clays.
৭.	৬৮০৭.১০.০০	Articles of asphalt or of similar materials (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch) in rolls
৮.	৬৮১৩.২০.৯০	Finished containing asbestos
৯.	৬৮১৩.৮১.০০	Brake linings and pads not containing asbestos
১০.	৭০১০.১০.০০	Glass Ampoules
১১.	৭০১০.৯০.০০	Carboys, bottles, flasks, jars, pots...nes, excl.jar of glass, glass bottles, jar
১২.	৭০২০.০০.১০	Other articles of glass, Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum nes
১৩.	৭২২২.৪০.০০	Angles, shapes and sections of stainless steel
১৪.	৭২২৯.৯০.০০	Other wire of alloy steel (silico-manganese steel)
১৫.	৭৩০২.৯০.০০	Railway track construction material of iron or steel, etc, nes
১৬.	৭৩০৪.১১.১০	Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines of

Sl. No.	H.S.Code	Description
১	২	৩
		stainless steel, exceeding ৮ inch dia
১৭.	৭৩০৪.১৯.১০	Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines (excl. of stainless steel) exceeding ৮ inch dia
১৮.	৭৩০৪.২২.১০	Drill pipe of stainless steel Exceeding ৮ inch dia
১৯.	৭৩০৪.২৪.১০	Casing and tubing of stainless steel, exceeding ৮ inch dia
২০.	৭৩০৫.১১.০০	Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines longitudinally submerged arc welded
২১.	৭৩০৬.১১.১০	Line pipe of a kind used for oil/gas pipelines welded of stainless steel exceeding ৮ inch dia
২২.	৭৩০৬.১৯.১০	Line pipe of a kind used for oil/gas pipelines (excl. welded of stainless steel) exceeding ৮ inch dia
২৩.	৭৩০৯.০০.০০	Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding ৩০০ L, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment.
২৪.	৭৩১৫.১১.১০	Roller chain of a kind used exclusively in bicycles or cycle rickshaws or automotive vehicles
২৫.	৭৩১৫.১১.২০	Roller chain of iron/steel of a kind used exclusively in motor cycles
২৬.	৭৩২১.৯০.০০	Parts of Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel.
২৭.	৭৩২৫.৯১.০০	Grinding balls and similar articles for mills of cast steel
২৮.	৭৬১২.৯০.৯০	Aluminium casks, drums, cans and boxes and similar containers, nes
২৯.	৭৬১৬.৯৯.০০	Other articles of aluminium, nes
৩০.	৮২০২.৯৯.১০	Toothless saw blades
৩১.	৮২০৩.১০.৯০	Rasps and similar tools (excl. Files for cutting ampoules)
৩২.	৮২০৩.২০.০০	Pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers and similar tools
৩৩.	৮২০৪.১১.০০	Non-adjustable hand-operated spanners and

Sl. No.	H.S.Code	Description
১	২	৩
		wrenches
৩৪.	৮২০৪.১২.০০	Adjustable hand-operated spanners and wrenches
৩৫.	৮২০৫.২০.০০	Hammers And Sledge Hammers
৩৬.	৮২০৫.৪০.০০	Screwdrivers
৩৭.	৮২০৫.৫৯.৯০	Other hand tools (including glaziers' diamonds), nes
৩৮.	৮৩১১.৩০.০০	Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or welding by flame
৩৯.	৮৫০৪.৪০.১০	Mobile battery charger (less than ১০VA)
৪০.	৮৫১৭.৭০.০০	Parts of telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice
৪১.	৮৭০৮.১০.০০	Bumpers and parts thereof
৪২.	৮৭০৮.২৯.০০	Other parts and accessories of bodies (including cabs) excluding safety seat belts
৪৩.	৮৭০৮.৪০.০০	Gear boxes and parts thereof